প্রেমের মৃত্যু নেই

প্রেমের মৃত্যু নেই

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

প্রেমের মৃত্যু নেই
আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
কৃতজ্ঞতায়: ডিএ তায়েব
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৩-৬

ISBN: 978-984-99806-3-6

Premer Mrittu Nei by Azmir Rahman Khan Eusufzai, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).

ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

আমার স্নেহধন্য বড় কন্যা
উর্মি রহমান খান ইউসুফজাই ও
জামাতা রাসেদুজ্জামান রাসেল।

অভিমত

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সফল বিচরণ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ' গোধূলি' পাঠকমহলে সমাদৃত হওয়ায় অমর একুশে বইমেলা-২০২৫ উপলক্ষে চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হলো। লেখকের প্রতিটি পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক আমি। আমি গর্বিত, আনন্দিত, 'আত্মত্যাগ', 'ভদ্রবাড়ির ভাঙ্গা জানালা', 'প্রেমের মৃত্যু নাই', 'ছন্নছাড়া' উপন্যাসগুলো ছায়ানীড় প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস নাট্যরূপ পাবে, বাংলা চলচ্চিত্রের কাহিনি হিসেবে জনপ্রিয়তা পাবে। প্রাঞ্জল ভাষায় সামাজিক কাহিনি অসাধারণ উপস্থাপনায় এ নান্দনিক উপন্যাস পাঠক প্রিয়তা পাবে। সেই শুভ প্রত্যাশা রইলো।

সৈয়দ গোলাম নওজব চৌধুরী পাওয়ার
সংগঠক ও সমাজসেবক

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ নজরে এলো দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো ওদেরই বাড়ির গেটের বাইরে হবে। এ রাস্তা নিরিবিলি থাকায় প্রায় প্রায় এখান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করে থাকি যদি মেইন রাস্তায় যানজট থাকে। প্রায় প্রায় ভার্সিটিতে বাস কিংবা রিকসাতে যাতায়াত করতে হতো বলে মার অনুরোধে বাবা আমাকে মটর সাইকেল কিনে দিয়েছেন। আমরা দুই ভাই এক বোন। বড় ভাই লেখাপড়া শেষ করে একই প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক আর বাবা তার নিজস্ব ব্যবসা দেখাশোনা করে। বোন সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী, নাম সায়লা। বড় ভাই বিয়ে করেছে দুই/তিন মাস হলো। ভাইয়ের নাম তৌফিক, ভাবীর নাম লতা, বাবার নাম লুৎফর রহমান, মায়ের নাম সুবর্ণা খান। আর আমার নাম একটু পরে বলি। প্রথমে যা দিয়ে শুরু করেছিলাম– 'রাস্তায় দুটি মেয়ে এর আগে এতবার যাওয়া আসা হয়েছে যে কখনও এদেরকে দেখিনি। নিজের বাইক ঘুরিয়ে দাঁড়ানো মেয়েটির কাছে এসে দেখি ছোট মেয়েটাকে আগে হতে চিনি, আমাদের বাসায় আমার ছোট বোনের সাথে দেখেছি। পুনরায় হায় হ্যালো করে আবার চলে গেলাম ভার্সিটির দিকে। মেয়ে দুটির মধ্যে কথোপকথন, বড় বোন ছোট বোনকে বললো, 'ঐ মানুষটিকে তুই কি চিনিস'? উত্তরে ছোট মেয়েটি বললো, 'আমার বান্ধবীর বড় ভাই মাঝে মধ্যেই তো ওদের বাসাতে যেয়ে থাকি। উনিও ভালো লোক ওর বোন ও ওদের পরিবার খুবই ভালো। নিরব ভাই কি সুদর্শন।' বড় বোন বললো, 'থাক হয়েছে আর সুনাম করতে হবে না।' আর কথা না বাড়িয়ে

একটি রিকসা কাছে এলে ওরা রিকসাতে চেপে বসে গন্তব্যের দিকে এগোতে থাকে। আমি ভার্সিটিতে এসে যথারীতি নির্ধারিত স্থানে বাইকটা রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার শাখাতে প্রবেশ করি। বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে হই-হুল্লোড় করে কিছুক্ষণ কাটালাম। বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে কেউ কেউ বলতে থাকে নিরব তো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবেই। অনেকেই তো মেনে নিলো বা অনেকে বিভিন্ন মন্তব্য করতে থাকে। এদিকে নিরবের বার বার চোখের পাতায় ভেসে আসতে আসতে হঠাৎ বলে ফেলে 'কি সুন্দর'। পাশে থাকা বন্ধু ধাক্কা দিয়ে বলে, কীসের সুন্দর কে সুন্দর।' আমতা আমতা করে পাশ কাটিয়ে যায় নিরব। নিরব বন্ধুদের উদ্দেশ্যে যাবার সময় বলে গেলো 'আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আমার বড় ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ি হতে কে না কে আসবে তার জন্য রেলস্টেশনে যেতে হবে। কাল রেজাল্টের সময় থাকিস দেখা হবে'। বলে নিরব ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাইকের জন্য আসতেই আকাশ কালো করে মেঘ এবং বৃষ্টি নেমে এলো। কিন্তু নিরবের তো ক্যাম্পাস ছাড়তে হবে কারণ বড় ভাইয়ের আত্মীয় বলে কথা। নিরব হালকা বাতাস বৃষ্টির মধ্যে বাইক নিয়ে ভার্সিটি ত্যাগ করতেই এতোটা মুষলধারে বৃষ্টি যে রাস্তা প্রায় জনশূন্য। দু'একটা রিকসা মাঝে মধ্যে আসা যাওয়া করছে তার সাথে দু'একজন মানুষ তবে কেউ কোনো ছাউনিতে গিয়ে দাঁড়ালো না। এভাবেই বাইক নিয়ে আসতে আসতে দেখি ছাউনির নিচে এদিক সেদিক তাকিয়ে রিকসার খোঁজ করছে একটি মেয়ে। মনে হয় মেয়েটি একটু ভয়ও পাচ্ছে না। দু'একটা রিকসা হাত দিয়ে থামাতে চেষ্টা করছে কিন্তু কোনা রিকসা থামছে না। আমি দূর হতে কাছে আসতেই দেখি সেই আমার বোনের বান্ধবীর বোন। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি– যাকে মনে মনে কল্পনা করেছিলাম। বাইকটা ছাউনির কাছে রেখে দ্রুত নেমে ছাউনির নিচে গিয়ে রুমাল দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে জানতে চাইলাম, 'আপনি এখানে'?

মেয়েঃ আর বলবেন না এসেছিলাম এক বান্ধবীর কাছে নোট নেওয়ার জন্য কিন্তু সে আসে নাই হয়তো কোন কারণে বাসায় আটকে গেছে।

নিরবঃ কেন আপনার বান্ধবীর টেলিফোন নাম্বার নাই?

মেয়েঃ এতোটা ভাবিনি তাছাড়া কনফার্ম কথা সে আসবেই।

নিরবঃ যাক (থামিয়ে দিয়ে বললো) এখন কি করে যাবেন? একদিকে বাতাস বৃষ্টি অন্য দিকে কোনো রিকসাও নেই। (আবদার করে) যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলতে পারি?

মেয়েঃ কেন নয়। মেয়েটি মনে মনে চিন্তা করছিলো কি আবার বলতে চায়।

নিরব: এখন তো যাবার কোনো উপায় নেই তারপরে বৃষ্টি কখন থামবে আমিও বলতে পারি না আপনি না। (কাচুমাচু হয়ে) যদি কিছু ....।

মেয়ে: বলবেন তো আপনি আমার সাথে এই বিপদ মুহূর্তে যাবেন কি না? আরে মশাই আমরা আধুনিক যুগের ছেলে-মেয়ে আমাদের কারও সাহায্য নিতে কোনো ভয়ই নেই। তাছাড়া আপনি আমার বোনের বান্ধবীর বড় ভাই। হা হা চলুন।

নিরব: আচ্ছা (একটু থেমে) বৃষ্টিতে ভিজবেন তো।

মেয়ে: তাতে কি একটু না হয় আপনার সাথে ভিজলামই একটু আধটু ভিজলে কি আর হবে। চলুন চলুন মশাই।

নিরব: এতোক্ষণে আমি আপনার সাথে বকবক করে যাচ্ছি আপনার নাম তো জানা হলো না।

মেয়ে: নামটা জানা কি খুব জরুরী।

নিরব: (একটু থেমে) আরে নামেরইতো প্রয়োজন হয়, তা না হলে সম্বোধন করবো কি বলে?

মেয়ে: (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) বেশ বলছি। আমার নাম 'সানজিতা'।

নিরব: আমার নাম...। নিরব বলতে যেয়ে বাধা পেলো সানজিতার।

সানজিতা: আমি জানি। আমার বোন সুকলা বলেছে। আপনার নাম নিরব।

নিরব: বাহ এর মধ্যে আমার নামটাও আপনি জেনে নিয়েছেন। সানজিতা: (একটু হেসে) জানার ইচ্ছা থাকলেই জানা যায়। কথা হতে হতে সানজিতা বাইকে বসতেই নিরব বাইক স্ট্যার্ট দিয়ে চলে এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। সানজিতার বাড়ির সামনে পৌঁছে বিদায়ী কুশল বিনিময় করে বাইক নিয়ে চলে নিজের বাড়ির পথে। তখন বৃষ্টি ঝরঝর করে পড়ছিলো এবং এক প্রকার বৃষ্টি ভেজা শরীর নিয়ে চলতে থাকে। এদিকে সানজিতাও ভেজা অবস্থায় বাসার ভিতরে প্রবেশ করতে মা নানা কথা জিজ্ঞেস করে এবং যথারীতি মাকে সত্য কথা জানায় যে, 'সুকলার বান্ধবী আমার কলেজের পথ ধরে আসছিলো আমাকে দেখে এই বিপদের মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে হয়তো ভয় পেতাম না অন্য কোনো বিপদ আসতে পারতো।' উত্তরে মা লিলি আক্তার একটু নিরব থেকে 'ঠিক আছে ভালোই হয়েছে এখন যাও ভেজা কাপড় ছেড়ে ফ্রেস হয়ে ড্রইংরুমে আসো।' সানজিতা মার সাথে কথা বলে স্থান ত্যাগ করে। সানজিতার মা একজন নম্র ভদ্র সুগৃহিণী, ব্যবহার চমৎকার। লিলি

আক্তারের বাবার অবস্থা ভালো। সুশিক্ষায় শিক্ষিত পরিবার। তাদের বাবার পরিবারের অভাব কি জন্মের পর হতে দেখে নাই। সানজিতারা যে বাসায় থাকে তা তার নানা ভাইয়ের দেওয়া, বাসাটা তিনতলা। মাঝ তলাতে সানজিতার পরিবার থাকে। বাকী দুইটি তলা ভাড়া দেওয়া। সানজিতার নানা নামকরা একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। নাম আকবর চৌধুরী। তিনি বেশ কিছু দিন হয় এই পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। সানজিতার মা একাই তার আর কোন ভাই বোন ছিলো না। নানার গ্রামের বাড়ির বিষয় সম্পত্তি প্রচুর এদের পরিচয় জমিদার। তাই হয়তো সানজিতার মা এতোটা বিনয়ী। আকবর চৌধুরী মারা যাবার আগেই সানজিতার নানু গত হন। সানজিতার বাবার অবস্থাও খারাপ নয়। তাছাড়া আক্তারুজ্জামান একজন ইঞ্জিনিয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকরিরত। আজ অবশ্য আক্তারুজ্জামান সাহেব বাসাতে নেই, অফিসের গাড়ি নিয়ে সাইডে চলে গেছেন। ইতোমধ্যে সানজিতার ছোট বোন সুকলা বাসায় ফিরে এলো সেও প্রায় অর্ধ ভেজা, এ অবস্থায় সুকলাকে দেখে 'যা যা ঠাণ্ডা লেগে যাবে' কাপড় বদলে নেওয়ার জন্য আহ্বান করে কিন্তু তবুও সুকলা বোনকে কৌশলে জিজ্ঞেস করলো 'আপু তুই কি নিরব ভাইয়ের বাইকে চড়ে এসেছিস?' উত্তরে সানজিতা বললো, 'কে বলেছে তোকে?' সুকলা বললো,' কেন সায়লা।' কীভাবে সুকলা জানতে পেরেছে এছাড়াও সানজিতার সাথে আলাপ করে চলে যাবার পথে বলে, 'আপু যদি নিরব ভাইয়ের প্রেমে পড়তে চাস তবে আমাকে জানাস আমি সাহায্যকারী হিসাবে তোর পাশে থাকবো।' সুকলার কথা শুনে সানজিতা বলে, 'গেলি'। সুকলা হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করে। সানজিতা একটু ভেবে মুচকি হেসে ভিতরে তার কক্ষের দিকে চলে যায়।

অন্য দিকে নিরব বাসায় গিয়ে পৌঁছাতে তার বড় ভাইয়ের স্ত্রী এগিয়ে এসে নিরবের ভেজা অবস্থা দেখে দ্রুত ভেজা কাপড় ছেড়ে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করে। ছোট বোন সায়লা দূর হতে ছোট ভাই নিরবের অবস্থা দেখে হাসতে থাকে। কারণ সায়লা নিরবের ভেজার ব্যাপারটা তো জানে। যখন সায়লা বাসার দিকে আসছিলো তখন দেখে ছোট ভাই নিরবের বাইকের পেছনে সানজিতা আপু বসা। সে কথা আবার ওর বান্ধবী সুকলাকে জানিয়ে দেয়। সে যাক নিরব তো বুঝতে পেরেছে যে ওর ছোট বোন সায়লার হাসির কারণ কি। কিন্তু বড় ভাইয়ের স্ত্রী ভাবী দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতে থাকে 'ব্যাপার কি এরা হাসছে কেন।' ভাবীরও বুঝতে বাকী রইলো না 'ডালমে কুচ কালা হে'। এখনকার মত ভাবী কিছু জানতে না চেয়ে চলে যায়। ভেতরে যাওয়ার আগে নিরবকে বলে যে, 'আমাদের বাড়ি হতে আমজাদ মামা আসবে। তুমি স্টেশনে গিয়ে তাকে রিসিভ করে নিয়ে এসো।' নিরব ঘড়ির

দিকে তাকিয়ে ক'টা বাজে দেখে নিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো। পরক্ষণে বৃষ্টিও থেমে গেলো। আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে বিকালের সূর্য মৃদু মৃদু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। নিরব নিজেকে পরিপাটি করে ঘরের বাহির হতে বাবা লুৎফর রহমান ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইমাত্র এসে আবার কোথায় যাচ্ছিস?' বাবার উত্তরে নিরব বললো, 'বাবা, ভাবীর মামা আসবেন উনাকে আনতে রেল স্টেশনে যাচ্ছি।' বাবা আর কোন কথা না জিজ্ঞেস করে বারান্দা হতে ভেতরে চলে যায়। নিরব বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইক নিয়ে গেট পর্যন্ত আসতেই নিরবের বন্ধু শিহাবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। শিহাবকে নিরব বলে, 'তুই থাক আমি একটু পরে আসছি বলে চলে যায়। শিহাব বর্তমানে একটা সরকারি হাইস্কুলে পারটাইম একজনের বদলে হেড স্যারের অনুরোধে শিক্ষকতা করে। ইতোমধ্যে বিসিএস দিয়েছে হয়তো রেজাল্টের অপেক্ষা। প্রশ্ন উঠতে পারে শিহাব বিসিএস দিচ্ছে এবার নিরব এখনো ভার্সিটির রেজাল্টের অপেক্ষায়। আসলে শিহাব আর নিরবের বয়স সমান এবং প্রাইমারি হতে একত্রেই পড়ালেখা করে আসছিলো কিন্তু বিএসসি পরীক্ষা দেবার সময় হঠাৎ নিরবের ভীষণ জ্বর হয়। যার প্রেক্ষিতে শিহাবের চেয়ে নিরব এক বছর পিছিয়ে যায়। যার ফলে শিহাব বিএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফাস্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে যায় এবং নিরব পরবর্তী বছরে পরীক্ষা দিয়ে সেও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়। প্রাইমারি জীবন হতে সব সময় দুই বন্ধুর মধ্যে পড়ালেখায় যথেষ্ট প্রতিযোগিতা ছিলো। যদি শিহাব ফার্স্ট হতো নিরব হতো সেকেন্ড আবার নিরব যে বছর ফার্স্ট হতো শিহাব হতো সেকেন্ড এভাবে চলতে থাকে। শিহাবের বাবা মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন লোক। কোনোভাবে জীবন সংসার চালিয়ে নিচ্ছে সরকারি হাইস্কুলের মাধ্যমে যা পায় তা দিয়ে। তাছাড়া টিউশনি করে শিহাবও সংসারে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। শিহাব ভালো ছেলে হিসাবে মেয়েকে বাড়ি এসে লেখাপড়া করায় বলে নিরবের বাবা লুৎফর সাহেব মেয়ের টিউশন ফির সাথে বাড়তি সাহায্য সহযোগিতা করে। এতে যদিও নিরবের বন্ধু হিসাবে নিরবের বাবার কাছ হতে বাড়তি সুবিধা নেয়ায় আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শিহাবকে নিতে হয়। এ নিয়ে নিরবের বাবার সাথে কথা হলে লুৎফর সাহেব শিহাবকে বললো, 'এক সময় তুমি বিসিএস পাস করে সরকারি চাকরি পাবে তখন না হয় আমার ঋণ সুদে আসলে তুলে নিবো।' শিহাব তার বাবার একমাত্র সন্তান। শিহাব মাথা নিচু করে কথা শুনছিলো লুৎফর সাহেবের। লুৎফর সাহেব শিহাবকে ইঙ্গিত দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে তুমি সায়লাকে পড়াতে যাও।' শিহাব যেতে উদ্যত তখন পুনরায় লুৎফর সাহেব প্রশ্ন করে, 'সায়লাতো ঠিকমত লেখাপড়া করছে?' শিহাব মাথা নেড়ে উত্তর দেয় 'জি চাচা' কথাটি বলে শিহাব যথারীতি সালাম দিয়ে চলে

যায়। আর লুৎফর সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে। এদিকে হেঁসেল থেকে নিরবের মা লুৎফর সাহেবের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো, 'কি ভাবছো সায়লার বাবা।' লুৎফর সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আমি কি ভাবছি তুমি শুনবে?' সায়লার মা বললো, 'তুমি তো সায়লা আর শিহাবের কথা ভাবছো।' মাথা নেড়ে হ্যাঁ উত্তর দিয়ে 'ঠিকই ভাবছো। আসলে শিহাব একটা হিরার টুকরো ছেলে আমার মেয়ে সায়লার জন্য যদি পেতাম তাহলে ভালোই হতো তাই না?' সায়লার মা বলে উঠলেন, 'তুমি এক কাজ করতে পারো তুমি শিহাবের বাবার সাথে কথা বার্তা বলে সম্বন্ধটা পাকাপাকি করে রাখতে পারো।' লুৎফর সাহেব স্ত্রীর কথা শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখা যাক, 'কোনো একদিন শিহাবের বাবার মুখোমুখি হয়ে কথা তুলবো।'

'কথা বলাবলি কীসের, তুমি কালকে আমার কথা বলে নিমন্ত্রণ করে এসো। কিন্তু সব কিছু যেন গোপন থাকে। অন্ততপক্ষে শিহাব বিসিএস পাস পর্যন্ত এবং সায়লা ম্যাট্রিক দেওয়ার আগ পর্যন্ত।' লুৎফর রহমান বললেন, 'যথা আজ্ঞে মহারানি আপনার কথা শিরোধার্য।' স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে হাসাহাসি হতে দুজন দুদিকে চলে গেলেন। এমন সময় লুৎফর ও তার স্ত্রীর হাসাহাসি দেখে নিরবের বড় ভাবী শাশুড়ির পিছনে এসে লজ্জায় কাচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মা অনেক দিন পর দেখলাম আপনাদের মধ্যে হাসাহাসি।' বৌ-এর কথা শুনে একটু থমকে বললেন, 'না তেমন কিছু না।' 'না মা আপনি হয়তো আমার কাছে কোনো ব্যাপার লুকাচ্ছেন। মা নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।' বড় ছেলের বৌ নাছোড়বান্দা, না শুনে যাবেই না, ওরা হেঁটে হেঁটে হেঁসেলের দিকে যেতে যেতে শাশুড়ি বলল, 'দেখ বৌ মা সায়লা হাতে পায়ে মনে হয় অনেক বড়, কিন্তু ওর বয়স মাত্র ১৪/১৫ বৎসর তাই তোমার শ্বশুর আব্বা আর আমি ভাবছিলাম সায়লার বিয়ের কথা পারতে।' কথা শেষ হতে না হতে বড় ছেলের বৌ লতা বলল, কার সাথে মা? আপনাদের পরিচিত কেউ?' মাথা নাড়িয়ে জানালেন 'না' তবে কথাখানা গোপন রেখো। এখন জানাজানি হলে কেলেঙ্কারী হবে শুধু হবেই না দুজনের পড়ালেখা বাধাগ্রস্ত হবে। আচ্ছা বৌমা তোমার শিহাবকে কেমন ছেলে মনে হয়।' ছেলের বউ হঠাৎ চমকে, 'কি বলছেন মা! (একটু চুপ করে) শিহাবের মত ছেলে পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। তাছাড়া কত নম্র ভদ্র বিনয়ী স্বভাবের।' সায়লার মা বৌকে একটু রসিকতার সুরে বললেন, 'দেখো আবার সায়লার সামনে কথা বলে দিও না।' সায়লার মা হেসে বলতেই বৌ লতা বুঝে গিয়ে বলে, 'কি যে বলেন মা আমি একজন প্রফেসরের স্ত্রী আমার কি একেবারে বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।' সায়লার মা 'ঠিক আছে' বলে আবার লতাকে বললেন, 'যাও তো মা তোমার হাতে শিহাবের জন্য নাস্তা দিয়ে এসো।' শাশুড়ির আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে হেঁসেল

হতে ঘরে প্রবেশ করে। আর শিহাব সায়লার ঘরে প্রবেশ করে সায়লাকে পড়া শিখিয়ে দিচ্ছে এবং মনযোগী হওয়ার জন্য বলছে। এখানে না বললেই নয় যে, নিরবদের বাড়ি খুবই সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিপাটি দু'তলা বিশিষ্ট। নিচতলায় বাবা মা ছোট বোন সায়লা থাকে একপাশে হেঁসেল ঘর অন্য পাশে ডাইনিং ও ড্রয়িংরুম। উপরে এক পাশে বড় ভাই, ভাবী থাকে অন্য পাশে নিরব। নিরবের রুমের সাথে ড্রইংরুম রয়েছে। মা খুবই সাদাসিধে মাটির মানুষ ভাই বোন ভাবী ও তাই। তবে লুৎফর সাহেব একটু রাগী কিন্তু মনের দিক দিয়ে উদার প্রকৃতির একজন মানুষ। সব ব্যাপারে দান দক্ষিণার হাত অনেক প্রসারিত বলে সমাজে নাম ডাক এবং সমাজে ভালো মানুষ হিসাবে স্বীকৃত। অন্য পক্ষে সানজিতার বাবা মা বোন এই সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিলেমিশে থাকার মতো মন মানসিকতার দিক দিয়ে পরিষ্কার কোনো ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করেও না কোনো ক্ষেত্রে করতেও যায় না। নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতে পছন্দ করে। যদিও সানজিতার বাবা পানি উন্নয়ন বোর্ডে চাকরিরত। ফ্যামিলির অবস্থা এতোটাই ভালো ঘুষ খাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। পরিপাটি তিন তলা অর্থাৎ ছয় ইউনিটের মাঝতলায় নিজেরা থাকে অন্য সব ভাড়া দেওয়া। পাড়া মহল্লায় প্রচুর অর্থ খরচ করে থাকে। বলতে গেলে চাকরির বেতনসহ বাসাবাড়ির নিজেদের গ্রামের বাড়ির অর্থ প্রাপ্তি তার জন্য সমাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তার মত কেউ তা করে না। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাকে প্রচুর দিয়েছে', তাছাড়া দুটি মেয়ে এতো ধন সম্পদ দিয়ে কি হবে। সানজিতার মায়ের অবস্থাও অনুরূপ। গরিব-দুঃখী অভাবগ্রস্ত লোকজন দেখলে মুঠিমুঠি অর্থ সহযোগিতা করে থাকেন। এমন কি নিজে না খেয়ে অভাবগ্রস্ত মানুষদের খাওয়ান। তার বাসায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজের লোক কিন্তু কাজের লোক গেটের দারোয়ান দেখলে কেউ মনে করবে না এরা কাজের লোক। কারণ সবার অন্যরকম পোশাক পরিচ্ছদ। তাদের প্রায় প্রতি মাসে পোশাক পরিচ্ছদ গড়ে দেওয়া, তাদের বাড়ি ঘরে সাহায্য সহযোগিতা করা সবই করেন। সানজিতাদের বাসার লোকজন তাই তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। এদের গর্ব করার মত যথেষ্ট আছে কিন্তু মনে অহংকার নেই বিন্দুমাত্র। এমন কি তাদের কোনো গাড়ি নেই। সানজিতার বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বলে মৃত্যুর পর যদি চড়ে যেতে পারতাম তবে কিনতাম। যে পয়সা দিয়ে গাড়ি, তেল অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস দ্রব্যাদী কিনবো সেই টাকা ভালো কাজে খরচ করে যেতে পারবো। কি দরকার এতো বিলাসিতা করে সাধারণ জীবন যাপন আল্লাহ পছন্দ করেন বলেই আমার মনের ভেতরে তাই আসে। সানজিতার বাবা খুবই ধার্মিক এবং কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কাজা করতে দেখি নাই। যদিও মুখে দাড়ি রাখে না বা চুলও কালো হতে সাদা

তেমন হয় নাই। তাছাড়া বয়সেরও ছাপ পড়ে নাই। এ সকল বাবা-মার ঘরে জন্ম নিয়ে দুবোনের ভেতর কোনো দাম্ভিকতার ছোঁয়া প্রকাশ পায় নাই। ওরাও দুবোন সাদাসিধে জীবন যাপন করে আসছে। উচ্চ বিলাসিতার মাঝে নিজেদেরকে যে বিলিয়ে দেবে সে রকম মনোভাব মনের মাঝে ঠাঁই দেয় না। সানজিতা বিকেল হলে ছাদে ফুলের বাগানের পরিচর্যা করে থাকে কাজের লোকজন নিয়ে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিকে সানজিতার ছোট বোন, সুকলা পিছনে এসে দাঁড়ালে দুবোনের মধ্যে কথা হয় এক পর্যায়ে জানতে চায় নিরবের সম্বন্ধে সুকলার কাছে। সুকলা তার বড় বোনের ভাব ভঙ্গিমা দেখে ভেতরে ভেতরে হাসতে থাকে। সুকলা সব কথাই বললো সর্বশেষে পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলো। সুকলা জানে যে নিরবের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে এমনভাবে জানালো সুকলা তার বড় বোনকে যে 'নিরবভাই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে।' সানজিতা সুকলার কথার উত্তরে বললো, 'তুই জেনে রেখেছিস?'

'আচ্ছা তুই যখন আমার কথা বিশ্বাস করছিস না তবে আগামীকাল জানতে পারবি। সে কত ভালো একজন স্টুডেন্ট।'

সে দেখা যাবে এই বলে সানজিতা সুকলার কাছে জানতে চাইলো 'নিরব কোন ফ্যাকাল্টিতে আছে রে?'

'কেন তোকে বাইকে আসার পথে বলেনি?'

কেন বলবে আমি কি ওর বৌ না অন্য কিছু।' সুকলা সানজিতাকে উদ্দেশ্য করে, 'কি বললি বুবু বৃষ্টি না ঝরতেই মেঘ ধরতে চাইছিস।' দেখ সুকলা বেশি পাকামী করিস না তোর কাছে যা জানতে চেয়েছি তাই বল।' সুকলা একটু চুপ থেকে পরক্ষণে হেসে বলে চলে গেলো।

নিরব গিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলো এবং যথারীতি সময়ের মধ্যে বড় ভাবীর মামার ট্রেনটি এসেছে স্টেশনে। ভাবীর ডিসক্রিপশন অনুযায়ী এমন একজন লোক ট্রেন হতে নামতে দেখলাম। যখন আমার দিকে এগোচ্ছিলো তখন বুঝতে পারলাম এই বোধ হয় মামা। তাছাড়া বড় ভাই আগেই বলে দিয়েছিলেন তার মামা শ্বশুরকে কেমন করে আমাদের মধ্যে পরিচয় বিনিময় হবে। হলোও সেভাবে দুজনের। ভাবীর মামার বুকে একটা কাগজে আমার নাম লেখা ছিলো। এরমধ্যে স্টেশন হতে ট্রেনটি ত্যাগ করলো এমন কি লোকজনের হুলস্থুল চেঁচামেচি কোলাহল আস্তে আস্তে কমতে শুরু হয়েছে। যখন দুজনের মুখোমুখি হলাম তখন দুজনের মধ্যে কথা বিনিময় শেষ হয়। আমি ভাবীর মামা হিসেবে যথেষ্ট রেসপেক্ট জানালাম। তিনি আমার সাথে

তার সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব বিনয়ী আচরণ করলেন। তারপর আমার সাথে চলে আসার জন্য আহ্বান জানিয়ে উনাকে বাইকে বসিয়ে অবশেষে বাড়িতে প্রবেশ। ভাবীর মামা আসাতে ভাবী মহাখুশি তার সাথে সাথে আমাদের পরিবারেরও কেউ বাদ নেই। বাবার সাথে মামার সাক্ষাৎ/কুশল আদান প্রদান হলো এবং আমাকে আর ভাবীকে ইঙ্গিত করেন বাবা গেস্টরুমে নিয়ে যেতে। সেমতে আমি তাকে গেস্ট রুমে রেখে মামার কাছ হতে সালাম বিনিময় করে চলে এলাম। তারপর বড় ভাবী মামার দেখাশোনার ভার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

পরদিবস সকাল বেলায় নিরবের বাড়িতে খুশির আমেজ বইছে আজ নিরবের রেজাল্ট দেবে এর মধ্যে নিরবের বন্ধু শিহাব এসে উপস্থিত। শিহাবসহ নিরব বাড়ি হতে বিদায় নিয়ে বাইক চালিয়ে সানজিতাদের বাসার সামনে এসে একটু বাইক থামিয়ে এদিক সেদিক চেয়ে আবার স্টার্ট দিয়ে চলে আসে ভার্সিটিতে নিরবের ফ্যাকাল্টিতে। এখনও রেজাল্ট নোটিশ বোর্ডে টাঙানো হয় নাই। এদিকে নিরবের মনের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণ টেনশন কাজ করছে। নিরবের অবস্থা দেখে শিহাব বলল, 'বন্ধু তুই যদি টেনশন করিস। তবে অন্য ছেলে মেয়েরা কি করবে।' আস্তে আস্তে ফ্যাকাল্টির সামনে এসে দাঁড়ালে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় বাড়তে থাকে। কেউ কেউ নিরবের দিকে এগিয়ে এসে নানা ধরনের মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে পিছন হতে একটি মেয়ে বলে উঠল, 'এই যে গুড বয় খবর কি রেজাল্ট কি হলো?' সানজিতার কথা শেষ হতে না হতে শিহাব আর নিরবের চোখ পড়লো তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ছেলে-মেয়েদের দিকে। সানজিতাকে দেখে অবাক দৃষ্টিতে তাাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এর মধ্যে শিহাব নিরবের চোখের সামনে হাত নাড়াচাড়া করে চেতনা ফেরালো। নিরব প্রশ্ন করলো সানজিতাকে, 'আপনি হঠাৎ এখানে?' তার উত্তরে সানজিতা বলে উঠলো, 'আসতে নেই বুঝি'? নিরব তারপর বললো, 'না না সে কথা নয়।' শিহাব তাদের দুজনের মাঝখানে অনুপ্রবেশ করে বলে, 'আসুন ওখানে গিয়ে বসা যাক।' ওরা তিনজন বসতে যাবে ঠিক এমন সময় দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে– সবাই বলছে রেজাল্ট এসে গেছে নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো হচ্ছে। ওরা তিনজন না বসে নোটিশ বোর্ডের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। একে অপরের দিকে চেয়ে আছে। এর মধ্যে নিরবের অবস্থা দেখে সানজিতা মিটমিট করে হাসছে। তাই দেখে নিরব সানজিতাকে বলছে, 'আপনি না এলেই পারতেন আমি ভীষণ লজ্জার মধ্যে আছি রেজাল্ট নিয়ে।' সানজিতা নিরবের কথার উত্তরে বলে, 'আরে ধ্যাত আপনি অবশ্যই আপনার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারবেন, ঠিক আছে আপনি যখন আমার আসাতে লজ্জা পাচ্ছেন তবে আমি চলে যাচ্ছি।'

সানজিতা চলে যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে নিরব হাত ধরে টান দিয়ে নিয়ে নিজের কাছাকাছি আনতেই সানজিতা অবাক দৃষ্টিতে নিরবের দিকে চাইতেই নিরব লজ্জায় সানজিতার হাত ছেড়ে দেয়। পাশে থাকা শিহাব এসব দৃশ্য দেখে মনের ভিতরে হাসতে থাকে। এর মাঝে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর মুখে মুখে প্রচার হতে থাকে যে, নিরব ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। কোন কোন বন্ধু-বান্ধবী নিরবের কাছে এসে অভিবাদন শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। রেজাল্ট-এর কথা শুনে শিহাব ও সানজিতা মহা খুশি। পরক্ষণে সানজিতা বলে উঠে, 'আমি এসেছি বলেই তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছো।' হঠাৎ সানজিতার মুখ থেকে তুমি শব্দটা শুনে নিরব ও শিহাব অবাক। (একটু থেমে) 'তোমরা যে আমার দিকে তাকিয়ে আছো এভাবে যা সত্যি তাই বলেছি।' সানজিতা খুবই সাধারণ ভাবে কথা বলে। কোন রাগ ঢাক রেখে কথা বলে না যাকে যা বলার স্পষ্ট সতর্কতার মধ্যে বলে ফেলে। 'কি মিস্টার আমার কথায় অবাক হচ্ছো কেন? এখন আমার হাত ধরলে, কেন গতকাল বৃষ্টির মধ্যে তোমার বাইকে চড়িয়ে আমার বাড়ি পৌঁছে দিলে। তুমি ছাড়া এবং আমার বাবা ছাড়া অন্য কোন পুরুষ লোক আমার হাত, আমার শরীর স্পর্শ করে নাই এখন বলো তোমাকে আমার তুমি বলার জন্য অপরাধ হয়েছে কি না? কি বলেন শিহাব ভাই আমার কোনো অপরাধ হয়েছে?' সানজিতা একদমে সত্যকে প্রকাশ করে গেলো। শিহাব সানজিতার কথায় সমর্থন করলো মাথা ঝুঁকিয়ে। নিরব এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে সানজিতার দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল আর মনে মনে বলছিলো, এতো সাংঘাতিক মেয়ে আমি ভেবেছিলাম সাদাসিধে হবে। এখন দেখছি বাঘের গর্তের থেকে সিংহ বেরিয়েছে। নিরব মনে মনে সানজিতার কথা উপভোগ করছিলো। আর বলছিল মেয়েরা কি চালাক! আমি ফাঁসিয়ে দেব কী উল্টো আমাকেই ফেঁসে যেতে হলো। শিহাব নিরবতা ভেঙে দিয়ে নিরবকে বলছিলো, 'চল বাসাতে গিয়ে খুশির সংবাদ দেই। সানজিতা ও নিরব একই সুরে সুর মিলিয়ে স্থান ত্যাগ করার মুহূর্তে বলল, 'চল বাড়ি যাওয়ার পথে এই খুশির সংবাদ দিতে সানজিতাদের জন্য এবং আমাদের বাসার জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে।' সানজিতা বাধা দিতে চাইলো নিরব তা শুনলো না। নিরব শিহাবকে মিষ্টির দোকানের সামনে এসে কিছু মিষ্টি কিনে হাতে দিয়ে বললো, 'যা তুই অটো টেম্পু নিয়ে চলে যা।' শিহাব যেতে উদ্যত হতেই নিরব পুনরায় বললো, 'মাকে বলিস তোদের বাসার জন্য এক দু'প্যাকেট মিষ্টি যেন দিয়ে দেন।' শিহাব প্রায় ১০/১২ প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে বাসার দিকে টেম্পু দিয়ে চলে গেলো। নিরব আর সানজিতা সানজিতাদের বাসার অভিমুখে রওনা হলো।

সানজিতা যেতে যেতে নিরবকে বললো, 'এতো মিষ্টি আমাদের বাসার জন্য না নিলেই পারতে মিছেমিছি এতো টাকা খরচ করার কোনই মানে হয় নাই।'

কি যে বলছো এতো আমার টাকা নয় মা আমাকে আসার পথে দিয়েছিলেন। তবে একটা কথা চিন্তা করছি তোমার বাসার লোক জন, তোমার বাবা মা তোমার বোন ওরা আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে।' সানজিতা একটু চুপ থেকে বলে, 'তুমি তো আগে কোনো দিন আমাদের বাসাতে যাওনি তাই আমাদের বাসা সম্পর্কে, আমাদের বাড়ির লোকজন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তোমার বোন সায়লা আমাদের বাসাতে সব সময় আসা যাওয়া করে ওর কাছ হতে জেনে নিও আমরা কেমন ভালো না খারাপ।' নিরব বাইক চালাতে চালাতে ভাবছে একদিনের পরিচয়ে এতটা কাছের হওয়ায় যা আর এতটাই মিশুক, এতটা সুন্দর উপস্থাপন, কথার বাচনভঙ্গি ভাবাই যায় না। আসলে সানজিতাকে আমার ভীষণ ভালোই লেগেছে, ভালো লেগেছে ওর নৈতিকতা উদারতা তাই মনে হচ্ছে প্রেমে পড়ে গেলাম। চিন্তা করতে করতে সানজিতার বাসার সামনে এসে পৌঁছালাম। সানজিতা আমার পিছন হতে নেমে পড়ে বলে, 'আরে আরে বসে আছো কেন নেমে এসো।' আমি তখন খুবই লজ্জার মধ্যে পড়েছি এক মন বলে যাই আরেক মন বলে না থাক দরকার নাই। আবার এভাবে ভাবতে ভাবতে কয়েক সেকেন্ড কেটে গেলো। পুনরায় সানজিতা নিরবকে আহ্বান জানাতে নেমে বাইক তালা দিয়ে মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে সানজিতার পিছনে পিছনে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সানজিতাদের গেট পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দু'তলায় দাঁড়িয়ে সানজিতা বাসার কলিংবেল বাজাতেই কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিতে 'সানজিতাসহ নিরবকে নিয়ে এসো' বলে প্রবেশ করতে করতে আরে এতো ইতস্তত বোধ করছো কেন কোন লজ্জার কারণ নেই এখানে। কোনোভাবে ড্রইংরুমে প্রবেশ করে নিরব ড্রইংরুমে সেন্টার টেবিলে মিষ্টির প্যাকেট রেখে এদিক সেদিক রুমের চারপাশে দেখে নেয় আবার ভাবে এতটা সুন্দর সানজিতাদের বাসা। যেমনি সানজিতার মন তেমনি বাসার সৌন্দর্য একে একে দুই তারপর মা বাবা যেন কেমন হয়। হয়তো ভালোই হতে পারে যেহেতু বাড়ির ডেকোরেশন এতটাই ভালো সানজিতার বাবা মা সানজিতা যা বলে তার অনুরূপ হবে হয়তো। সানজিতা মা মা বলতে বলতে ইতোমধ্যে ভিতরে চলে গেছে। আমি শুধু দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক দু'একজন কাজের লোকজন ছুটাছুটি করছে তার মধ্যে একজন এসে বললেন, বসেন ভাইয়া, 'আম্মাজান আসছে' বলে চলে যায়। জানি না কি বুঝিয়ে সানজিতার মাকে আমার সাথে দেখা করতে নিয়ে আসবে বাসায় সানজিতার বাবা বোন আসে কি না তা রাস্তায় জানালো না। ইতোমধ্যে অনেক প্রকার খাবার দাবার নিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করলো ট্রে এর

নিচে উপরে তিনটি তাকে ফল থেকে মিষ্টি সব রকমই আছে। আমি ভেবে অবাক এই অল্প সময়ের মধ্যে এতো কিছু আরে এরা কি মেশিন নাকি অন্য পেতাত্মা। এরা তো জ্বিন পরি ছাড়া কেউ নয় তো যেন আমাকে ফুসলায়ে ফুসলায়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এদের কাজের লোকগুলো যেন কেমন শুধু ছালাম বিনিময় করে কোনো কথা না বলে একেক করে আসতেছে আর যাচ্ছে। আমার তো ভয়ে আস্তে আস্তে গায়ের লোম শিউরে উঠেছে গা ছমছম করছে একি এরা নাস্তা দিয়ে গেলো যে গেলোই না কেন সানজিতার খবর আছে না সানজিতার মার কি করবো এখন, এখন যে ভয়ে পালিয়ে চলে যাবো তারও কোনো উপায় নেই, গেটে আবার দারোয়ান বেটা সাহেবী কায়দাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি মুশকিলে পরলামরে বাসায় হয়তো সানজিতার সাথে না এলেই বোধ হয় ভালো হতো। দেখিতো এপাশ ওপাশ গিয়ে হঠাৎ পায়ের আওয়াজ কানে ভেসে আসে আমি যে জায়গাতে ছিলাম সেই জায়গাতে বসে রইলাম চুপচাপ। ড্রইং রুমে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ড্রইংরুমে প্রবেশ করতে করতে সানজিতার মা বললেন, 'তোমাকে অনেকক্ষণ বাবা বসিয়ে রেখে কষ্ট দিলাম। এতক্ষণ সানজিতার মুখে তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে অনেক অনেক খুশি হয়েছি। সানজিতার মার কথার উত্তরে শুধু বললাম, 'দোয়া করবেন খালাম্মা।' আরে এতো যে চিন্তা ভাবনা করছিলাম তা তো এখন দেখছি একেবারেই উল্টো হয়ে গেলো। ধুর ছাই কি যে মনে আসে। এরই ভিতরে সানজিতা এসে বললো, 'নিরব, আমার মা।' ওরা সবাই বসে কথা বলতে থাকে, হাসি তামাসা হলো। এর ফাঁকে ফাঁকে সানজিতার মা লিলি চৌধুরী বললেন, 'বাবা এ বাসাতে তোমার লজ্জার কিছু নাই তোমার বোন কি যেন নাম?' সানজিতার মুখের দিকে তাকাতেই সানজিতা বলল, 'সায়লা।' 'ও হ্যাঁ সায়লা এখানে প্রায় প্রায় আমার ছোট মেয়ে সুকলার সাথে আসে আমি তো সায়লাকে নিজের মেয়ের মতই মনে করি। খুবই ভালো এবং সহজ সরল নম্র ভদ্র। নিরব মাথা নিচু করে ওদের সব কথা শুনছিলো। এর মাঝে সানজিতার মা বলে উঠলেন, 'বাবা তোমার এতো ভালো রেজাল্ট তোমার কাছে যদি একটু সহযোগিতা চাই তা তুমি করবে?'

কেন, খালাম্মা এতো হেজিটেশন করছেন কেন আমার কাছে। কি সহযোগিতা চান বলুন অবশ্যই আমি আদেশ গ্রহণ করবো।' লিলি চৌধুরী বলে উঠেন, 'যদি আমার মেয়ে দুটিকে তোমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে ওদের লেখাপড়া দেখিয়ে দিতে ওদের জন্য ভালো হতো। বুঝতেই তো পার বর্তমান যুগ কোনটা মন্দ বুঝার উপায় নেই। আজকাল বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের বোঝাটাই বেশি। আস্তে আস্তে যুগ পাল্টে যাচ্ছে। এদিকে দেশের অবস্থাও ভালো না। দেশে কোন অবস্থা হতে কোন অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে বুঝা যাচ্ছে না। (১৯৭১

খ্রিস্টাব্দের আগের কথা) ওরা কি সামনে পরীক্ষা দিতে পারে না কি কোনো যুদ্ধ লাগতে পারে তুমি বাবা ভালোয় ভালোয় পাস করে গেলে।' সানজিতা মায়ের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, কি যে বলছো মা। তোমার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সময় কি উনার হবে? এখন উনার ভবিষ্যত গড়ার সময় সামনে বিসিএস পরীক্ষা দিতে হবে তারপর পাস করেই সরকারি উচ্চ পদস্থ চাকরি।'

'দেখেন তো খালাম্মা সেই তখন হতে আমাকে সানজিতা উপহাস করে আসছে। হ্যাঁ খালাম্মা হয়তো প্রতিদিন আসতে পারবো না তবে যখন সময় পাবো তখন এসে দেখিয়ে যাবো।' সানজিতার মা আশ্বস্ত হয়ে পরক্ষণে নিরবের কাছে জানতে চায় তার পরিবার সম্পর্কে। নিরবের রেশ ধরে বলতে থাকে বাড়িতে কে কে আছে আর কে কি করছে। পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ করলেন। সানজিতার মা নিরবের কথা শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে বললো, 'তোমরা কথা বলো আমি আবার তোমার সাথে কথা বলবো।' সানজিতার মা দ্রুত উঠে যাওয়ার কারণ অপরপ্রান্তে টেলিফোন বেজে যাচ্ছে তাই ধরার জন্য তবে শোনা গেলো 'কে বলছেন' এই আর কি। এর মাঝে নিরব আর সানজিতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হলো শোনা হলো জানা হলো শেষে বলে, 'তুমি আবার কবে আসবে?'

'জানাবো তবে হ্যা তোমাদের টেলিফোন নম্বরটা দাও যে দিন আসবো জানিয়ে আসব।' সানজিতা নিরবের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলে, 'তা না হয় টেলিফোন নাম্বারটা তোমায় দিতাম তবে তোমার আমার দেখা হচ্ছে কবে?

নিরবঃ Very Very Soon.

সানজিতা হেসে টেবিলে রাখা কলম কাগজ নিয়ে টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলো। নিরব উঠে দাঁড়াতেই সানজিতার মুখটা মলিন হয়ে গেলো। নিরব চলে যেতেই সানজিতা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার কেন এমন লাগছে আজ কি হয়েছে আমার আমি কি নিরবের প্রেমে পড়লাম নাকি? এর আগে আমার বুকের ভিতরে এমন করে ঝাঁকিয়ে উঠেনি এবং শূন্যতা অনুভব করিনি। দেখি রাতে একবার টেলিফোন করে বাজিয়ে নেবো ওর কেমন লাগছে আমার জন্য। তারপর প্রেমের ব্যাখ্যা হিসাব করে পথ এগোনো যাবে। হঠাৎ ইস নিরব এখানে থাকা অবস্থায় যদি বাবা, সুকলা থাকতো তবে কতই না ভালো হতো। এক ঢিলে দুপাখি মারা যেতো। তাছাড়া রথও দেখা হতো কলাও বিক্রি হতো। কোনোটাই হলো না।

এদিকে নিরব গিয়ে বাড়িতে পৌঁছাতে এক ধরনের পারিবারিক উৎসব শুরু হয়েছে। বড় ভাই চাকরির স্থান হতে দুদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বড়

ভাই প্রচুর খাবার যেমন ফল মিষ্টি যা হাতের কাছে পেয়েছে সব এনেছে। ভাইয়া যে কলেজের অধ্যাপক সে কলেজের সামনে মার্কেট হতে নিয়ে এসেছে। এতো যে বাড়িতে উৎসব হবে তা নিরব জানতো না। মা, ভাবী, বাবা, ভাবীর মামা, বোন সায়লা সঙ্গে রয়েছে নিরবের বন্ধু শিহাব। এই আনন্দ উৎসবের ব্যাপারে সব সম্ভব হয়েছে শিহাবের জন্য সব অর্গানাইজের মূল হোতা। নিরবের বাবা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ডিক্লারেশন দিলেন নিরবের ফার্স্ট ক্লাস রেজাল্ট হওয়াতে নিজের আত্মীয়-জনদের আগামীকাল নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করবো। দুই ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'আমি যাদের দাওয়াত দিতে বলবো। তাদেরকে দিয়ে আসবি। তাছাড়া নিরবের কৃতিত্বে সেলিব্রেশনসহ আরেকটা ডিক্লিয়ার করা হবে। ঠিক আছে তোমরা এখন যাও যার যা কাজে নিয়োজিত হতে পাবো।' এর মধ্যে নিরবের মা, বড় ভাইয়ের মামা শ্বশুর এবং বড় ভাইকে বসতে বললেন। অন্য সবাই কক্ষ হতে বিদায় নিলেন। ওরা চলে গেলে নিরবের বাবা সবার উদ্দেশ্যে জানালেন যে তার একমাত্র মেয়ে সায়লার বিয়ে পাকাপাকিভাবে শিহাবের সাথে ঠিকঠাক করে রাখবে। ছেলেটা কথা বার্তায় ভদ্রতার দিক দিয়ে কম নয়। শিহাবের বাবাকে আগামীকাল আসতে বলেছে এবং আসার প্রস্তাবে রাজিও হয়েছে। তাই সকলে একবাক্যে কথাগুলো শুনে হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেন। আর এর মধ্যে নিরবের বড় ভাইয়ের মামা শ্বশুর বললেন, 'ছেলে যদি সুপাত্র এবং শিক্ষিত হয় তবে সুযোগ যখন আছে আর মেয়ে বড় হলে ফরজ কাজটা আমার মনে হয় দ্রুত সেরে নেওয়া ভালো।' এর মধ্যে উপস্থিত সকলেই অন্যান্য আলাপে মশগুল হয়ে পড়ে এর হতে নিরবের বড় ভাই ও মা উঠে যার যার কাজে ফিরে যায়। এদিকে নিরব ওর ছোট বোন সায়লার পিছনে যেতেই সায়লা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিরে ভাইয়া কিছু বলবি?' নিরব সায়লার আরও নিকটে গিয়ে একটু এদিক সেদিক চেয়ে চুপিচুপি বলবে কি বলবে না এমন একটা অবস্থায় 'কিরে কি বলবি বল'। সায়লা যখন উচ্চ স্বরে বল ছিলো তাৎক্ষণিক নিরব বোনের মুখ চেপে ধরে 'আরে তুইতো ভরা গাঙে নৌকা ডুবিয়ে দিবি।' সায়লার চেপে ধরা মুখ ছেড়ে দিয়ে নিরব সায়লার উদ্দেশ্যে বললো, 'শোন ভাই তোর একটা আমার হয়ে কাজ করে দিতে হবে। আগামীকাল তোর বান্ধবীর সূত্রে সানজিতাসহ নিমন্ত্রণ করতে হবে এ দায়িত্ব তোর।' 'ইস আমার আর কাজ নেই' সায়লা কথাটি বলে চলে যেতে উদ্যত হলে ছোটবোনের হাত ধরে টেনে কাছে এনে 'তুই যদি আমার এই ছোট কাজটি না করে দিস আমিও একদিন তোর কোনো বিপদ আপদে, কোনো কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবো না। সায়লা নিরবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঠিক আছে আমি যদি তোর কাজ করে দেই তবে আমাকে কি উপহার দিবি?' নিরব বলে, 'উঠে যা চাইবি

তাই দেবো।' আচ্ছা দেখা যাবে বলে সায়লা হাসতে হাসতে চলে যায় নিরবও নিজের কাজে চলে গেলো। অন্য দিকে শিহাব নিরবের ভাবীর কাছে বিদায় নিয়ে অনেক আগেই চলে গেছে। নিরবের বড় ভাই স্ত্রীর নিকটে এলে নিজেদের কক্ষে যেতে যেতে লতা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো যে, 'আমরা বাহিরে আসার পর তোমাদের মধ্যে কি আলাপ হলো গো।' প্রথমত নিরবের বড় ভাই বলতে চাইলো না স্ত্রীর নিকট। পরক্ষণে যখন লতা বলার জন্য চাপ দিলো তখন ঘরের শান্তি রাখার জন্য সব কথা বলে দিলো। লতা অত্যন্ত খুশি হলো। লতা এমনই একজন মেয়ে যে নিরবদের পরিবারে আসার পর সবাই নিজের করে নিয়েছে। অন্যদিকে নিরবকে দিয়ে মনে মনে আশা করছে যদি এই পরিবারে আমার বোনকে এনে নিরবের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় তবে ভালো ছাড়া মন্দ হতো না। নিরবের বড় ভাই তৌফিক আহমেদ স্ত্রী লতার মুখের দিকে লক্ষ্য করলো তার স্ত্রী লতা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তৌফিক 'এই যে মিসেস বলে, হাত মুখের সামনে নিতেই লতার চৈতন্য ফিরে। ও-হ্যাঁ স্বল্প সময়ে নিরবতা পালন করে লতা জানালো, 'এতো ভীষণ খুশির খবর শিহাবতো অত্যন্ত ভালো ছেলে ওর সাথে সায়লার বিয়ে হলে ভালই হবে। সাথে সাথে কথা শেষ হতে না হতে তৌফিক কথার জাল ছুড়ে দিয়ে 'তারপর আমার মহা গৃহিণী ভেবেছেন একেবারে রাম রাজত্ব করে চলতে পারে।' লতা রাগান্বিত হয়ে বলে উঠলো, 'এই তোমরা এতদিনে চিনলে যাও তোমার সাথে কথা বলবো না।' লতা যেতে উদ্যত হলে সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে জড়িয়ে আদর করতে করতে তৌফিক জানালো, 'আরে পাগলী আমি তোমার সাথে মজা করছিলাম।' অভিমানের কণ্ঠে লতা বলে দিলো, 'দেখো এই ধরনের মজা করবে না যা মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করে। আমি এ বাড়িতে আসার পর তোমার মাকে আমার মা ভেবে নিয়েছি, তোমার বাবা ভাই বোনকে আমার নিজের করে নিয়েছি।' লতার রাগকে হালকা করে তৌফিক জানালো আমি জানি। তৌফিক লতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে আদরের সুরে বলে, 'এখন একটু হাসো হাসো বলছি।' লতা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখার দেখা মিললো নিজেকে তৌফিক হতে মুক্ত করে একটু সরে গিয়ে 'আহ্লাদ' বলে ঘর হতে হেঁসেলের দিকে চলে গেলো। তৌফিক মনে মনে হাসতে থাকে।

সায়লা যথারীতি তার ভাইয়ের আবেদন নিবেদন রাখতে রাত্রিতে সুকলাদের বাসাতে টেলিফোনের মাধ্যমে নিমন্ত্রণের বিষয়টা জানাতে ডায়াল করলো প্রথমবার হয়তো ডায়ালে টুন করে বেজে সংযোগ পায়নি। তবে এর মধ্যে সবাইকে জানিয়ে রাখি যে আগামীকাল সায়লার বিয়ের ব্যাপারে পাকাপাকি হবে তবে একথা এখন সায়লার কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। যাক আবার সায়লা

সুকলার উদ্দেশ্যে টেলিফোন কানের কাছে নিয়ে ডায়াল করতেই অপর প্রান্তে বেজে উঠতেই সুকলার বাবা আক্তারুজ্জামান সাহেব রিসিভার তুলে 'হ্যালো কে বলছেন?' অপরপ্রান্ত হতে 'খালুজান আমি সায়লা সুকলার বান্ধবী।' 'ও হ্যাঁ' রিসিভারটা টেবিলের উপর রেখে আওয়াজ করে করে ডাকছেন এর মধ্যে সুকলা বাবার ডাকের আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে আসে, সুকলার বাবা তাৎক্ষণিক বললেন 'দ্যাখতো টেলিফোনে তোর বান্ধবী সায়লা তোকে চাইছে।' সায়লাকে এ বাড়ির সকলে চিনে কারণ সায়লার আসা যাওয়া সুকলার সাথে বিগত অনেক দিনের। এরই মাঝে সুকলার মা, বোন সানজিতা ড্রইংরুমে এসে প্রবেশ করেছে এবং যথারীতি ড্রইংরুমের সোফাতে অবস্থান নিয়েছে। সুকলা রিসিভারখানা তুলে কানের কাছে নিয়ে, 'কিরে সায়লা এতোরাতে কি হচ্ছে।'

'না কিছু না আগামীকাল আমার বাবা-মার তরফ হতে নিমন্ত্রণ।' তোরা সকলেই মানে খালাম্মা খালুজান সানজিতা আপু অর্থাৎ সবাইকে অবশ্য অবশ্য আমাদের বাড়ি আসতে হবে। না এলে আমিসহ বাবা মা রাগ করবে তাছাড়া তোদের জন্য ভাইয়া অপেক্ষায় থাকবে।' এ প্রান্ত থেকে সুকলা বলল, 'হু-বুঝেছি আমরা না গেলেও সানজিতা আপু একা গেলেই সব সমস্যা দূর হবে।' 'আরে না ইয়ারকী না করে কথা দে তোরা অবশ্যই আসবি ভাইয়ার রেজাল্ট উপলক্ষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে?' 'ঠিক আছে উভয় প্রান্ত হতে টেলিফোনের রিসিভারে যথাযথ স্থানে রেখে সুকলা বোন সানজিতার পাশে বসতে মা লিলি আক্তার এসেই প্রশ্ন করলো 'এতো রাত্রি সায়লা কেন ফোন করেছে।' উত্তরে সুকলা জানালো যে 'সায়লার বাসাতে নিরব ভাইয়ের রেজাল্ট উপলক্ষে আগামীকাল আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে।' অবশ্য বলেছে আমরা যেন বাবাসহ সকলেই উপস্থিত হই। মনে মনে সানজিতার আগ্রহ রয়েছে তা বুঝা গেলো সুকলা বোনের দিকে মাথা চোখ ঝুঁকে বলল, হ্যাঁ। কি হ্যাঁ। মা লিলি আক্তার সুকলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন সুকলা উত্তরে জানালেন, 'তোমরা কি যাবে মা-বাবা?' বাবা বললেন অন্য কোন দিন হলে হয়তো বা যাওয়া যেতো কিন্তু আগামীকাল নয় কারণ আমার জরুরী মিটিং আছে আর মা বললো, 'বাসা খালি রেখে তো যাওয়া সম্ভব নয়।

তাছাড়া আমার দুজন বান্ধবী আসবে ওরা জার্মানে থাকে তাই এতোদিন পর ওরা আসছে অপর দিকে নিজের মুখে আসার প্রস্তাব দিয়েছে কাজেই তুই আর সানজিতা যাস।' কথা শেষ হতে না হতেই সুকলার বাবার দিকে 'জানো সুকলার বাবা ঐ যে সায়লার ভাই নিরব ছেলেটা অত্যন্ত ভালো। ছেলেটা দেখতে শুনতে আচার ব্যবহার বিনয়ী নম্র ভদ্র। আর জানো কি এতো জ্ঞানী বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে তার মধ্যে একটুও অহংকার নেই। তুমি জানো কি আমি

সায়লার ভাই নিরবকে বলেছি ও যেন মাঝে মাঝে সুকলা আর সানজিতাকে লেখাপড়া দেখিয়ে দিয়ে একটু আধটু সহযোগিতা করে।' সুকলার বাবা তার স্ত্রীর বাইরে আজ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি আজও বলে নাই। তবু বললেন, 'বেশ তুমি যা ভালো বুঝো।' কথাগুলো বলে সুকলার বাবা পুনরায় পেপারে মুখ গুঁজে নিলেন। পরক্ষণে লিলি আক্তার 'চা খাবে'।

'না একটু পরেই তো ডিনারের সময় হবে তাই একবারে ডিনার সেরে নিবো।' ঠিক আছে বলে লিলি ড্রইংরুম ত্যাগ করলেন। তবে একটা আশ্চর্যের বিষয় ওরা যতক্ষণ ড্রইং রুমে বসে কথা বার্তা আদান প্রদান করছিলো এতক্ষণে একটাও কাজের লোক এসে দাঁড়ায়নি, কোন কথা বলতে চায়নি। আসলে শিক্ষা-দীক্ষাই হলো বড় কথা এ বাড়িতে তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সবাই যার যার মত ইতোমধ্যে কক্ষ ত্যাগ করেছে শুধু একা সুকলার বাবা ড্রইংরুমে পেপার পড়ছিলো। সুকলা তাদের নিজের কামরাতে গিয়ে নিজের মধ্যে ভাব বিনিময় করে নিলো। কে কীভাবে যাবে কিংবা কি ধরনের পোশাক পরে যাবে এই নিয়ে কথা বার্তা। মনে হলো ওদের দেখে এতোদিন পর বিশ্ব জয় করতে যাচ্ছে। বিশ্ব জয় হতেই পারে কারণ যেহেতু সানজিতার প্রথম প্রেম প্রথম মনের মানুষের কাছে যাবে তাই মনতো অস্থির থাকবে। আসলে প্রেমে পড়লে মানুষ এমনি হয়। বুকের মধ্যে এই ধরনের ছটফটানি এক ধরনের আবেগ এক অন্য জগৎ। একেক সময় মনে হয় যাই ছুটে, এখনি যাই বুকের ভিতর মুখ লুকাতে। সানজিতা কত কথাই না বলছে মনে মনে। এক সময় ধ্যাৎ এসব কি চিন্তা ভাবনা করছি। সুকলা সানজিতার গলা জড়িয়ে বলে, 'বুবু কি ভাবছিসরে।' 'যা কি আর ভাববো (সুকলাকে গলা হতে ছুটিয়ে) যা ভাবছি তা তোকে বলবো কেন।' 'না আমার শুনতে ইচ্ছে করছে (একুট থেমে)। বুবু আমার মনে হয় তুই নিরব ভাইয়ের প্রেমে পড়ে একেবারে সাগরের জলে হাবুডুবু খাচ্ছিস। দেখিস নিরব ভাইকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে পিছিয়ে না আসিস।'

সানজিতা এখন একটু রাগে স্বরে 'সুকলা ভালো হচ্ছে না কিন্তু।' 'আহা প্রেম করবি তুই আর আমরা বলতেও পারবো না।' সানজিতা সুকলাকে মারতে উদ্যত হলে সুকলা সানজিতা হতে দূরে সরে গিয়ে বলে, 'আ হা নিরব ভাইয়ের মত এত সুদর্শন শিক্ষিত মার্জিত একজন ছেলে যদি পেতাম তবে তার গলায় মালা পরাতে বেশি দেরি করতাম না।' সানজিতা বিছানা হতে নেমে বলে 'সুকলা আয় দেখাচ্ছি, তোকে গলায় মালার চিন্তা মাথা হতে ছাড়াচ্ছি।' সুকলাকে মারার উদ্দেশ্যে সানজিতাকে ধরতে যাবে সুকলা কক্ষ হতে স্থান ত্যাগ করে আর সানজিতা পিছনে পিছনে দৌড়াতে উদ্যত হয়।

প্রভাতের নির্মল স্নিগ্ধ বাতাসের গতি ছুটে এসে সারা শরীরে স্পর্শ করছে। এ যেন এক নতুন অনুভূতির সকাল হবে নতুন সূর্য উদয়ের মধ্য দিয়ে। চারদিক হতে আযানের ধ্বনি এর পূর্বেই নিরবদের বাড়ির লোকজন ঘুম হতে জেগে উঠেছে। এসময় সবাই নামাজ পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাবা ও ভাবীর মামা দুজনে একত্রে মসজিদের দিকে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেলেন। আর যার যার মত করে ঘরে ঘরে বসে নামাজ পড়ার জন্য ব্যবস্থা করে নিলো। আসলে এই নিরবদের পরিবারের নামাজ পড়ার শিক্ষা-দীক্ষা পূর্ব পুরুষের আমল হতে চলে আসছে। নিরবের দাদা-দাদি অবশ্য এখন আর কেউ বেঁচে নেই। তারা অনেক আগেই গত হয়েছেন কিন্তু তাদের তৈরি করা রীতিনীতি আজও এই পরিবার বহন করে চলেছে। আসলে কথায় বলে না শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই এ পরিবারকে দেখলে মনে হয় এরা তারই অনুরূপ বহন করে চলছে। নিরবদের পরিবারের পূর্ব পুরুষ শিক্ষিত বলে এখনো সকলে তা ধরে রেখেছে। যদিও কেউ সরকারি চাকরিতে বড় বড় পোস্টে নেই তবু বলা যায় এদের শিক্ষিত পরিবার। যাই হোক নিরবদের বাড়িতে আজ অনেক আমন্ত্রিত অতিথি আসবে। বাড়িতে ডেকোরেটর এর মধ্যে উপস্থিত একটা খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান করতে যা যা প্রয়োজন তা ব্যবস্থা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। কেউ যদি বাহির হতে দেখে, মনে হবে কারো বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। কি পরিচ্ছন্ন বাড়ি এমন একটি পরিবার প্রত্যেক ঘরে থাকতো তবে থাকতো না কোনো অশান্তি, থাকতো না কোনো হানাহানি মারামারি। অবশ্যই আশা করবো আপনারা যারা আমার এই লেখা পড়বেন তারাও নিরবদের বাড়ির মত পরিবার সৃষ্টি করবেন। এরকম পরিবার ঘরে ঘরে তৈরি করতে কিছুই প্রয়োজন হয় না হয় শুধু ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, বিশ্বাস। আবার মাঝে মধ্যে ভাঙা গড়া আছে। তাতে ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না পুনরায় আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

আজ সুন্দর ঝকঝকে সকাল। ভোরের কুয়াশা যেন অনেক আগেই বিদায় নিয়ে এসেছে পরিপূর্ণ আনন্দের সুবাতাস। নিয়ে এসেছে ফুলের দোল খেলা একরাশ হাসি গাছে গাছে পাখিদের আনাগোনা-কোকিলের কুহুকুহু গান। এ এক অন্য রকম আমেজ। এখন এ বাড়ির সকলেই ব্যতিব্যস্ত যার যার কাজের মধ্য দিয়ে এ দিকে ছুটছে কেউ অন্য দিকে ছুটছে। এভাবেই সকাল গড়িয়ে দিন দ্বিপ্রহর হয়ে এলো। নিরবের বাড়িতে অনুষ্ঠানের যত প্রকার কর্মকাণ্ড ছিলো সব কিছু সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়ে গেলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সাথে মনের আদান প্রদান হলো। আস্তে আস্তে সকলে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে নিরবের বাবার নিকট হতে বিদায় নিতে শুরু করেছে। শুধু রয়ে গেছে

শিহাবের বাবা, শিহাব, সানজিতা, সুকলা, বড় ভাইয়ের মামা শ্বশুর। সানজিতা, সুকলা, সায়লা, শিহাব নিরবের বড় ভাই ও ভাবী একত্রে বসে আলাপ আলোচনায় মশগুল। ইতোমধ্যে ভাই ভাবীর মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে শিহাবের বিয়ের সম্বন্ধ সম্পর্কে আর জানা হয়ে গেছে নিরবের সাথে সানজিতার সম্পর্কে। সানজিতার সাথে নিরবের ভাবীর সহিত খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কথা বার্তা আদান প্রদান হচ্ছে। হঠাৎ যেনো নিরবের বড় ভাইয়ের স্ত্রী লতার কথা বার্তা মন মানসিকতার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। ইতোপূর্বে মনে মনে ভেবে নিয়েছিলো ভবিষ্যতে লতার নিজের বোন মৌরিকে নিরবের কাছে বিয়ে দিয়ে লতা তার বোনকে নিয়ে চুটিয়ে সংসার করবে কিন্তু সে আশা প্রত্যাশায় গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছে এই সানজিতা নামক মেয়েটি এসে। এ নাকি নিরবের বৌ হবে। লতা মনে মনে ভাবছে আমি বেঁচে থাকতে সানজিতা আর নিরবের সম্পর্ক কোনোদিনও পূর্ণতা পাবে না বা হতে দেবো না। এ সকল চিন্তা ভাবনা লতার মাথাতে ঘুরপাক খেতে খেতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। অন্যদিকে সানজিতার কাছে বারবার নিরব আসা যাওয়ার কারণে বাবা লুৎফর রহমানের চোখ এড়ালো না। পাশে থাকা লুৎফর সাহেবের স্ত্রীকে চুপিসারে বললেন সানজিতাকে দেখিয়ে 'ওখানে যে মেয়েটি বসে খাচ্ছে ও কে? ওকে তো কখনও আমাদের বাড়িতে ইতোপূর্বে দেখেছি কিনা মনে হয় না। এতো সুন্দর মায়াময় চেহারা মেয়েটির।' সায়লার মা জানালেন 'ঐ মেয়েটি সুকলার বড় বোন নাম সানজিতা অনেক বড় লোকের মেয়ে শুনেছি সায়লার কাছে। ওদের পরিবার এতই বড় লোক কিন্তু নাকি একটুও অহংকার নেই। তোমার কি মনে হয় মেয়েটি দেখতে সুন্দর নয়।' কথার উত্তরে লুৎফর সাহেব বললেন, 'শুধু কি সুন্দর! অনেক সুন্দর! এমন একটা মেয়েকে আমার পরিবারের বউ করে নিয়ে এলে মন্দ হতো না, কি বল সায়লার মা।' 'এতো বড় লোকের মেয়ে আমাদের পরিবারে বিয়ে দেবে কি?' কথা শেষ হতে না হতে লুৎফর সাহেব বলে উঠলেন, কেন নয় আমার পরিবার সানজিতার পরিবারের চেয়ে কম কীসে। নিরব শিক্ষিত একদিন বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে আরও শিক্ষিত হবে বড় চাকরি করবে। 'ঠিক' সায়লার মা সুবর্ণা খান মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সায়লার বাবা লুৎফর সাহেব পুনরায় ব্যক্ত করলেন 'আমি বেঁচে থাকতে ছেলে-মেয়েকে সেটেল করে রেখে যেতে পারলে মরেও শান্তি পাবো। দেখি নিরব বিসিএস পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট হলে কোন একদিন সানজিতার বাবার কাছে গিয়ে নিরবের বিয়ের প্রস্তাব রাখবো।' সুবর্ণা খান অর্থাৎ নিরবের মা বললেন, 'সে দেখা যাবে এখন শিহাবের বাবার সাথে কথা বলুন সায়লার বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করে

নিন।' হঠাৎ লুৎফর সাহেব 'ও হ্যাঁ সানজিতার কথা ভাবতে ভাবতে সায়লা শিহাবের কথা ভুলেই বসে আছি।'

আগেই বলেছি শিহাব হলো লুৎফর সাহেবের বন্ধুর ছেলে। শিহাবের বাবার নাম মোসলেম হোসেন একজন সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষক। তবে তার শিক্ষকতার দাপট আশেপাশের দুই চার গ্রামের লোক জানে। মোসলেম মাস্টার একজন সৎ নির্ভীক। সততা নিষ্ঠাবান বলে সবাই জানে তার চাহনিতে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খেয়ে থাকে। ছাত্ররা তো দূরের কথা অনেক ছাত্ররা তার দাপটে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। আর যদি পড়া না পারে তবে সে যাবে কোথায় তিনি রীতিমত রাতে ছাত্রদের বাড়িতে হানা দেন ছাত্ররা কে কি করছে দেখতে। যদি পড়ার আওয়াজ না পেয়ে থাকেন তবে যাবে কোথায়। অভিভাবকদের সাথে তার খুবই ভালো হৃদ্যতা। স্কুলে পড়ালেখা স্কুলেই শেষ করে দেন বলে সকল বাবা-মা মোসলেম স্যারকে পছন্দ করেন। যে তাদের ছেলেরা একদিন তার জন্য মানুষের মত মানুষ হবে। মোসলেম স্যারের ছেলে তারই মত জ্ঞান চর্চায় ভালো বিসিএস পাস করেছে সরকারি চাকরির অপেক্ষাতে আছে। দু'এক জায়গাতে চাকরির পরীক্ষা দিয়েছে হয়তো হয়ে যাবে। এখন শুধু প্রাপ্তির অপেক্ষায়। নিরবের উপলক্ষে অনুষ্ঠানে শিহাবের বাবা মোসলেম উদ্দিন মাস্টার এসেছেন বাবার সাথে কথা বার্তা বলতে। তাদের মাঝে নিরবের বড় ভাইয়ের মামা শ্বশুর ও মা সুবর্ণা খান এবং কাজী সাহেব আছেন। ইতোমধ্যে অনুষ্ঠানের মধ্যে আসা সকল মেহমান চলে গেছেন। শুধু রয়ে গেছে সানজিতা, সুকলা, শিহাব, শিহাবের বাবা মোসলেম হোসেন, নিরবের বড় ভাইয়ের মামা শ্বশুর, বড় ভাই ও ভাবী এবং সায়লা। হঠাৎ লুৎফর সাহেব দাঁড়িয়ে সবাইকে হাত দিয়ে বসে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি যে এতো বড় অনুষ্ঠান করেছি শুধু নিরব পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছে সে জন্য নয়।' নিরবের বাবার কথা শুনে সকলের মধ্যে কানাঘুঁষা শুরু হয়ে গেলো। এক পর্যায়ে লুৎফর সাহেব থামিয়ে বললেন, 'আমি বলতে চাই ইতোপূর্বে আমার আর শিহাবের বাবা মোসলেম মাস্টার সাহেবের আলাপ সম্পন্ন হয়েছে যে, (একটু থেমে) এখানে কাজী সাহেবও আছেন, আমরা মনস্থির করেছি আজ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার মেয়ে সায়লা ও শিহাবের সাথে বিবাহের পূর্বান্তে কাবিন ও পাকাপাকি সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছি।' কথা শেষ হতে না হতে আবার সকলের মাঝে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো। সবাই অবাক দৃষ্টিতে লুৎফর সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলো। পরক্ষণে লুৎফর সাহেব সবার উদ্দেশ্যে জানালেন পাকাপাকি বন্দোবস্ত এই নয় যে বিবাহ বা সংসার। আমি বলতে চাইছি ওরা আগে যেমন ছিলো এখনও তেমন থাকবে শুধু কাবিনের মাধ্যমে ঠিকঠাক করে রাখা। তার অর্থ শিহাব

চাকরি এবং সায়লার পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থান হবে না।' উপস্থিত সকলে হাত তালির মাধ্যমে লুৎফর সাহেবের কথার স্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু সায়লা মনে মনে হাসলেও একটু আশ্চর্য হলেন। এর মাঝে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই সায়লার আর শিহাবের দিকে তাকালেন এবং একেক জন একেকভাবে হাসি তামাশা করছিলো। পাশাপাশি সায়লার বান্ধবী সুকলা সায়লার মুখ টিপে ধরে 'আ হা তোর বাবার মত যদি আমার বাবা হতো তবে আমার আর দুঃখ থাকতো না। আমিও তোমার মত একজন মনের মানুষ খুঁজে পেতাম।' সায়লা সুকলার কথায় পাত্তা না দিয়ে সায়লা বলল, 'আছিসতো বেশ স্বাধীন। বাবা তো আমায় পরাধীনতার শিকল বেঁধে দিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে সুকলা বলল, 'তাইতো! এমনভাবে তোর কথা ভাবি নাই। না ভাই আমার বিয়েসাদির কাজ নেই যেমনি আছে তেমনি অনেক ভালো আছি।' সুকলা এক পর্যায়ে 'আয় তোর ঘরে যাই' বলে ওরা দু'জন চলে যায়। এদিকে সানজিতা আর নিরব কাছাকাছি হলে নিরব বলল, 'আর তো আছ এখানে কিছুক্ষণ চা নাস্তা পর্যন্ত তারপর কি হবে?'

'কি আর হবে তোমার বোনের মত আমারও একদিন এইভাবে বিয়ে করে সংসার জীবনে চলে যেতে হবে।' প্রতি উত্তরে নিরব বলল, 'কার সাথে ঘর বাঁধবে তেমন কি কেউ আছে।' (তাৎক্ষণিক সানজিতা) 'শিশু নাক টিপ দিলে দুধ আসে কিছুই যেন জানে না।' ওরা দুজন কথা বলছিলো তখন পাশ হতে নিরবের বড় ভাবী লতা কথাগুলো শুনছিলো আর মনে মনে বলছিলো দেখাবো তোদের সম্পর্ক। তোদের সম্পর্কের মধ্যে ঘি ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবো। তোরা কোনোভাবেই বুঝতে পারবি না আমি কোন পথে তোদের বিচ্ছিন্ন করবো। আসুক 'মৌরী' বিদেশ হতে তারপর খেলার মাঠে নেমে গোল পোস্টে গোলটি আমিই করবো। লতা মনে মনে যখন কল্পনায়রত ঠিক সে এক পর্যায়ে তৌফিক এসে বলে, কি গো একা একা বিড়বিড় 'কি নিয়ে করতেছো?' লতার ধ্যান ভেঙে গিয়ে স্বামীর দিকে নজর দিয়ে বলে, 'না কিছু না, এসো তোমাকে চা নাস্তা করে দেই।' লতা তৌফিককে সময় না দিয়ে নিজেকে আড়াল করে পাশ কাটিয়ে স্থান ত্যাগ করে যাওয়ার সাথে সাথে তৌফিক নিরব ও সানজিতার দিকে তাকিয়ে নিরবকে ইশারায় জানালো সানজিতাকে ঘরে আসার জন্য। সেই মতে নিরব আর সানজিতা কালবিলম্ব না করে ওরা দুজনে উঠে আসতে শিহাব এসে উপস্থিত হলো। শিহাবকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সানজিতা এক পর্যায়ে বলে, 'কি শিহাব ভাই ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছিলো?' শিহাব সানজিতার কথায় বাধা দিয়ে বলে, 'না সানজিতা তুমি যা ভাবছো তা তেমন কিছুই না। তলে তলে যে আমার আর

সায়লার সম্পর্ক এতো দূর গিয়ে পৌঁছাবে তা আমি বিন্দু বিসর্গ কিছু জানতাম না। এটা সব কিছু হয়েছে সায়লার বাবা আর আমার বাবার বিষয়ের ভিতর দিয়ে।' কথা শেষ হতে না হতে সানজিতা বলে, 'তবে কি সায়লাকে আপনার পছন্দের মধ্যে ছিলো না।' 'আসলে এ মুহূর্তে ভাবিনি কাকে বিয়ে করতে হবে বা না হবে।' পাশ হতে নিরব বলে, 'বাদ দাও এসো ঘরে চলো' আসলে সানজিতা আর শিহাবের মধ্যে যখন কথা চালাচালি হচ্ছিলো তখন নিরব বোনের নব স্বামীর সাথে ইয়ার্কি তামাশায় লজ্জা পাচ্ছিলো তাই ওদের দুজনকে কথার ফুলঝুড়ি হতে নিরব করে আহ্বান জানালো ঘরের দিকে। তবে যে যার মতো হাসতে হাসতে ঘরের অভিমুখে পা বাড়ালো। পরক্ষণে দুতলা হতে তৌফিক অর্থাৎ নিরবের বড় ভাই বলল, 'নিরব তোরা সানজিতাকে নিয়ে উপরে উঠে আয়।' ওরা তিনজনেই উপরের দিকে তাকিয়ে সেমতে দো'তলার সিঁড়ি বেয়ে চলে গেলো।

সানজিতা আর সুকলা ইতোপূর্বে নিরবের পরিবার হতে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হয়েছে। ওদের আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ায় মা বাবা উভয়ে চিন্তা করছিলো এমতাবস্থায় কলিংবেল বেজে উঠলো। সানজিতার মা লিলি আক্তার ড্রইংরুমের সোফাতে বসে থাকা অবস্থায় কাজের ছেলে মাহমুদকে ডেকে বলল, 'দেখতো' (ইশারা দিলো দরজা খুলে দেওয়ার অভিমুখে)। মাহমুদ লিলি আক্তারের কথা শুনে বুঝে নিলো এবং যথারীতি দরজা খুলতেই সানজিতা আর সুকলা হাসতে হাসতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই বাবা-মার পাশাপাশি বসে নিরবদের বাড়ির গল্প শুরু করে দেয় আর ওরা শুনতে থাকে। ওরা একজন নিরবদের বাড়ি এবং পরিবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যেন দুজনের কথা থামতেই চাইছে না। বলতে থাকে বাবা-মার সামনে নির্লজ্জভাবে সায়লার বাবা মা ভাই ভাবী হেন না তেন নানা বিশ্লেষণ এবং এক ফাঁকে সানজিতা বলে, 'জানো মা শুধু নিরব ভাইয়ের রেজাল্টের অনুষ্ঠান ছিলো না, ছিলো সায়লা আর শিহাব ভাইয়ের এঙ্গেজমেন্ট।' বাবা আক্তার সাহেব মুখের সামনে হতে পেপার পড়া বন্ধ করে। 'কেন এতো ছোট থাকতে সায়লার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।' সুকলা বাবার প্রশ্নের উত্তরে জানালো, 'যার সাথে সায়লার বিয়ে ঠিক হয়েছে সে একজন বিসিএস ক্যাডার, চাকরি প্রাপ্তির অপেক্ষায় আছেন।' চাকরি হলেই চলে যাবে বলে তাই হয়তো বিয়ের ব্যবস্থা। তাৎক্ষণিক সুকলার মুখ হতে কথা কেড়ে নিয়ে সানজিতা বলল, 'না বাবা কাবিন এবং বিয়ে পাকাপাকি এখন করে রাখলো তবে যতদিন সায়লার উচ্চ ডিগ্রি না নেওয়া হবে ততদিন বিয়ে দেবে না।' সানজিতার বাবা আক্তার সাহেব তার স্ত্রী লিলি আক্তারের দিকে চেয়ে বলে, 'তবে তো ভালোই করেছে। তবে (একটু থেমে) এমন ব্যবস্থা যদি আমরা করে রাখতে পারি।

আমরা পৃথিবী হতে চলে গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারবো।’ বাবা আক্তার সাহেবের এমন কথা শুনে সানজিতা ও সুকলা সোফা হতে উঠে বলে, ‘কি যে বলো বাবা।’ ওরা দৌড়ে পালিয়ে যেতেই লিলি ও আক্তার সাহেব হাসতে থাকেন।

প্রায় মাস খানেক তৌফিকের মামা শ্বশুর নিরবদের বাসাতে থেকে ইতোপূর্বে চলে গেছেন। তিনি এসেছিলেন অবকাশ যাপনের জন্য। তিনি এ যাবৎ কোন বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হননি। তাই লতা ও মৌরিকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন। মৌরি মামার কাছেই লন্ডনে আছেন। মামা লন্ডনে ফিরে গেলে কিছু দিনের জন্য মৌরি এদেশে মানে নিজের দেশে ফিরে আসবেন। মৌরিরও মামার মতো অবকাশ কাটানোর জায়গা সদ্য বিয়ে হওয়া তৌফিকের বাড়ি অর্থাৎ বোন লতার শ্বশুর বাড়ি এখন বলতে গেলে নিজের বাড়ি বলা যায়। মৌরি কবে আসবে তা অবশ্য জানা যায় নাই তবে আসবে মামা লন্ডনে ফিরে গেলে। তাছাড়া মৌরির নিজের বাড়ি ফেলে লতার শ্বশুর বাড়িতে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য দাঁত ভেঙে যাওয়ার আগেই দাঁত ভাঙতে হবে। তার মানে সানজিতাকে নিরব হতে মৌরি দ্বারা ছাড়িয়ে মৌরিকে নিরবের হাতে তুলে দেওয়া। আর একটা উদ্দেশ্য লতার গর্ভে তৌফিকের ফসল আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে। তাকে দেখভাল করার জন্য আনা, যাতে করে বাচ্চা হলে মৌরি দেখাশোনা করতে পারে। মানে এক ঢিলে দুই পাখি। সে যাক লতার উদ্দেশ্য সফল হলেই ভালো না হলে তো কথাই নেই নিরবদের পরিবারে। কারণ মা সুবর্ণা আর বাবা লুৎফর রহমান কোন বিষয়কে খাটো করে দেখেন না বা সত্যের এবং ন্যায় পথে যতটুকু যাওয়া প্রয়োজন তারা যেয়ে থাকেন। তবে অন্য দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে তারা দুজনেই আলাদা মনের মানুষ এবং ভিতরে কোমল হৃদয় লুকানো। নিরবের বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ সর্বদা খোঁজখবর নিচ্ছে এ বাড়ির নবাগত অতিথির জন্য যা তৌফিকের স্ত্রী লতা বহন করে চলছে। সবাই পর্যায়ক্রমে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে দেখভাল করতে কমতি নেই, যেন লতা একটা বিশ্ব জয় করে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজয়ের মতই বিষয়। যার সন্তান নেই সেই বুঝে সন্তানের অভাব। একটা পরিবারের সন্তান না হলেও যে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম থাকে না। তাছাড়া তার সৃষ্টি করা সকল কাণ্ড কারখানার ফসল ধ্বংসের পথে নিক্ষেপিত হয়। সে যাক অনেক কথা বলে চলছি। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। যেই লক্ষ্যে নিরবকে নিয়ে লতা যে মন মানসিকতা সৃষ্টি করেছে তাতে একদিন লতাকেই তার অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হবে বা প্রায়শ্চিত্ত করা লাগতে পারে। কারণ সবার ভাবতে হবে জীবনটা ক্ষণস্থায়ী কারো ক্ষতি বা মান সম্মান নিয়ে আর যাই হোক খেলা করা যায় না বা মনের গভীরে চিন্তা করাও মহাপাপ। যারা

আল্লাহকে ভয় করে রসূলের পথ অনুসরণ করে তাদের দিক নির্দেশিত পথে চলতে পারে তাদের সাময়িক ক্ষতি হলেও তার প্রাপ্তি ফিরে পাবেই পাবে।

তাই ইমান আমান যার পরিষ্কার তার কোনো ভয় আসবে না সে একদিন তার গতিপথ ফিরে পাবে। পক্ষান্তরে এভাবে লক্ষস্থল ফিরে পাবে সানজিতা আর নিরবও। তাই আমি বুঝি সত্যিকারে সম্পর্ক হলে তাদের প্রেমের মৃত্যু নেই কেউ কোনোদিন ইতোপূর্বে পারেনি আজ ও আগামীতে পারবে না।

এদিকে সানজিতা ও নিরব স্বচ্ছ প্রেম ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে পথ এগুতে থাকে। তারা একে অপরকে সাংঘাতিক রকম ভালোবাসে ওরা ওদের দুজনের চোখের আড়াল হলেই অস্থিরতায় ভুগে। একদিন না দেখা হলে ওদের মনে হয়ে কতদিন যেন দেখা হয় নাই। এসব আসা যাওয়ার মাঝ দিয়ে কেটে যাচ্ছে সুদীর্ঘ সময়। মাঝে মধ্যে নিরব ওদের বাসায় আসে সানজিতাও নিরবদের বাসাতে যাওয়া আসা করে। ইতোমধ্যে দুজনের পরিবারের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে গেছে মৃদুভাবে। অন্য দিকে সায়লা ও সুকলার পরীক্ষা দেওয়ার পর রেজাল্ট বেরুলে ওরা দুজনে আইএ ভর্তি হয়েছে। মাঝে সায়লার বিয়েও হয়ে গেছে শিহাবের সাথে। এখন ওরা শহরে ভালো একটা ফ্লাটে আপাদত ভাড়া করে সঙ্গে শিহাবের বাবাও থাকে। অবশ্য মাঝে মধ্যে সায়লার বাবা-মা ওদের দেখে যায়। কিছুদিন পর পর। সায়লার বাসাতে সায়লার শ্বশুর থাকাতে নিরাপদ মনে করেন এবং শ্বশুর সায়লাকে মেয়ের মত ভালোবাসে। অন্যদিকে সুকলার কলেজে ভর্তি হওয়ার পর একটা মস্ত বড় লোকের ছেলের সাথে প্রেম ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছে ছেলেটির গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সার অভাব নেই। ছেলেটি দেখতেও ভালো সুকলা মা বাবা পছন্দ করে কিন্তু বড় মেয়ের বিয়ে না হওয়া অবধি ছোট মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না। সানজিতা ও নিরবের সাথে এই বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে কথা হয়েছে শুধু বিসিএস রেজাল্ট হলেই বিবাহের কাজ সেরে ফেলবে। মনে মনে সানজিতার বাবা-মার ইচ্ছা দু’মেয়ের বিয়েই একত্রে সম্পন্ন হবে।

ইদানিং সানজিতা নিরবদের বাসাতে আসে তা নিরবের বড় ভাইয়ের স্ত্রী লতা পছন্দ করে না। মাঝে মধ্যে লতা এসে নানা প্রকার কথা বলে সানজিতাকে নিরবের উপর মন বিষিয়ে দেবার অবস্থাতে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু নিরবের বাবা-মা অত্যন্ত বিনয়ের সুরে কথা বলে সানজিতার সাথে। সানজিতাকে বলে, ‘মা তোমার যখন মনে চায় তখনই আসবে তুমি এলে মনে হয় সায়লা ঘরে রয়েছে।’ সানজিতাকে বলে, ‘যদি নিরবের রেজাল্টের পর একটা চাকরি হয় তবে তোমার বাবা-মার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাবটা পারবো এবং আমার ছেলে নিরবের জন্য তোমাকে ভিক্ষা চাইবো।’ সানজিতার নিরবের বাবা-মার কথা

শুনে নাক কান মুখ লাল হয়ে যায়। তবুও নিজেকে সামলিয়ে বলে, 'না না ভিক্ষা চাইবেন কেন আমার বাবা-মা নিরবের সাথে চলাফেরা এবং সম্পর্কের কথা জানেন উনারাও আপনাদের মত একই কথা বলেছেন নিরবকে ডেকে।' সানজিতার কথা শুনে নিরবের মা সুবর্ণা বলে, 'তাহলে তো কোনো কথা থাকলো না আমাদের জন্য কাজটা আরও সহজ হলো কি বল সায়লার বাবা।' (সায়লার বাবা) 'ঠিক তাই'। কথা শেষে সানজিতা কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে বিদায় নিয়ে দুতলা হতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসতেই নিরব দাঁড়িয়ে আছে তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সানজিতা যথাবিহিত নিরবের বাইকে চেপে বসতেই নিরব বাইক চালিয়ে বাড়ির বাহির হয়ে গেলো। অন্যদিকে নিরবের বাবা ও মা বারান্দাতে এসে নিরবের মা 'বল' লুৎফর সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কি সুন্দর জুটি ওদের দুজনকে মানাবে ভালো।' লুৎফর সাহেব একটু হেসে বললেন, 'ঠিক তাই।'

কিন্তু নিরব আর সানজিতার সম্পর্ক কোনোভাবেই মেনে নিতে চাইছে না তৌফিকের স্ত্রী লতা। লতা অসুস্থ, কদিনের মধ্যে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খিটখিটে মেজাজ, তার উপর বাধ সেধেছে সানজিতা আর নিরবের সম্পর্কের সূত্রধরে। কেন এমন করছে লতা। লতারতো প্রথম প্রথম এমন আচরণ কেউ দেখে নি জানে না কিন্তু এখন কেন এমন করছে, তার ছোট বোন মৌরীকে নিরবের বাড়িতে তার সঙ্গী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। দুবোন এখানে একই বাড়িতে সংসার করা কি ভালো। কে এই বুদ্ধি দাতা? কে লতাকে এমন পথে পা বাড়ানোর জন্য কলকাঠি নাড়ছে? এ বাড়িতে সানজিতা বউ হয়ে এলে কার কি মহা ভারত ভেঙে পড়বে? কার কোন পাকা ধানে মই দেবে। এটা বোঝা বা ভাবার প্রয়োজন আছে। অবশ্য ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই জানা যাবে। আমার আর আপনাদের মাথা খাটিয়ে মন নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। যাদের ভাবনা তারা ভেবে পথ খুঁজে নেবে। আমরা শুধু পাঠক আর দর্শক হিসাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

অন্যদিকে ওৎপেতে বসে থাকা বড় ভাইয়ের স্ত্রী লতা নিরবকে সিঁড়ি বা বারান্দা দিয়ে উঠতেই হঠাৎ আচমকা আক্রমণ করে বলে উঠলো, 'এই যে রাজপুত্র শুধু কি টো টো কোম্পানির মত ঘোরাঘুরি করে প্রেম লীলায় মত্ত হলে চলবে নাকি সংসারের জন্য কিছু করা দরকার?' ভাবীর আচরণ দেখে নিরব নিরব হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তার পায়ের তলা হতে মাটি সরে গেছে এর মধ্যে। নিরব মনে মনে ভাবল যদি পায়ের তলার মাটি দ্বিখণ্ডিত হতো তবে আমি নিচে চলে যেতাম। কোনো ক্রমেই ভাবীর উদ্ধত আচরণ মেনে নেয়া যায় না। কারণ এমন ধরনের কথা ইতোপূর্বে বাবা মা বড়

ভাইয়ের নিকট শোনে নাই। তাছাড়া বাড়িতে এ ধরনের কথার চর্চা নেই। নিরব কোন কথার জবাব দিতে চেষ্টা করলো না কারণ বড় ভাইয়ের স্ত্রী মায়ের সমতুল্য শ্রদ্ধার পাত্রী। এসব চিন্তায় মশগুল হয়ে নিরব ভাবছিলো পরক্ষণে লতা আবার বলে উঠলো, 'তোমার বোন সায়লা এলে তো খুব আনন্দে মেতে উঠো। আগামীকাল যে আমার ছোটবোন মৌরী আসবে কারো ভিতরে তেমন কোনো আনন্দ লক্ষ্য করছি না। তোমাদের বোন তোমাদের আমার বোন বুঝি বোন নয়?' নিরব অন্য কিছু মনে না করে ভাবীর অভিমানটুকু বুঝে নিয়ে বলল, 'ভাবী তোমার বোন আগামীকাল আসবে আমাদের কাউকে জানিয়েছো না কি?' 'না মানে' আমতা আমতা ভাবে কথার জবাব দিলেন লতা, 'বলি নি তাতে কি হয়েছে এই যে এখন বললাম। (একটু থেমে) কাল তুমি মৌরীকে আনতে এয়ারপোর্টে যাবে একটি গাড়ি ভাড়া করে।' 'কেন আগামীকাল দাদা ভাই কোথায় থাকবে?' উত্তরে ভাবী বলল, 'সে কোথায় থাকে না থাকুক জানার দরকার নেই তুমি যাবে ব্যস।' লতা কালবিলম্ব না করে তাড়াহুড়া করে চলে গেলো। নিরব আগেও অবাক হয়েছিলো এখনও অবাক দৃষ্টিতে ভাবীর চলার পথে তাকিয়ে দেখছিলো আর মনে মনে ভাবছিলো এ কি হলো।

আজ সকাল হতে বিকাল গড়িয়ে রাত্রি প্রায় ১০টা সানজিতার সাথে নিরবের দেখা নেই। সানজিতা নিরবের খোঁজে প্রতি জায়গাতে একবার হলেও গিয়েছে কিন্তু কোন জায়গাতে নিরব নেই। সানজিতার বাসা, কলেজ মাঠে, রেস্তোরাঁ, লনে কোন জায়গাতেই নিরবের দেখা মিললো না। মনে মনে ভাবছে ব্যাপার কি ওর কি হলো? ভালো আছে তো? আসলে নিরবের কিছুই হয় নাই আজ নিরব গিয়েছিলো ভাবীর বোন মৌরীকে আনতে এয়ারপোর্টে। যথারীতি নিয়ে এসেছে বাসায়। সকলের সাথে কথা বিনিময় চেনাজানা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে মৌরীর। নিরবের সাথে তো এয়ারপোর্ট হতে পরিচয়। মৌরীর উদ্দেশ্য ছিলো না তার জীবনসঙ্গী ভাবার সে ভাব ভালোবাসা নিয়ে আসে নাই। কিন্তু নিরবদের বাসায় এসে বোন লতার সাথে কথা বলে নিরবের সম্পর্কে জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাবে। যদি কোনক্রমে জয়ী হতে পারে তবে নিরবের বাবা মা মারা গেলে তাদের দুজনের হবে রাম রাজত্ব। মৌরী প্রথম দিনেই নিরবের উপর ছক্কা মারার চেষ্টা চালিয়ে বিফল হলো। নিরবকে বলেছিলো মৌরী, 'আপনি কিন্তু প্রেম করেছেন? কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন? আমি এখনও কাউকে ভালোবাসিনি তবে আপনার মত ছেলে পেলে বিয়ে করে এখানেই সেটেল হয়ে যাবো।' নিরব আশ্চর্য হয়ে ভাবে এ কি বিদেশে থেকে এতটা ফার্স্ট। (একটু চুপ থেকে) সরাসরি নিরব বলল, 'দেখুন আমি কিন্তু বুক, আমি একজনকে ভালোবাসি।' উত্তরে মৌরী বলল, 'ভালোবাসলে বুঝি ভালোবাসা যায় না সে না হয় আপনার প্রেমিকা আমি আপনার ভালোবাসা

হতে পারি না?’ নিরব সাথে সাথে উত্তর দিলো, ‘না, আমাদের দেশের কালচারে তা এলাও করে না বা এরকম মন মানসিকতা নিয়ে জন্মায় না।’ মৌরী, ‘সে দেখা যাবে’ বলে হাসতে হাসতে চলে যায় লতার কাছে। লতা মৌরীকে আসতে দেখে একটু এগিয়ে বলে, কিরে মৌরী নিরবকে কি বাগে আনা সম্ভব।’

আপাতত নয় তবে তুই যখন বলেছিস আমি আদা জল খেয়ে বাঘের গুহায় হানা দিয়ে ছিনিয়ে আনবো। আমি নিরব সানজিতার প্রেম প্রেম খেলায় লাল বাতি জ্বালিয়ে তছনছ করে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো।’ এমন সময় কলেজ হতে তৌফিক ফিরেই দেখছে দুবোনের খোশ আলাপ। কি হয়েছে শালিকা কি তছনছ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।’ ‘না দুলাভাই এমনি কথার কথা।’ ‘আমার এক বান্ধবী লন্ডনে আমার বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করেছিলো তাই বুবুকে বলছিলাম।’ প্রতি উত্তর তৌফিক বলল, ‘ও তাই যাকগে ওকে ঠিক মত যত্নাদি করেছো তো নাকি কথা বলে পেট ভরিয়ে রাখছ?’ লতা বলল, ‘তুমি তো বলতে তোমার দশটা না পাঁচটি না একমাত্র শালিকা।’ তৌফিক বলল, ‘হ্যাঁ তাতো ঠিক আছে তোমরা কথা বলো আমি বাবা-মার সাথে দেখা করে বাজার হতে ঘুরে আসি’ বলে তৌফিক বাহিরে চলে যায়। পথে নিরবের সাথে বড় ভাইয়ের দেখা। বড় ভাই নিরবকে বলল, ‘কিরে কি হয়েছে একবারে নিরব নিরবের মতো বসে আছিস?’ বড় ভাই ছোট ভাইয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ স্নেহের ভালোবাসার এক সময় বড় ভাই ছোটকে রেখে একা বসে খেতো না তাদের মধ্যে ভালোবাসা চমৎকার। বাহিরের লোক জানে রাজযোটক। আবার বড় ভাই প্রশ্ন করলো, ‘কিরে ভাই বস না তোর কিছু হয়েছে কি? (পরক্ষণে চিন্তা করে) ও বুঝেছি আজ বুঝি মৌরী আসায় সানজিতার সাথে দেখা হয় নাই।’ কি যে বলো দাদা তা নয়। আচ্ছা বেশ আজ দেখা হয় নি তাতে কি হয়েছে আগামীকাল দেখা হবে। সানজিতাকে আমার কথা বলে নিমন্ত্রণ জানাস আমরা একত্রে সকলে মিলে গল্প-গুজব করবো। আমার আগামীকাল কলেজ বন্ধ তাই সারাদিন বাড়িতে আছি।’ কথাটা বলে নিরবের কাঁধে হাত দিয়ে আঘাত করে মুচকি হেসে চলে যায়। নিরব নিরব থেকে ভাবে দাদা কি যে বলে গেলো গল্প গুজব তাও আবার তোর শালি মৌরীর সাথে। আরে দাদা তোর শালিকে তো চিনতেই পারিসনি ওর সাথে গল্প গুজব হবে না তো পড়বে মাথায় গজব। যে পাকা মেয়ে এক পাতা না আসতেই প্রেম ভালোবাসা শিখে গেছে আবার বারবার গায়ে পড়ার স্বভাব।

এদিকে মা, বাবা, তৌফিক, লতা, নিরব, মৌরী সকলেই রাত্রিতে ডিনারে বসে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া দাওয়া সেরে নিচ্ছে। কিন্তু মৌরী বারবার নিরবের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে হাসছে আর মনে মনে বলছে বাছাধন প্রেম করছো। প্রেম করা দেখাচ্ছি একেবারে ঘাটের জলে ভিজিয়ে চিরবিদায় করে দিচ্ছি। আমাকে তো চিনো নাই মিস্টার। এক ফাঁকে নিরব আড় চোখে মৌরীর দিকে তাকাতে আহা কার প্রেতাত্মা যে এসে আমাদের ঘরে আছড় করেছে আল্লাহ জানে। তৌফিক খাবার ফাঁকে নিরবকে লক্ষ্য করে ‘কিরে আগামীকাল সানজিতাকে আসার জন্য বলিস নাই?’ দাদা খেয়ে তারপর কথা হবে। বেশ আসতে বলিস। বাবা মাকে উদ্দেশ্য করে তৌফিক বলল, ‘বাবা মা তোমরা বলো। সানজিতা এলে কোন অসুবিধা হবে তোমাদের।’ সঙ্গে সঙ্গে লুৎফর সাহেব বলেন, ‘সানজিতা এ বাড়িতে এলে আমার অন্য রকম আনন্দ লাগে যেন আমার ঘরে আমার মা ফিরে এসেছে।’ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতে লতা, ‘কেন বাবা আমরা কি আপনার মা হতে পারিনি?’ লুৎফর সাহেব লজ্জা পেয়ে বলল, ‘না ঠিক সেভাবে মনে করে বলিনি। তবে একেকজনের মুখের অবয়ব রেখা একেক জনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তাই আমরা মনের অজান্তে একেক জনের সাথে তুলনা করে ফেলি।’ লুৎফর সাহেবের রেশ ধরে তার স্ত্রী সুবর্ণা বলল, ‘নিরব তুই সানজিতাকে আজি বলে রাখিস। ‘নিরব মাথা নেড়ে মায়ের কথা সায় দিয়ে উঠে চলে গেলো। একে একে সবাই খাবার টেবিল ছেড়েছে। শুধু কাজের মেয়েকে ওদের খাওয়া-দাওয়ার প্লেট বেড়ে দিয়ে অন্যান্য রাখা সরঞ্জাম আস্তে আস্তে নিতে বলে চলে গেলেন নিরবের মা। ওরাও নিতে শুরু করে দিয়েছে। মৌরী আর লতা যেতে যেতে বলল, ‘আসুক আগামীকাল তোমাদের সোহাগের সানজিতা। এলেই বুঝবে খেলা কোনদিক দিয়ে শুরু হয় আর খেলা কোন দিক দিয়ে শেষ করি। ঘোড়ার আড়াই প্যাচে ফেলে দিবো।’ বুবু তোর কথায় যখন নদীতে ঝাঁপ দিতে নেমেছি এখন সাঁতার দেবো নিরবকে নিয়ে। সানজিতা কোনোদিন কূলের ঠিকানা খুঁজেই পাবে না একেবারে পুকুর হতে নদী, নদী হতে সাগর মহা সাগরে। অট্টহাসিতে ওরা দুজন আকাশ বাতাসকে জানালো। মনে হলো এখনই সব জয় করে ফেলেছে।

লতা আর মৌরী এতো বড় চক্রান্তের খেলাতে মেতে উঠেছে নিজের একটু স্বার্থের জন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অথচ দুজনে শিক্ষিত আবার একজন তো উচ্চ শিক্ষিত। তৌফিকের কথা মত রাত্রি প্রায় ১১টা নাগাদ নিরব সানজিতার বাসাতে টেলিফোন করলে অপর প্রান্ত হতে লিলি আক্তার টেলিফোন রিসিভার তুলতেই নিরব সালাম দিয়ে বলল, ‘খালাম্মা আমি নিরব,

সানজিতা কি ঘুমিয়ে গেছে?' 'না বাবা ও ওর কামরাতে পড়ার টেবিলে আছে ওকে ডেকে দিতে হবে?'

'জ্বি খালাম্মা' লিলি আক্তার টেলিফোন রিসিভার রেখে সানজিতাকে ডাকতে চলে যায়। পরক্ষণে সানজিতা এসে রিসিভার তুলে। এই যে মশাই সারা দিন কোন খোঁজ খবর নেই। নিরব বলল, 'একটু ব্যস্ত ছিলাম সব তোমাকে পরে জানাবো। ও হ্যাঁ আগামীকাল তুমি আর সুকলা আমাদের বাসাতে আসবে। সানজিতা বলল, 'কারণ কী? এলেই জানবে দেখবে। সানজিতা জানালো আগামীকাল সুকলা যেতে পারবে না তবে আমার কলেজ বন্ধ থাকবে আমি যেতে পারি।' ঠিক আছে বলে উভয় প্রান্ত হতে রিসিভার রেখে দিয়ে সানজিতা মনে মনে ভাবে সারাটা দিন যে আমার কি করে কেটেছে তা আল্লাহ জানেন। এতোক্ষণে নিশ্চিত ঘুমাতে পারবো বলে মনে হয়।

সানজিতা আজ একাই এসেছে সুকলার পরীক্ষা থাকাতে আসতে পারে নাই। নিরবের বাবা, মা, বড় ভাই তৌফিকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলো তাদের সাথে কথোপকথন হলো, কুশল বিনিময় হলো। নিরবের মা নিরবের ঘরের দিকে সানজিতাকে নিয়ে যেতে লক্ষ্য করে চলে গেলেন নিজের কাজে। সানজিতা আস্তে আস্তে নিরবের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতেই নিরব অন্য দিকে মুখ করে বসে আছে বলে সানজিতা পিছন হতে চোখ দুহাত দিয়ে ছাপিয়ে ধরতে একটানে নিরবের সামনে নিয়ে 'তুমি তুমি এসেছো কখন বাহ্ আজ তোমাকে এতো সুন্দর লাগছে যেন পরীর চেয়ে আরও বেশি সুন্দর।' নিজেকে নিরব হতে ছাড়িয়ে সানজিতা বলে, 'আর কাব্য করে উপমা করতে হবে না।' নিরব সানজিতাকে বসার আহ্বান জানাতে জানাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লতা ভাবী আর মৌরী হাঁকডাক না দিয়ে সরাসরি প্রবেশ করলো, যা নিয়মের পরিপন্থী। কারণ একজনের কক্ষে প্রবেশ করতে গেলে যে কক্ষে থাকে তাদের অনুমতি নিতে হয়। তার আর ভ্রুক্ষেপ নেই যা শিক্ষা-দীক্ষার অভাব। এখন দেখুন পূর্ব পরিকল্পনা কি। মৌরী নিরবের ঘরে প্রবেশ করেই নিরবকে এমনভাবে নিজের মধ্যে আকড়ে রাখলেন তা যে কেউ দেখলে মনে করবে ঘরের বৌ। তার উপর ধরতে গেলে সানজিতা নিরবের উর্দিওয়াইফ একথা এ বাড়ির ছোট বড় চাকর-বাকর সকলেই জানে। এটা জানা সত্ত্বেও লতা আর মৌরীর এতো নির্লজ্জ বেহায়াপনা সানজিতার জন্য সাথে সাথে হজম করা কষ্টদায়ক। নিরব যে একেবারে বসে আছে তা নয় মৌরীর বাহুবন্ধন হতে রক্ষা পেতে যথেষ্ট চেষ্টা করছে তবে নিরব মুখ খুলতে পারছে না। মৌরী সানজিতাকে উদ্দেশ্য করে, 'কেমন লাগছে আমাদের দুজনকে?' সানজিতা মাথা নিচু করে ফেলে সাথে সাথে লতা সানজিতাকে বলে, 'ও আর কি বলবে

দেখছিস না বিয়ে না হতেই নিরবকে স্বামী ভেবে নিমন্ত্রণ দিলো কি দিলো না হ্যাংলার মত ছুটে এসেছে। সানজিতা চেয়ার হতে উঠে, 'নিরব তোমার যদি এতই ইচ্ছা ছিলো এদের নিয়ে আমাকে এনে অপমান করবে তবে আগেই বলে দিতে পারতে আমি হ্যাংলার মত তোমাদের বাড়ি আসতাম না।' কালবিলম্ব না করে নিরবের ঘর হতে দ্রুত বাহির হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এদিক সেদিক না তাকিয়ে স্থান ত্যাগ করেছে। সানজিতা বেরিয়ে পরার মুহূর্তে বড় ভাইয়ের স্ত্রী লত আর মৌরীকে নিরব বলল, 'তোমরা দুজন মিলে সানজিতার সাথে যা করলে ভালো করলে না।' সামান্য ইয়ার্কি করেছি তাতেই এতা আর যদি আপনার পায়ের উপর বসাতাম তাহলে না জানি কি হতো আমাদের। মৌরীর কথার রেশ ধরে নিরব বলে, 'আপনাদের লন্ডনে এসব অশালীন বেহায়াপনার অর্থ কিছু না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে এর অর্থ অনেক কিছুই বুঝায়। আমি এখনই বাবা-মাকে দাদাকে জানাবো।' 'শেষমেষ অন্যায়কে ঢাকার জন্য লতা এবং মৌরী একত্রে কাকুতি মিনতি 'আসলে ভুল হয়ে গেছে তুমি কাউকে বলো না ভাই।' লতা একটু চিন্তা করে, 'নিরবকে আমি যা বলার বাবা মাকে বলে বুঝিয়ে নেবো হলো তো।' নিরব, 'ছিঃ ছিঃ এ জঘন্য।' রাগ করে হনহন করে নিজের ঘর হতে বেরিয়ে এলো। মৌরী লতাকে জানিয়ে দিলো, 'আজ রাতে নতুন আর একটা খেলা দেখাবো আমাকে প্রত্যাখ্যান করার ফল হাতেনাতে টের পাবে বাছাধন আমার নামও মৌরী ছালাম সিকদারের মেয়ে।'

যখন সানজিতা নিরবের বাসা হতে চলে যায় তখন প্রায় ১২ টা কি সাড়ে ১২টা এমন। প্রায় ২টার কাছাকাছি সবাই আস্তে আস্তে খাবার টেবিলে আসা শুরু করে দিয়েছে প্রথমে নিরবের মা তারপর লতা বড় ছেলের বৌ, সঙ্গে তৌফিক আর মৌরী তারপর নিরবের বাবা কিন্তু টেবিলে নিরব আর সানজিতাকে না দেখে লুৎফর সাহেব বলেন, 'মা সানজিতা নিরবকে দেখছি না।' যার যার মুখের দিকে তাকাতাকি করে লতা সবাইকে জানালো ওরা আসবে হয় তো বলে মিটিমিটি করে মৌরীর পানে তাকিয়ে হাসছে। এমন সময় চোখ ভিজা মন নিয়ে খাবার টেবিলে নিরব হাজির হলো। বাবা লুৎফর নিরবকে একা দেখে বলে, 'কিরে নিরব সানজিতা কোথায় বাবার কথায়? শেষ হবার আগেই বড় বৌ লতা বলে উঠলো ও হ্যাঁ বাবা আমার মনে পড়েছে সানজিতা এসেই চলে গেছে ওর নাকি বিশেষ জরুরী কাজ আছে।' তাই নিরবের মা সুবর্ণা লতার কথার রেশ ধরে বলে না। এমন তো হতে পারে না সানজিতা তো এমন মেয়েই নয়। অন্ততপক্ষে আমাকে না বলে চলে যাবার মেয়ে নয়। নিরব নিরব হয়ে ওদের কথোপকথন শুনছিলো আর ভিতরে ভিতরে কাঁদছিলো। কারণ নিরব বড়ই শান্ত প্রকৃতির ছেলে বুক ভাঙলেও

তবুও তার কষ্টের কথা কাউকে জানাবে না। এর মধ্যে বড় ভাই তৌফিক বলল, 'না এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। কি নিরব তোদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয়েছে নাকিরে?' হঠাৎ মৌরী বলে 'আরে আমি তো নিরব ভাই সানজিতার সঙ্গে ছিলাম কই নাতো এমন কিছুই হয় নাই কি বলিস আপা? লতাকে সাক্ষী মেনে নেয়। অবশেষে লুৎফর সাহেব ঠিক আছে বললে সকলেই চুপচাপ খেয়ে নিলো কিন্তু মা সুবর্ণার চোখ ফাঁকি দিতে পারে নি। নিরবের দিকে তাকিয়ে হাজার হোক গর্ভধারিণী মা। যে মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে একটা সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখে সেই মায়ের চোখ এরিয়ে যাবে কি করে। তাই নিরবের উদ্দেশ্যে নিরবের মা বলল, 'নিরব খাওয়া শেষে আমার সাথে দেখা করে তোমার রুমে যেও কেমন।' নিরব মাথা নেড়ে চুপচাপ আহার কার্য সেরে নেয় এবং বারান্দাতে এসে আকাশের দিকে নিরব নিমগ্নতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণে সবাই চলে গেলে কাজের লোকজনের সাথে মা সুবর্ণা সব বুঝিয়ে বাহিরে আসার পূর্ব মুহূর্তে লতা আর তার বোন মৌরী বাহির হয়ে বারান্দাতে নিরবকে দেখে এগিয়ে এসে বলে নিরবকে, 'শিশু খোকা মাকে নালিশ দেবার জন্য বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছেন।' বলতে বলতে চলে গেলো ওরা দুজন। বাবা লুৎফর সাহেব নিজের কক্ষে না গিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেলে মা নিরবকে বারান্দাতে পেয়ে নিজের কামরাতে আসার জন্য বলে চলে গেলো। নিরব মার পিছনে পিছনে এগিয়ে মার কক্ষে প্রবেশ করে। তারপর ছেলে মার মধ্যে কথা হয় এবং সানজিতাকে যে অকথ্য ভাষাতে লাঞ্ছিত অপমান করেছে তা জানালো। মা সুবর্ণা 'আমি আঁচ করতে পেরেছি। বড় বৌমা তো আগে এমন ছিলো না তার ছোট বোন মৌরী আসার পর হতেই তার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কেমন যেন খিটখিটে মেজাজ হয়ে গেছে। ঠিক আছে তুমি আগামীকাল সানজিতাকে আমার কথা বলে বুঝাবে আর আসতে বলবে।' নিরব মার কথায় 'আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে' বলে নিজের কক্ষে ফিরে যায়। নিরবের সারাদিন সারা রাত্রি সানজিতার সাথে দেখা কথা হলো না। দুজনেই দুদিক হতে অভিমান করে আছে। যাই হোক কতক্ষণ। কারণ ওদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক এতটাই গভীরে চলে গেছে যে কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচবে না শত শত বাধা এলেও।

সকাল হতে না হতে সানজিতাদের গেটের পাশে বাইক নিয়ে নিরব দাঁড়ায়। সাধারণত সানজিতা সকাল ৮টার দিকে বাসা হতে কলেজের উদ্দেশ্যে বের হয় আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সানজিতা গেট দিয়ে বাহির হতেই নিরবের নজরে পড়ে কিন্তু দূর হতেই উপলব্ধি করছে মহারানীর মন ভালো নেই। তার স্বাভাবিক। গতকাল ভাবী আর মৌরী মিলে যে অপমান করেছে। তাই পোশাক পরিচ্ছদের দিকে তেমন আজ নজর দেয়নি। নিরব আস্তে আস্তে পা

টিপে টিপে ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে সানজিতাকে কিছু বলার আগেই কান ধরে নানাভাবে ইম্প্রেস করার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু মহারানীর কোন ভাবেই মন গলছে না। উপরন্তু ধমকের স্বরে সানজিতা বলল, 'দেখ নিরব বেশি সিনক্রিয়েট করো না আমি কিন্তু লোক জড় করবো।' শেষমেষ হাত ধরে ভয়ে ভয়ে আচ্ছা বেশ ডাকো তোমার লোকজন আমি যা বলার বলে দেবো। একটু থেমে 'চল কোথাও বসি তারপর ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলি যদি মনে করো আমার দোষ হয়েছে তুমি যা শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে গ্রহণ করবো। এখন চুপচাপ কোনো কথা না বলে আমার বাইকের পেছনে উঠে বসো। আর পাগলামী করো না আমাকে কোনো প্রশ্ন এখন করো না।' আমি কিন্তু আগেই বলেছি সানজিতা নিরবকে নিয়ে ওরা দুজনে এতটাই ভালোবাসে যে বেশিক্ষণ অভিমান করে থাকা ওদের জন্য সম্ভব হয়ে উঠে না। সানজিতার রাগ জল গড়িয়ে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেলো। সেই সুবাদে নিরব প্রশ্ন করে, 'এখন কলেজে যাবে না আমার সাথে যেখানে নিয়ে যাবো সেখানে যাবে?' উত্তরে সানজিতা বলল, 'তোমার ইচ্ছা।' সানজিতা বাইকে বসলেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ওরা। এর মধ্যে সানজিতার চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠে। যেতে যেতে বলে, 'একদিনে একি অবস্থা করেছো। না মনের না শরীরের কি পোশাক পরেছো? 'সবই তোমার জন্য হয়েছে' অন্য দিকে নিরবের সাথে মৌরীর এমন আচরণের জন্য সারা রাত্রি ঘুম হয়নি তেমন। কারণ মনে মনে ভাবনাতে এসেছে ভাবীর বোনের কথা নিরবের সাথে যে খেলাতে নেমেছে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমাকে কি নিরব সানজিতাকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করবে বা করতে পারবে? নিরবকে কদিনের পরিচয়ে কথা বার্তাতে মনে ধরেছে মন হতে মুছে ফেলার মত নয়। তাছাড়া নিরব দেখতে সুদর্শন হ্যান্ডসাম শিক্ষিত বিসিএস পাস করলেই যায় কোথায়। না মাথা তো পাগল হয়ে যাবে এসব ভাবতে ভাবতে দেখা যাক ঘুড়ি যখন আকাশে বাতাসের সাথে উড়িয়েছি আর লাটাই যখন আমার হাতে তুলে নিয়েছি তাই এমন ইসকাটান দেবো যে সমূলে আমার হাতে চলে আসে।

মৌরী নিরবদের গেস্টরুমে আপাতত স্থান পেয়েছে, তাই ঘুম ভাঙলে উঠে নিরবের কক্ষের দিকে আসে। নিরবের কক্ষের মাঝখানে বড় ভাইয়ের কক্ষ তারপর গেস্ট রুম অর্থাৎ মাঝখানে এক কক্ষ ডিঙিয়ে নিরবের কক্ষে যেতে হয়। মৌরী এসে নিরবের কক্ষের পর্দা চুপিসারে সরিয়ে দেখে নিরব কক্ষে নেই, দেখেই বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠে আর ভাবে নিরব এতো সকালে গেলো কোথায়। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবে এখনতো মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। দ্রুত নিরবের কক্ষ হতে বেরিয়ে লতার কক্ষে প্রবেশ করে দেখে তার ভগ্নিপতি সেভ করছে। তৌফিক মৌরীকে তাদের কক্ষে প্রবেশ

করতে দেখে বলে, 'কি ছোট গিন্নি ঘুম কি ভাঙলো?' দুলাভাইয়ের কথার দিকে খেয়াল না করে মৌরী বলে, 'দুলাভাই, আপু কোথায়? তৌফিক উত্তরে বলে, 'হয়তো কক্ষে।' তৌফিক লতা স্বামী স্ত্রী যে কক্ষে থাকে প্রথম ঢোকার কক্ষের পরের কক্ষে অর্থাৎ উপরের প্রত্যেক কামরায় দুটি করে কক্ষ রয়েছে। মৌরী আপু আপু করে ডাকতে ডাকতে লতার কাছে গিয়ে পৌঁছায় আর বিস্তারিত আলাপ সেরে নেয়। বুঝা গেলো ওদের কথার ভাবে বিশাল একটা ফন্দি ফিকির আটছে। দেখা যাক কোন সাগরের জল কোন সাগরে গিয়ে ঢেউ তুলে কোন কিনারায় ফিরে।

নিরবের সাথে মৌরী নানা ছলে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে আর নিরব সানজিতার মধ্যে প্রেমের টান বেশি আরও করে লতা পাতার অক্টোপাসের মত জড়াতে এক পর্যায়ে একদিন সুযোগ সন্ধানীরা সুযোগ পেয়ে যায়। সেদিন আর নিরব কক্ষ হতে বাহিরে যায় নি। প্রচণ্ড জ্বরে কাতরাচ্ছে, মা সুবর্ণা যতটুকু পারছে নিরবের সেবা করে যাচ্ছে। হয়তো নিরবের বোন সায়লা যদি থাকতো তবে মায়ের কিছু পরিশ্রম লাঘব হতো দুজনে ভাগাভাগি করে নিরবের সেবায় অংশ নিতে পারতো। যে নাই তার কথা ভেবে আর লাভ কি। নিরবের অসুখ হলে বাড়িশুদ্ধ সবার চিন্তা বেড়ে যায়। নিরবের জ্বরের কথা বাড়ির সকলের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। লতা ও মৌরীর কানে পৌঁছাতে বাদ পড়েনি। লতার শরীর ধীরে ধীরে ভারী হয়ে আসতে শুরু হয়েছে। বাচ্চা প্রসবের দিনও বোধ হয় ঘনিয়ে আসছে। এর মধ্যেই স্বার্থপরের মতো লতা মৌরীকে বললো, 'এইতো সুবর্ণ সুযোগ সুযোগটি ভালোভাবে কাজে লাগাবো' বলেই মৌরীকে চোখের ইশারা দিতেই তাৎক্ষণিক দেরি না করে নিরবের কক্ষে প্রবেশ করে দেখে কক্ষের মধ্যে নিরবের মা, বাবা, ডাক্তার, চাকর, বাকরের ভিড়। তৌফিক কলেজ হতে ফিরে সরাসরি নিরবের কক্ষে আসে। আগেই বলেছি নিরব আর তৌফিকের মধ্যে প্রচণ্ড মিল, সম্পর্কও অত্যন্ত ভালো। মৌরী নিরবের মাথার কাছে গিয়ে ডাক্তারকে বলল যে, 'এই মুহূর্তে পানিপট্টি দিলে ঔষধের চেয়ে ভালো কাজ করতো। ডাক্তার সাহেব মাথা নেড়ে বলল, 'এ কাজটি করলে মন্দ হয় না তারপরেও ঔষধ ব্যতিত যে জ্বর তাতো নামবে না।' ডাক্তার সাহেব প্রেসক্রিপশন লিখে সেবার কথা বলে চলে গেলেন এবং অন্যরা এই মুহূর্তে অন্য কিছু না ভেবে নিরবের মা বাবা ভাইসহ সকলে বেরিয়ে যায়। ঐ সময় নিরব চোখ মেলে তাকিয়ে মৌরীকে দেখে চমকে উঠে আর মনে মনে বলে এই শয়তানটা না থেকে যদি সানজিতা থাকতো তবে কত না ভালো হতো। নিরব মৌরীকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বলে থাক আর জলপট্টি দিতে হবে না। মৌরী নিরবের কথা শুনলো না। না না বাধা দিবেন না এই মাত্র জলপট্টি দিয়ে, আর খানিকক্ষণ দিলে জ্বর কমে যাবে দেখবেন আপনার

ভালো লাগবে। নিরব জ্বরের তাপে চোখ বন্ধ করে নেয়। মৌরী নিরবের মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে ভাবতে থাকে আহা যদি এই ফাঁকে নিরবের কপালে আর ঠোঁটে আমার ঠোঁট মিলানো যেতো তবে না কত ভালো হতো। এক মনে বলে দেই আবার অন্য মনে বলে থাক। দেখা যাক আজ রাত্রেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। ভবিষ্যতে এমন তো কাছাকাছি সুযোগ নাও আসতে পারে। মৌরী ভাবতে ভাবতে হতবাক, নিরবের মা এসে বলে, 'অনেক করেছো মা আমি এখন ছেলের কাছে বসি তুমি রেস্ট নাও গে।' যেহেতু নিরবের মা বলেছে সেখানে মৌরীর থাকার বিষয় দৃষ্টিকটু। তাই নিরবের মার কথায় উত্তর না দিয়ে মাথা নেড়ে মৌরী গেস্ট রুমে চলে আসে। মৌরী নিরবের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলে নিরবকে জিজ্ঞেস করে মা সুবর্ণা, 'কি রে নিরব তোর এত জ্বর এত শরীর খারাপ সানজিতা তা জানে না?' 'মা সানজিতার ৩/৪ দিন কলেজে পরীক্ষা তাই আমি বলেছিলাম এ কদিন আমার জন্য সময় নষ্ট না করে মন দিয়ে পরীক্ষাতে এটেন্ড করুক।'

'পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ধাপ হতে দ্বিতীয় ধাপে উত্তরণের জন্য। বেশ ভালোই করেছিস সানজিতাকে না জানিয়ে। আমার বিশ্বাস ও তোর জ্বরের সংবাদ জানলে পাগলের মতো ছুটে আসবে। আচ্ছা তুই তবে একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর দেখবি সকাল হলেই জ্বর কমে যাবে ইনশাল্লাহ। আমি যাই দেখি তোর জন্য বার্লি সাবুদানা মিশ্রিত করে নিয়ে আসি দেখবি খেলেই ঝরঝরা লাগবে। শরীরে শক্তি বাড়বে।' নিরব দুর্বলতার জন্য চোখ বন্ধ করতেই মা বেরিয়ে যায়।

মৌরী মাঝে মাঝে নিরবকে দেখতে আসে এবং সেই সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে অনায়াসে সানজিতার স্থান দখল করে নিতে পারে। কি যে ভূত চেপে আছে মৌরীর ঘাড়ে আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানে না। জেনেশুনে বোনের কথায় দুজন একত্রে বসবাস করার লক্ষ্যে বিদেশ ফেরত শিক্ষিত একটা মেয়ে কি যে নোংরা খেলায় মেতে উঠে, কত বড় সর্বনাশকে আহ্বান করছে সে আশায় গুড়েবালি।

এইভাবে চলতে থাকে ৩/৪ দিন কিন্তু নিরব তার কক্ষে মৌরী আসাতে খুবই বিরক্ত অনুভব করে বিধায় প্রতিদিন দু'একবার মুখের উপর জানিয়ে দিয়েছে। তবু মৌরীর আসতেই হবে এটা তার প্রতিজ্ঞা আর এভাবেই ইমপ্রেস করতে করতে মৌরীর যা অভিসন্ধি তা জয় করে নিতে হবে। কথায় আছে না যদি আপোষে না আদায় করতে পার তবে ছিনিয়ে প্রাপ্য পাওনা বুঝে নাও। এমনি একদিন বিকেল বেলাতে নিরবকে একা পেয়ে যায় লতা আর মৌরী। আজ বাড়িতে কেউ নেই শুধু চাকর বাকর দু'একজন। বড় ভাই কলেজ হতে

ফিরেনি। বাবা লুৎফর সাহেব ও মা সুবর্ণা এক কিলো/দেড় কিলো দূরে এক আত্মীয় বাড়ি গিয়েছেন কি যেন একটা অনুষ্ঠানে। আসতে দেরি হবে এই ফাঁকে লতা আর মৌরী কানে কানে ফিসফিস করে মৌরী নিরবের কক্ষের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয় নিরব কক্ষে একা। আজ একটু সুস্থ অনুভব করায় উঠে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে নিরব।

ইত্যবসরে মৌরী এসে হাজির। নিরবের সাথে দুএকটা কথার মাঝে প্রেম নিবেদন করে বসে এবং কথায় কথায় বলে, 'যা সানজিতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছো তা আমার মধ্যে নেই?' নিরবকে জড়িয়ে ধরতে গেলে ছাড়িয়ে নিয়ে মৌরী বলে, 'তুমি বুঝার চেষ্টা কর আমি একজনের ভালোবাসা আমি সানজিতাকে জীবনের বাকিটুকু নিয়ে কাটিয়ে দেবো। আজ বাদে কাল সানজিতার সাথে আমার বিয়ে হবে এটা খুবই ধ্রুব সত্য এবং ১০০% নিশ্চিত। কাজেই কোনোক্রমেই তোমার সাথে আমার প্রেম হবে না। তাছাড়া তুমি আমার বড় ভাবীর বোন আমার বোনের মতো, কোনোক্রমেই জীবন সংসারে জড়ানো সম্ভব নয়। অতএব তুমি আর আমাকে বিরক্ত করো না লক্ষ্মী বোনটি আমার। আমি তোমার কাছে দুটি হাত জোড় করে মাফ চাইছি। কক্ষের পাশ দিয়ে চাকর হালিম যাচ্ছিলো ওসব কথা শুনে। তাই হয়তো নিরবের পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারতো। মৌরী নিরবের কোন কথাই শুনছে না সে এখন পাগলের মতো আচরণ করছে। নিরব যতবার চেষ্টা করে সরিয়ে দিচ্ছে মৌরী ততবার নিরবের উপরে জোর জবরদস্তি করে পড়ে পড়ে বলতে থাকে, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো এই কথা যে পর্যন্ত না বলছো ততক্ষণ তোমাকে ছাড়ছি না।' এক সময় মৌরী উঠে নিরবের কণ্ঠ বন্ধ করে দিয়ে আবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। তখন মৌরীর গালে নিরব চর কষে বলে, যাবি অসভ্য মেয়ে। বিদেশে থেকে এ ধরনের কালচার অর্জন করে এসেছিস।' এত কিছুর পরে মৌরী নাছোড়বান্দা 'দেখ তুই আমাকে জ্ঞান দিবি না। তুই মারিস কাটিস যাই করিস আজ তোর হতে কথা আদায় করেই ছাড়বো।' এই ফাঁকে আস্তে আস্তে বাহির হতে লতা এসে উপস্থিত হয় আর এর আগে হালিম তো সব কথা শুনে নেয়। লতা এসে হালিমকে ধমক দিয়ে বলে, 'এই চাকর তুই এখানে কি করছিস। (একটু থেমে) তুই যদি এখানকার কথা বলছিস তবে তোর এ বাড়িতে আর কাজ করা হবে না।' হালিম শেষ আশ্রয় হারাতে চায় না বলে লতার কথা মুখ বুঝে শুনে চলে যায়। লতা নিরবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মৌরী নিরবকে বলে, 'দেখ ভালোয় ভালোয় আমার প্রস্তাব মেনে নে তা না হলে আমি নারী আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আমি তোকে ভাসিয়ে দিতেও পারি আবার তুলে ধরতেও পারি।' মৌরী এখনও বলছি তুই এখান হতে চলে যা। মৌরী আরও ডেসপারেট হয়ে বলে,

'বেশ তবে দেখ আমি কি করতে পারি।' মৌরী নিজের কাপড় ছিঁড়ে নিরবকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে থাকে, 'আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও তোমরা দেখ নিরব দরজা বন্ধ করে আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।' নিরব বলল, 'তোর অভিনয় আমার বুঝা হয়ে গেছে তুই যা খুশি তাই করতে পারিস।' মৌরী আরও জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকলে পুনরায় হালিম রাবিয়া ছুটে আসে আর নিরবের দরজার সামনে লতাকে পেয়ে বলে 'কি হয়েছে ভাবী সাব।' ওদের পেয়ে লতা দরজা ভাঙতে বলে। যখন হালিম দরজা ভাঙতে যাবে ঠিক তাৎক্ষণিক মৌরী নিরব হতে ছুটে এসে দ্রুত দরজার সিটকিনি খুলে পুনরায় নিরবকে জড়িয়ে ধরে। ভাবীসহ কাজের লোক নিরবের কক্ষে প্রবেশ করে রাবিয়া দৌড়ে মৌরীকে ছুটিয়ে বলে, 'ছোট দাদা আপনি এত খারাপ আমরা আপনাকে ফেরেস্তার মতো জানতাম।' কথা শেষ করতে না করতে লতা বলে, 'তোরা তো দেখেছিস, থলের বিড়াল দেখেছিস কীভাবে বেরিয়েছে। ভাগ্যিস সময়মত এসেছিলাম বলে।' মৌরী লতার বুকে জাপটে পড়ে বলে, 'দেখেছিস, দেখেছিস তোরা। হালিম তো এসব বিষয় পূর্বেই জানে এবং দেখেছে যে কীভাবে ওরা দুজন নিরব দাদাকে ফাসালো। 'হালিম রাবেযা তোরা তো আমাদের বাড়িতে বহুদিন ধরে আছিস তোরা তো জানিস আমার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে (কেঁদে কেঁদে নিরব) আমি কি তাদের সাথে এহেন আচরণ করেছি না কোথাও কারো সাথে দেখেছিস।' রাবিয়া বলে, 'আগে ছিলেন ভালো এখন খারাপ হয়েছেন।' পাশ কাটিয়ে কথা ঘুরিয়ে লতা বলল, 'আচ্ছা বাড়ির সকলে ফিরুক ওর একদিন কি আমাদের একদিন।' লতা মৌরীকে জড়িয়ে 'আয় মৌরী এই অসম্মানের প্রতিশোধ আমি নেবোই আর এই এতো বড় লজ্জার হাত হতে বেঁচে গেলে একমাত্র মৌরী আর নিরবের মধ্যে বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর নেই।' মৌরী নিরবের দিকে চুপিসারে তাকিয়ে মনে মনে হেসে ভাবে 'দেখ কি ফাঁদেই না পড়েছিস এখন কোথায় যাবি বাছাধন সব সুদে আসলে আদায় করে নেবো।'

নিরব পায়চারী করতে করতে হঠাৎ তার চিন্তাতে আসে যে, ওরা তো এমন করে বুঝিয়ে শুনিয়ে মৌরীর সাথে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই চায় আমার সাথে এবং ওদের কথা বিশ্বাসও করে নিবে বাবা মা বড় ভাই। তাছাড়া কোনক্রমেই আমার পক্ষে সানজিতাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রী হিসাবে বিয়ের পিড়িতে বসা সম্ভব নয়। বলে টেবিল হতে প্যাড নিয়ে বাবা মা ও সানজিতার উদ্দেশ্যে দুটি পৃথক পৃথক পত্র লিখে তারপর উঠে টাকা পয়সা এবং সকল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে কাউকে কিছু না বলে পিছন বাড়ির গেট খুলে এদিক সেদিক তাকিয়ে স্থান ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

নিরবের বাড়িতে হুলস্থুল কারবার। লতা আর মৌরী পায়চারী করছে তাঁর বারান্দার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে যে তার স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি আসছে কি না। অন্য দিকে হালিম আর রাবিয়াকে বোঝায় সাথে রেখে, 'তোরা উনারা এলে যেভাবে বলেছি যা যা বলেছি ঠিকঠাক তেমনি করে বলবি যেন একটুও ভুল না হয়।'

প্রথমত, নিরবের বড় ভাই এলো তার একটুক্ষণ পরেই নিরবের বাবা মা এলেন। লতা মৌরীকে আড়ালে রেখে লতার স্বামী তৌফিককে বলে, 'কাপড় চোপড় ছেড়ে ড্রয়িং রুমে এসো কথা আছে।' তৌফিক একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'আহা কি হয়েছে বলবে তো' এই কথা তৌফিক বলাতে লতা স্বামীর উপর চড়াও হয়ে উচ্চ স্বরে 'যা বলছি তাই করো'। তৌফিক লতার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝে নিলো ডালমে কুছ কালাহে। তৌফিক কথা না বাড়িয়ে নিজের কক্ষে যেতে যেতে ভাবে সারাদিন খাটা খাটনি করে এসে এ আবার কি ঝামেলায় উপনীত হলাম। মৌরী কাপড় ছিঁড়ে যে অবস্থায় ছিলো ঠিক সেভাবেই বসে রইলো বোন লতার কথা মত। এমন সময় লুৎফর সাহেব আর শাশুড়ি সুবর্ণা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই লতা শ্বশুর-শাশুড়ির কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে, দেখতে পেয়ে লুৎফর সাহেবই বলল, বৌমা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? পুনরায় বলল শাশুড়ি, 'বড় বৌমা তোমার কি কিছু হয়েছে?' লতা রাগত স্বরে বলে, 'হাঁ হয়েছে অনেক কিছুই হয়েছে বাবা। এর বিহিত আপনাদের করতে হবে। আপনারা ড্রয়িংরুমে আসুন। এখানে বসেই সব ফয়সালা হবে তা না হলে আজ আমি এ বাড়ি ত্যাগ করবো।' লতার রাগান্বিত কণ্ঠস্বরের বিষয়াদি বিন্দু বিসর্গ কিছু আঁচ করতে পারলেন না। তারা দুজন তাদের কক্ষে গিয়ে পরক্ষণেই অন্য বস্ত্রাদী পরে ড্রয়িং রুমে এলেন। পাশাপাশি তৌফিকও এসে উপস্থিত হয়। বাহিরে মৌরী শুধু রইলো। লতার সঙ্গে হালিম ও রাবিয়া প্রবেশ করলে, 'বৌমা ওরা কেন তোমার সাথে' 'না বাবা ওদের এখানে থাকা জরুরী।'

'আচ্ছা বসো বসো তোমার অভিযোগ বা কি হয়েছে বলো' লুৎফর সাহেব বলবেন। লতা কথা শুরু করার মাঝে মধ্যে হালিম এবং রাবিয়াকে সাক্ষী মেনে বলতে বলতে এক পর্যায়ে মৌরীকে ডেকে এনে সব অবলোকন করিয়ে, 'দেখুন দেখুন আপনাদের ছেলে নিরব কি হাল করেছে কি নির্যাতন করেছে। ভাগ্যিস আমরা যাওয়াতে অন্য কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই। আপনাদের ছোট ছেলে।' লতার কথা শুনে চোখ মুখ মুছতে মুছতে মৌরী কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'আমার কি হবে আপনারা বলুন।' একটুক্ষণ বাড়িতে না থাকায় কত বড় ষড়যন্ত্রে আমার ছেলেকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এ কথা যদি সানজিতা

জানতে পারে বা শুনতে পারে তবে কি নিরবের উপর আস্থা থাকবে কিংবা ওর পরিবার নিরবের সাথে বিয়ে দিতে চাইবে? লতা শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে, 'মা আমি এত শত বুঝি না আমার বোনকে লজ্জার হাত হতে বাঁচাতে একমাত্র উপায় এখনই কাজী ডেকে এনে মৌরী আর নিরবের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করা নচেৎ আপনাদের উপর মানহানিকর মামলাতে যেতে হবে।' এর মধ্যে লুৎফর সাহেব বললেন, 'বিয়েতো হবে নিরবের মৌরীর সাথে সব ঠিকই, তবে এই কলঙ্ক আমি আমার পরিবার ঘাড়ে নেবো না। আজ এখন হতে নিরবকে ত্যাজ্যপুত্র হিসাবে গণ্য করতে চাই।' উপস্থিত সকলেই অবাক। তৌফিক ও নিরবের মা একসাথে বললো, 'তোমার এ সিদ্ধান্ত এতো তাড়াহুড়া করে নেওয়া ঠিক নয় শুধু একতরফা শুনলে হবে না দুই তরফের কথা শুনতে হবে।' হ্যাঁ বাবা মা ঠিক বলেছেন, 'তৌফিক কথা বলতে বলতে লুৎফর সাহেব বলে, 'আর কোনো কথা হবে না। উঠে দেখি কুলাঙ্গারটা কি করছে শেষমেষে আমার পরিবারের উপর বিষধর সাপ হয়ে ছোবল দিয়েছে। এসো তোমরা আমার সাথে'। বলেই সকলে নিরবের কক্ষের পানে অগ্রসর হলো এবং এক পর্যায়ে লুৎফর সাহেব বলল, 'কোথায় হারামজাদা এতো বড় বজ্জাত।' নিরবের কামরাতে ঢুকতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী করে দেখে নিরব কামরার ভিতরে নেই। লতা আর মৌরী ভাবছে সকল প্রকার পরিকল্পনা এখন দেখছি ভেস্তে গেলো। মৌরী কাঁদকাঁদ স্বরে বরেল বুবু আমার কি হবে আমার মান সম্মানের। সকলেই চিন্তাতে মগ্ন। এখন উপায়? নিরব তো পালিয়েছে। লুৎফর বললেন, 'পালিয়ে যাবে কোথায় যেখানে যাবে সেখান হতে খুঁজে আনা হবে। তৌফিক হালিমাকে নিয়ে খুঁজে দেখ কোথায় গিয়ে আড়াল হয়েছে।' তৌফিক বলে, 'দেখছি বাবা তুমি এতো উতলা হবে না যা করার আমি দেখবো। মা সুবর্ণা লতা আর মৌরীর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে আর মনে মনে বলছে এই দুই শয়তানী চক্রান্ত করে আমার বুকের মানিককে ঘর ছাড়া করলো। নিরবের জন্য মার চোখে অশ্রু গোপেন ঝরালো। আবার মুহূর্তের মধ্যে এভাবে এখন লতাকে যদি কিছু বলি তবে কোন ক্ষতি হলে বড় ছেলে ওর বাবা সকলে দোষ আমার উপর চাপিয়ে দিতে পারে। আমি এ বাড়ির বৌ আমি প্রতিশোধ নিতে পারি বলে সকলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান করে এবং সেইমতে বাহিরে আসে কিন্তু কেউ টেবিলের দিকে তাকালো না। সেখানে নিরবের লেখা পত্র টেবিলের উপর বই দিয়ে চাপা দেওয়া।

নিরব ট্রেন স্টেশনে এসে কক্সবাজারে একখানা টিকেট ক্রয় করে চুপচাপ একটি কোণে বসে সময় গুনছে ট্রেন আসার অপেক্ষায়।

আর বার বার ভয়ে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে যেন আপন কারো সাথে দেখা না হয়। কক্সবাজারের ট্রেন যথা সময়ের মধ্যে স্টেশনে ইন করলো। নিরব কালবিলম্ব না করে তার নির্ধারিত কামরাতে প্রবেশ করে নির্ধারিত ছিটে বসতেই ট্রেন স্টেশন ত্যাগ করে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারের অভিমুখে রওনা হলো। নিরব মনে মনে ভাবছে আর ট্রেন ঝকঝক করে গন্তব্যর দিকে এগোতে থাকে। এক পর্যায়ে নিরব শুধু সানজিতা আর মাকে ফেলে রেখে আসার চিন্তায় বিমূঢ় যা নিরবের মুখ দেখেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

এর মধ্যে নিরবের বাড়ির সকলেই খাবার টেবিলে বসে খাদ্য খাওয়ার চেষ্টা করে কারও মুখ দিয়ে খাবার যাচ্ছে না। শুধু লতা ও মৌরী নিরবে খাচ্ছে। এক ফাঁকে সুবর্ণা উঠে বলে, 'বৌমা তুমি একটু কষ্ট করে থেকে হালিম আর রাবিয়াকে খাবার দিয়ে ওরা যেন তুলে রাখে তুমি দেখে যেও।' রাবিয়া বলল, 'খালাম্মা আপনি চিন্তা করবেন না আমি সব দেখে নেবো।' লুৎফর সাহেবসহ তৌফিক ডাইনিং কক্ষ হতে যার যার কক্ষে চলে গেলো। কারো সাথে কোনো ব্যাপারে আর কোন কথা হলো না। রাত্রি গড়িয়ে সকাল যথানিয়মে চলছে আজ বন্ধের দিন বলে সানজিতা এলো বিগত দিন না বলে চলে গিয়েছিলো। সেজন্য ভাবি মা সুবর্ণা ভাই তৌফিক এবং লুৎফর সাহেবের নিকট ক্ষমা চাইতে। এসে দেখে সিঁড়ির উপরের মুখে লতা ও মৌরী দাঁড়িয়ে কথা বলছে কিন্তু সানজিতা সেদিনের সেই অপমানের কথা মনে রেখে ওদের দুজনকে দেখে না দেখার ভান করে চলে যেতে চাইলে মৌরী পথ আটকে বলে, 'নতুন পাগলে ভাত পায় না পুরাতন পাগল খাবার জন্য ধরেছে বায়না।' সানজিতা মৌরীকে কোনভাবে ঠেলা দিয়ে চলে যেতেই মৌরী বলে, 'আরে যা যা তোর প্রেমিক নিরব তোর জন্য কি সুন্দরভাবে সেজেগুঁজে বসে রয়েছে।' ওদের কথার উত্তর না দিয়ে সানজিতা হনহন করে নিরবের কক্ষে নিরবের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভিতরে গিয়ে দেখে কোথাও নিরব নেই। এদিক সেদিক পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে টেবিলের কাছে এলে চেয়ে দেখে বইয়ের নিচে পত্রের মতো। দ্রুত হাতে নিতেই আবার মৌরী এবং লতা পরক্ষণে পিছনে মা সুবর্ণা আসতেই সানজিতা সুবর্ণার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কি হলো মা এরমধ্যে পত্রদ্বয় সানজিতা গোপন স্থানে লুকিয়ে নিয়ে)। 'কি হবে' সুবর্ণা বলতেই চোখের পানি গড়িয়ে মাটিতে ঝরে পড়লো পরক্ষণে সামলিয়ে নিজেকে 'সানজিতা এরা বলছে আমার ছেলে নাকি মৌরীকে কাপড় ছিঁড়ে লাঞ্ছিত করেছে। এসব মিথ্যে মা। মা দেখছি ব্যাপারটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন এমনি করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। সুবর্ণা সানজিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এসো মা। (একটু পরে) তুমি নিরবকে ভুলে অন্যকে জীবন সঙ্গী করে সুন্দর জীবন বেছে নাও। আমার কলঙ্ককৃত ছেলের সাথে ভবিষ্যৎ

সংসার বাঁধলে তুমিও সুখি হবে না। আর নিরবের চিরদিন এই অপবাদে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিরবে নিঃশব্দে শ্রোতা হয়ে শুনে যেতে হবে। সানজিতা সুবর্ণার কথা শুনে বাড়ি ফেরার পথ ধরে। অন্য পথে লতা ও মৌরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ কি যেন মনে করে। লতা মৌরী একে অপরকে বলে আমাদের বুঝি নিরবকে নিয়ে বারাবারি হয়ে গেছে। 'ঠিকই বলেছিস বুবু এখন দেখছি না পেলাম আমি না পেলো সানজিতা। কেন যে এতো পাপের খেলায় মেতে উঠেছিলাম। এখন ভাবতেই লজ্জা হচ্ছে। মাঝখানে একটা ভদ্র মেয়েটাকে নিয়ে ছিনিমিনি করেছি।' মৌরীর কথা বলতে বলতে একটু হলেও অনুশোচনায় চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। বুঝা গেলো কখনো কখনো শত্রুদের মন পাথর হলেও গলে জল হয়ে যায়। 'আসলে এরা মানুষ ভালো কিন্তু এখন দেখিছ আমাদের ভালো দেখতে গিয়ে খারাপ হয়েছে আরও বেশি।'

নিরবের পাশের সিটে বসা হ্যান্ডসাম মাঝারী বয়সের একজন ভদ্রলোক মুখ আড়াল করে নিরবের কাগজ পড়ছিলো। ভদ্র লোকটি যে পত্রিকা ক্রয় করেছে নিরব ট্রেনে উঠার আগে ভদ্র লোকের ন্যায় ঐ একই পত্রিকা কিনে পড়ছিলো। নিরব পত্রিকার দিকে মন দিতে পারছিলো না। এর মধ্যে কি যেন নাম স্টেশনের সেখানে থেমে যেতেই ভদ্র লোকটি পত্রিকা হতে মুখ ঘুরিয়ে বাহিরে জানালা খুলে আসা যাওয়া স্টেশনে থাকা পথচারী ডেকে জানতে চাইলো পথচারীর উত্তর শুনে জানালা বন্ধ করে ভদ্র লোক একা একা বলছিলেন, 'যে যেমন পারে সে সেভাবেই সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের দেশের মানুষের বিবেক বোধ হয় কোন দিন পরিবর্তন হওয়ার নয়।' নিরব পাশ হতে সায় দিয়ে 'যথাযথ বলেছেন জনাব, এই যে এই যে জানালা খুলেছিলেন, জানালা যে খুলে রাখবেন তার আর উপায় নেই। দেখবেন হয় হাত ঘড়ি না হয় টাকা পয়সা ব্যাগ চুরি করে চম্পট। আমি একবার ভর্তির ব্যাপারে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে যাওয়ার পথে আমার টাকা পয়সা প্রবেশপত্র জামা কাপড়সহ সব খোয়া যায় যার জন্য আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।' ভদ্র লোক বললেন, 'তারপর আপনি কি করে বাড়িতে ফিরলেন? নিরব উত্তরে বলল, আর বলবেন, না আমার পরিচিত এক বন্ধু হতে ধার নিয়ে পরে ফিরেছিলাম। ভদ্র লোক নিরবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ যাবে কোথায়?' নিরব বলল, 'সেই বন্ধুর বাড়িতে। ওরা এখন কক্সবাজার থাকে ওর বাবা কক্সবাজারে ফিশারি ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন।' 'ও তাই' ভদ্রলোক একটু চুপ হয়ে গেলে নিরব পুনর্বার বলে আপনি কোথায় কি করেন?' নিরবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঢাকা চট্টগ্রাম কক্সবাজার সিলেটসহ বিভিন্ন স্থানে অনেক ব্যবসার সাথে জড়িত। এখন ঢাকা হতে সরাসরি কক্সবাজার আমার নিজস্ব বাংলোতে

ফিরছি। এর ফাঁকে মানিব্যাগ হতে একটা ভিজিটিং কার্ড বাহির করে নিরবের মুখের সামনে তুলে ধরলে নিরব হাতে নিয়ে কার্ড পড়ে, 'দেখছি আপনার তো অনেক ব্যবসা।' ভদ্রলোকটা হেসে আবার কাঁদকাঁদ স্বরে, 'তোমাকে কি বলবো আমি প্রায় ১৫/১৬ বছর সুইজারল্যান্ড আমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রথমত বিয়ে করে হানিমুন করতে পরে দেশটি ভালো লাগাতে থেকে যাই। তোমার আন্টি একজন উচ্চ শিক্ষিত আমিও অবশ্য কম ছিলাম না। যাই হোক সুদীর্ঘ ১৫/১৬ বছর থাকার পর আমাদের যখন ছেলে সন্তান হলো না তখন দেশে এসে মানুষের জন্য কিছু কাজ করবো এই ভেবে চলে এলাম। তোমার আন্টি একদিন আমাকে বললেন, 'দেখো বসে না থেকে কোন এক নিরিবিলি শহরে গিয়ে ছোট একটা জায়গা ক্রয় করে সেখান হতে ছোটখাটো ব্যবসা করবো এবং অন্যান্য সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে সময় কাটিয়ে দেবো।' আমিও ভেবে মত দিলাম এবং কক্সবাজারকে নির্বাচন করে সবার অজান্তে চলে এলাম। যথারীতি একটা জায়গা পেলাম তা ক্রয় করে বাড়িও বানালাম এবং বসবাসও শুরু করে দেই। এর মধ্যে একদিন আমি ও তোমার আন্টি সকাল বেলাতে সাগরের পার দিয়ে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম কয়েকজন ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ঢেউ ভেসে আসা বিভিন্ন রঙের শামুক বা ঝিনুক কুড়াচ্ছে। তা দেখে তাদের কাছে গিয়ে তোমার আন্টি একমুঠো শামুক বা ঝিনুক তুলে বলল, 'দেখ দেখ শফিক। (আমার ডাক নাম শফিক) ইচ্ছা করলে এসব দিয়ে মালা পুতুল আর ঘর সাজানোর সরঞ্জাম তৈরি করে বিক্রি করা যায় কিন্তু।' আমি সম্মত হলাম এবং ব্যবসাও শুরু করলে বেশ প্রফিট আসতে থাকে আবার তোমার আন্টি চিন্তা করে সমুদ্রের মাছ আহরণ করে শুকিয়ে শুটকি বানিয়ে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করা যায়। ট্রেন ঝিকঝিক করে চলতে থাকে আর নিরব মনোযোগের সাথে কথা শুনছিলো। আবার শফিক সাহেব শুরু করল, 'দেখো তোমার নাম যেন কি?' নিরব বললো, 'আমার নাম নিরব।' শফিক বলল, 'ও আচ্ছা।' তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, ব্যবসা ৫/৬ বছরের মধ্যে বিরাট অংকের মুনাফা অর্জন হয়। আমাদের ছেলে মেয়ে হয় না বলে বিভিন্ন স্থানে জায়গা ক্রয় করে এতিমখানা খুলে এতিমদের পড়ালেখা সেই সাথে নিজেরা যাতে কর্মসংস্থান করে স্বাবলম্বী হতে পারে। তাদের জন্য তোমার আন্টি যেখানে যে জিনিসের প্রাপ্তিতা রয়েছে যেমন সিলেটে বেত, টাঙ্গাইল মধুপুরের আনারসের জুস ফ্যাক্টরি, শফিপুর বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি ডালি তৈরি টাঙ্গাইল পাথরাইলে তাঁতের শাড়ি তৈরি, রাজশাহী সিল্ক, কাতান শাড়ি; ঢাকা ডেমরা, মিরপুর, সোনারগাঁ এই সকল জায়গাতে কাপড় তৈরি আরও অনেক স্থানে ছোট ছোট করে এতিমের মাধ্যমে কাজ করান। তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি এই সব কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব

করে। আমাদের কিছু পয়সা আসে খেয়ে পড়ে কাজ কর্মের মাধ্যমে জীবন উপভোগ ভালোই করছিলাম। আমি আর তোমার আন্টি ঐ সকল কাজ দেখাশুনার এক পর্যায়ে একজন মাওলানার সাথে সাক্ষাত করি। মাওলানা সাহেব বলে, 'তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস কর তবে তোমাদের বাচ্চা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আমি যেভাবে চলতে বলবো সেভাবে চলতে হবে নচেৎ ঝুঁকি রয়েছে।' মাওলানা সাহেবের কথা বার্তা শুনে পাগল হয়ে গেলাম। মওলানা সাহেব আমাকে দাওয়ায় ও পানি পড়ে দিলেন আমরা সেভাবেই সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে শুরু করে দেই। যদিও প্রথমত আমি রাজী ছিলাম না এই দীর্ঘ দূরত্বের জন্য কিন্তু তোমার আন্টির পীড়াপীড়িতে আল্লাহর রহমতে তোমার আন্টির গর্ভে সন্তানের লক্ষণ দেখা দেয়। (নিরব মনে মনে ভাবছে উনি এসব কথা আমার কাছে বলছেন কেন আর আমি বা শুনছি কেন আমার তো এসবের শোনার প্রয়োজন নেই।) অন্যপক্ষে শফিক সাহেব চিন্তা করছেন এই ছেলেটি আমার কে যে তার কাছে আমার জীবন বৃত্তান্ত বলছি। না ছেলেটিকে দেখে কেন যেন বড়ই আপন মনে হচ্ছে। কি হবে বললে বলতে যখন শুরু করেছি শেষ করে দেই। আরেক দিকে নিরব ভাবল উনার কথা যখন শুনছি বলুক না আমার কাছে যদি উনার কথা বলে শান্তি পায়। এক সময় নিরবকে, 'তুমি কি বাবা আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছো?' নিরব বলে, 'না না আপনি বলতে পারেন।' শফিক একে একে সব কথাই বললেন নিরবের সাথে। আন্টি হঠাৎ একদিন সিঁড়ি হতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে অনেক রক্তক্ষরণ হলো এতো রক্তক্ষরণ হলো যে হসপিটালে নিতে নিতে আর বাঁচানো গেলো না। জানা গেলো সিঁড়িতে যখন পিছলে পড়েছিল তখন প্রচণ্ড মাথাতে আঘাত পেয়েছিলো (শফিক সাহেবের চোখের পাতা ভিজে গেলো, বলতে বলতে কথা থেমে গেলো)। এই দুটি আঘাতে বাঁচানো যায় নাই। আমার জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে যেন পৃথিবী আকাশ বাতাস সব মাথার উপর ভেঙে পড়লো। তারপর এখানে কিছুদিন থেকে মন ভালো লাগলো পুনরায় সুইজারল্যান্ডে চলে যাই আবার সাত বছর থেকে সুইজারল্যান্ড হতে সব কিছু বিক্রয় করে এই আজ দেশের মাটিতে ফিরে এলাম। এখানে যা কিছু ছিলো আমার এক আত্মীয়র কাছে রেখে যাই। জেনেছি ভালোই চলছে।

কথা শেষ হতে না হতে কক্সবাজার পৌঁছে গেল। এখন শফিক সাহেব আর নিরবে এই দুইজনের দুদিকে গন্তব্যের পথে পা বাড়ালেন একজনের নিশ্চয়তার বাড়ি আরেকজনের অনিশ্চয়তার পথ অতিক্রম করতে হবে। জানি না কবে কখন কতদিনে গন্তব্যের নীড় নিরব খুঁজে পাবে। নিজেই জানে আপাতত কোনোমতে একটি হোটেল খুঁজে নিয়ে উঠলো। তারপর খানিক অবসর গ্রহণ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে হোটেলের নিচেই খাওয়া-দাওয়া

সেরে বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে রওনা হলো। কারণ নিরব ভাবলো যে পয়সাকড়ি আছে তা দিয়ে খাওয়া ৮/১০ দিন চলতে পারে আর হোটেলের ভাড়া দিলে মাত্র ২/৩ দিন থাকা যাবে। কাল আমাকে অবশ্য এর মধ্যে একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে। দেখি বন্ধুর বাড়ির পথে রওনা দেই। বন্ধুর বাড়ির ঠিকানা অনুসারে এসে খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে এখন যারা বাড়িতে অবস্থান করছে তাদের দরজাতে নক করে জানতে পারি তাদের কাছে এ বাড়ি বিক্রয় করে তারা আমেরিকায় ডিবি লটারি পাওয়ায় চলে গেছে। লোকটার কথা শুনে আকাশ হতে মুহূর্তের মধ্যে বজ্রপাত হয়ে মাথা দ্বিখণ্ডিত হলো। এখন উপায়? আর কোনো চেনাজানা কেউ নেই কক্সবাজারে। বন্ধু আমেরিকায় গেছে আমায় একটু জানালো না। দেখা যাক পথে যখন নেমেছি আর মেধা যখন আছে হয়তো এ দিয়ে কোনো না কোনো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হতাশ আর কষ্ট পাওয়ার কোনো কিছু নেই জীবনে যা পাওয়ার পাওয়া হবে আর যা ঘটবার তা ঘটবে। বন্ধুকে না পেয়ে অবশেষে প্রতিদিন হোটেল হতে চাকরির খোঁজে বাহির হতে হয়। কিন্তু কোনো চাকরি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ছোট শহর বলে তাছাড়া একমাত্র সিপিং এর চাকরি পাওয়া ছাড়া দেখা যাক। পকেটের পয়সা আস্তে আস্তে কমতে থাকে একদিন হোটেল ছেড়ে রাস্তাতে নামতে হলো হাঁটতে হাঁটতে বেশ দূরে প্রায় সাগর ঘেঁষা মসজিদ, যোহরের ওয়াক্ত ক্ষুধাও লেগেছে। কী দেখি নামাজ পড়ে তারপর না হয় খাওয়া সেরে কোন একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আযান হয়ে গেলো নামাজ, খাওয়া, দাওয়া কোনোভাবে ডাল ভাত দিয়ে সারা হলো। পূর্বেই দেখেছিলাম মসজিদের কোণাতে কয়েকটি বেডিংপত্র মনে হয় এখানে হুজুররা রাত্রিতে নিদ্রা যাপন করেন আমি তো কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি এবং তাবলিকে গিয়ে কীভাবে তালিম করতে হয় তাও জানি। কাজেই মনে হয় এখানে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব এবং যতদিন চাকরি না হয় থাকাও মনে হয় যাবে। মসজিদের পাশে বারান্দাতে দীর্ঘক্ষণ আমাকে বসে থাকতে দেখে এক হুজুর এসে বললেন, 'এখানে আপনি যোহরের নামাজ পড়ার পর ঐ হোটেল হতে খেয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। হুজুরের কথার উত্তরে নিরব বলল, জি হুজুর আপনি ঠিক ধরেছেন এবং ইতোপূর্বে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা যা সত্য খুলে বললেন। হুজুর নিজের মুখেই বললো নিরবকে 'এখানে এই বারান্দাতে তুমি থাকতে পারো যদি তোমার কষ্ট না হয়।' 'কি যে বলেন হুজুর' হুজুরকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে উঠতে, নিরবে উদ্দেশ্যে সুন্দর বলেন তবে একটা শর্ত আছে তা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে এবং তুমি যখন মুসলমান কুরআন, তো অবশ্য জানো তা প্রতিদিন ফরজ নামাজের পর তেলাওয়াত করতে হবে। নিরব বলল, 'আমি একজন তাবলিগ করা ছেলে

তাছাড়া আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে এসেছি হয়তো কিছু দিনের মধ্যে রেজাল্ট হলে অবশ্য যে কোনো জায়গাতে ভালো একটা সরকারি চাকরি হয়ে যাবে।' হুজুর বলল, বেশ তাহলে ভালো। তবে তোমাকে আরেকটি কথা বলি এই মসজিদ তো একজনের অনুদানে চলে অবশ্য উনি এখন বিদেশে তবু আমাদের কোনো কিছু অপূর্ণ রাখেন নাই। নিয়ম মত মাসে মাসে পেয়ে থাকি সব। এখানে যতদিন থাকবে তোমার খাওয়া দাওয়ার সমস্ত দায়িত্ব মসজিদের পক্ষ হতে বহন করা হবে। এখানে বলতে পারো বেকার অসহায় দুস্থ মানুষের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। জাস্ট লঙ্গরখানার মতো। হুজুর সাথে করে নিয়ে নিরবের জায়গা দেখিয়ে দিলে নিরব ভাবে হায় আল্লাহ যার বাবা নাকি বছরে না হলে কোটি টাকা ইনকাম করে, যার ভাই নাকি একজন প্রফেসর তার ভাই এখন একটি মসজিদের লঙ্গরখানায় আশ্রিত। সবই হলো আমার ভাগ্যের সাথে নির্মম পরিহাস। ভাবী, মৌরী আমি কি তোমাদের পাকা ধানে মই দিয়েছিলাম যে তোমরা আমার সাথে এমন নোংরা খেলায় মেতে উঠলে? আমাকে ঘর ছাড়া করলে সানজিতা হতে দূরে সরিয়ে দিলে। কথায় আছে না যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছেন। এসো দেখে যাও আল্লাহ তালা সম্মানিত স্থানে মসজিদে আমাকে থাকার জন্য আশ্রয় দিয়েছেন। আজ বুঝলাম সত্য কোনোদিন অসত্য হয় না। সত্য এবং ন্যায় পথে চললে অবশ্য অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করে থাকেন সাময়িক অসুবিধা হলেও। মা, সানজিতা আমি ভালো আছি তোমরা আমার জন্য দোয়া করো আমি একদিন সেই ভাবেই ফিরে আসবো হয়তো সেদিন তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে কি না। এতক্ষণে হুজুর চলে গেলেন আমি হুজুরের নির্দেশিত পথে তার কথা রক্ষা করে চলতে থাকলাম। হুজুর আমার ভদ্রতা দেখে ভীষণ খুশি। মাঝে মাঝে আমার কিছু জানার হলে জেনে নেই এবং হুজুরের কোন কিছু জানার থাকলে জেনে নেন। আমি এখানে থাকা অবস্থাতে চাকরি খুঁজতে থাকি। এ অবস্থায় মানে সায়লার স্বামীও এসে খবর দিয়েছে ওর ছেলে সন্তান হয়েছে এবং বড় ভাইয়ের স্ত্রী লতার মেয়ে হয়েছে। সবাই খুশি। ইতোমধ্যে মৌরী তাদের নিজের বাড়ি ফিরে গেছে। যাবার সময় ওর বুবু লতার কাছে নিরবের জন্য পত্র লিখে গেছে। অন্য দিকে সন্তানের কথা ভেবে নিরবের মা প্রায় প্রায় অসুস্থ হয়ে থাকে। কারণ ছোট ছেলে হিসাবে নিরবকে মা অনেক ভালোবাসেন। এরই মাঝে আরেকটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে। যা শুনে সকলেই আৎকে উঠবেন তা হলো সানজিতার। সানজিতা এখন ইউএসএ বাবা মা বোন সুকলাসহ অবস্থান করছে। সানজিতা কলেজে যাবার পথে রিকসার সাথে লড়ির ধাক্কা লেগে এক্সিডেন্ট হয় এবং মুখে শরীরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ঢাকার হসপিটালে ভর্তি হলে ডাক্তাররা সাময়িক চিকিৎসা দিয়ে সামান্য সুস্থ করে

উন্নতমানের প্লাস্টিক সার্জারির জন্য উন্নত দেশে যে ৯০% পার্সেন্ট মুমূর্ষু রোগী ভালো হয় সেই দেশে নেওয়ার কথা বললে সানজিতাকে সে দেশে মানে ইউএসএ নেয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, এই সকল বিন্দুবিসর্গ কিছু নিরবের কর্ণপাত হয়নি মানে জানে না বা বাড়ির কেউ বোধ হয় জানে না। পক্ষান্তরে নিরবের মসজিদের আশ্রয়ে কেটে যায় বেশ কিছুদিন। হঠাৎ একদিন ভোর বেলায় একটা সাদা গাড়ি এলে হুজুর এগিয়ে এসে ছালাম বিনিময় হয়। তারপর শুধু এতটুকু শোনা গেলো যে মসজিদের সব ঠিকঠাক চলছে তো আমি এতো দিন না থাকায় আপনাদের কোন অসুবিধা হয়নিতো? 'না ভাই আপনার ইচ্ছাতে আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো অবস্থাতে রেখেছেন। হুজুরের কথা শেষ হতে না হতে আলহামদুলিল্লাহ শুনে খুশি হলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সামনে এই মসজিদকে ঘিরে অনেক কাজ বাকী রয়েছে যা আপনাদের সহযোগিতায় সেরে নিতে চাই।' হুজুর বললেন, 'অবশ্যই।' বলতে বলতে ফজরের আযান হয়ে গেলো। কিন্তু নিরব মসজিদে একত্রে শফিক সাহেবের সাথে নামাজ আদায় করেও শফিক সাহেবকে দেখতে পায় নাই। নামাজ শেষে মসজিদ হতে সকলেই বেরিয়ে যায়। এসময় ভিড়ের মধ্যে শফিক সাহেবও চলে গেলেন। নিরব নিরবে ভাবতে থাকে এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা, এই মসজিদের জন্য এতো দান করেন সেই লোকটার সাথে দেখা হলো না এ কেমন বিষয়। যাক আবার হয়তো কোনো দিন আসবেন। ততদিন কি আর আমার এখানে থাকা হবে। দেখা যাক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শফিক সাহেব গাড়ির পিছনে পিছনে প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে হাঁটতে থাকেন। নামাজিরা যার যার মত চলে গেছেন বাড়ি বা অন্য কোথাও। হঠাৎ রাস্তা ফাঁকা। নিরবের চলার পথে একটু সামান্য দূরে হলেও চিন্তা হলো হঠাৎ কেন গাড়িটা চলন্ত অবস্থাতে বাঁদিকে চাপিয়ে থেমে গেলো। লোকটারতো আবার কোন অসুখ বিসুখ নেই তো। এই ভেবে দৌড়ে দৌড়ে দ্রুত কাছে এসে দেখতে পায় যা চিন্তা করছিলাম সেই কাজ। লোকটার গাড়িতে কালো গ্লাস লাগানো ছিলো তবু কোনভাবে নিরব দেখতে পারে যে লোকটা বুকে হাত দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছিলো। নিরব কালবিলম্ব না করে ড্রাইভিং দরজা খুলতেই দেখে সেই ট্রেনের ভদ্রলোক শফিক সাহেব এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। শফিক নিরবকে দেখে চিনতে পেরে বলে, 'বাবা তুমি আমাকে কয়দিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখো আমার স্ত্রীর অনেক অসমাপ্ত কাজ রয়েছে যা না করে মরে গেলে সে সব আর হবে না। 'না আপনি চিন্তা করবেন না আমি থাকতে আপনার আল্লাহর রহমতে কিছু হতে দেবো না।' শফিক সাহেব আবার বুক চেপে কষ্ট করে ধরে রেখেছেন, 'বাসা হতে ইনহেলার আনতে ভুলে গেছি কে জানে এখন এই মুহূর্তে এমন অবস্থা হবে।'

নিরব শফিক সাহেবকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যতটুকু পারেন চেষ্টা করে নিঃশ্বাস নিতে থাকুন। 'এখানে হসপিটাল কোথায়' হাত দিয়ে দেখিয়ে রোড নাম্বার জায়গার নাম কোন ভাবে বলে দিয়ে নিরবে কথা মত জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে। নিরব কোনভাবে বাম পাশের সিটে সরিয়ে নিরব নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে দ্রুত হসপিটালের সামনে এসে গাড়ি হাকিয়ে স্ট্রেচার নেওয়ার জন্য চলে যায়। কোনভাবে স্ট্রেচারে উঠিয়ে রিসিভশনের সামনে গিয়ে বলে, দ্রুত উনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।' শফিক সাহেবকে ডাক্তার নার্সরা দেখে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউতে নিয়ে যায়। নিরব মনে মনে আল্লাহ ডাকতে থাকে আর বলতে থাকে হে আল্লাহ যার কেউ নেই তার তুমি আছো আল্লাহ উনি যেন ভালো হয়ে যায় এবং উনার মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য তৌফিক দান অবশ্যই করবেন। অন্য দিকে রোগীদের হইহুল্লোড় সকালের ভিজিটরদের আসা যাওয়া আবার কেউ কেউ রোগীদের সাথে থেকে রাত্রি যাপন করেছে তারা বদলি অন্য প্রতিনিধি রোগীদের দেখবাল করতে এসে উপস্থিত হয়েছে তার উপর ডাক্তার নার্সদের এদিক সেদিক ছোটাছুটি তো রয়েছে। আইসিইউএর সামনে প্রায় ২/৩ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এর মধ্যে শফিক সাহেবকে স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে বেডে দিয়েছে। আইসিইউ হতে বেরিয়ে এসে নিরবকে ডাক্তার সাহেব জানালেন আপনার পেসেন্ট সুস্থ আছে ওয়ার্ডে গিয়ে দেখতে পারেন ৪০৩ নাম্বার। নিরব ডাক্তার সাহেবের মুখে শুনে আল্লাহর কাছে দুহাত উঠিয়ে প্রার্থনা করে, আল্লাহ তুমি একমাত্র বান্দাদের আশ্রয়ের স্থল তুমি যে এদের মাধ্যমে সুস্থ করে দিয়েছো তোমার নিকট হাজার শুকরিয়া। কালবিলম্ব না করে ৪০৩নাম্বার ওয়ার্ডে গিয়ে দেখতে পাই নার্সের সাথে কথা বলছেন। নিরবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে 'এসো বাবা বসো।' এর মধ্যে ডাক্তার সাহেব এসে বললেন, 'কেমন লাগছে বড় ভাই।' আপনাদের পরিশ্রম এবং দোয়া। ডাক্তার পুনরায় বড় ভাই আমরা তো শুধু চিকিৎসা করে সুস্থ করেছি বাকী বাঁচিয়ে রেখে আল্লাহ আর সময়মত এই ছেলেটির নিয়ে আসা। 'আপনি কিন্তু আজ এখান হতে ছুটি পাচ্ছেন না। আজকের দিন রাত্রিটা আমাদের অবজারবেশনে থাকতে হবে।' নিরব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো কোন সমস্যা নেই যতদিন সুস্থ না হয় ততদিন রাখবেন। আমি আছি সর্বক্ষণ, ডাক্তার হেসে বলে 'উনি আপনার কি হয়? নিরব কেউ না তবে আমার প্রিয় শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ। ডাক্তার সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে নার্সকে সব বুঝিয়ে চলে গেলেন। ইত্যবসরে নিরবকে শফিক সাহেব কাছে ডেকে পকেট হতে চাবী বাহির করে নিরবের হাতে দিয়ে 'তুমি এখনি গাড়ি নিয়ে আমার বাড়ি যাবে এবং ওখানে আমার বাড়ির কেয়ারটেকার মোবারক আছে ওকে আমার কথা বলে দুতলাতে গিয়ে দেখবে আমার বেডের

মাথার কাছে একটা আলমারি রয়েছে তা তুমি খুলে আপাতত লক্ষ খানিক টাকা নিয়ে আসবে।' নিরব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে শফিক বলে, 'কি দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভাবছো তোমাকে দুদিনের পরিচয়ে এতটা বিশ্বাস করছি কি করে? শফিক সাহেব পুনর্বার নিরবকে বলল, 'বাবা নিরব আমাদের ব্যবসায়ী জহরীর চোখ মানুষ দেখেই চিনতে পারি। তুমি যাও দেরী করো না তুমি আমার কাছে থাকলে ভালো লাগে।' নিরব কোন কথা না বাড়িয়ে চলে যায়। গাড়ি নিয়ে যাবার পথে মসজিদের হুজুরের নিকটে সব বলে যায়। হুজুর মানে ইমাম সাহেব অন্যান্য কয়েক মুসল্লি নিয়ে তাৎক্ষণিক শফিক সাহেবকে দেখতে হসপিটালে ছুটে আসেন। শফিক সাহেব এবং তার স্ত্রী যেখানে যা কিছু করেছেন সে সব কর্মচারীরা ভালোবাসেন। যদি শফিক সাহেবের এই অসুখের কথা ওদের কানে পৌঁছে সব স্থান হতে ঝাঁকে ঝাঁকে কর্মচারী ছুটে আসবেন কিন্তু না কাউকেই জানানো হলো না এই ভেবে যে কাজের ক্ষতি হবে। যাই হোক নিরব যথারীতি ঠিকানা মোতাবেক শফিক সাহেবের বাড়ি পৌঁছে গেলো। বাড়ির চারিপার্শ্বের অবস্থান কারুকার্য দেখে ভাবতে থাকে যেন কোনো শিল্পীর স্পর্শে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করছে। যেন আল্লাহ তায়ালার নিপুণ কারিগরের ছোঁয়াতে শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলে আওয়াজ ভেসে আসছে। নিরব মোবারককে ডেকে নিয়ে বিস্তারিত জানায় সঙ্গে করে নিয়ে বেডরুমে গিয়ে মোবারককে সাক্ষী মেনে ড্রয়ার হতে এক লক্ষ টাকা বের করে শফিক সাহেবের প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় একটা এটাচির মধ্যে নিয়ে প্রায় সবকটি দরজা বন্ধ করে মোবারককে সঙ্গে করে নিয়ে হসপিটালে আসে। ফিরে আসার পথে মোবারক তার ছেলে আব্দুল্লাহকে ডেকে গেট পাহারার জন্য বলে আর বলে কেউ যেন প্রবেশ না করতে পারে। 'জ্বি আচ্ছা বাবা।' নিরব ফিরে আসার পথে মসজিদ হতে তার নিজেরও একটি শার্ট ও প্যান্ট নিয়ে আসে। যদি দুএকদিন থাকতে হয়। এ অবস্থাতে হসপিটালে তিন দিন থেকে রিলিজ নিয়ে নিরবকে সঙ্গে করে শফিক সাহেবের বাসাতে নিয়ে যাবার পথে মসজিদ হতে নিরবের যা যা রয়েছে নিরবের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শফিক সাহেবের হুকুমে নিয়ে যেতে হলো। ইতোমধ্যে তো আরও অনেক কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে। এই কয়েকটি দিনের পরিচয়ে নিরবের প্রতি শফিক সাহেবের এতোটাই বিশ্বাস জন্মেছে যে রীতিমত ছেলের মর্যাদা যেমনটি একজন মানুষ পায় নিরব তার চেয়েও বেশি পেতে শুরু করেছে। শফিক বর্তমানে অনেকটা সুস্থ। মোবারক আর নিরবের সেবায় আরও সুস্থ হলেন। অন্য দিকে নিরবের বিসিএস পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। শুধু শিহাব খোঁজ নিয়ে জেনেছে এবং সায়লার কান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। খুব খুশি ওরা তিন জন এবং সায়লার শ্বশুর ও শিহাব সানজিতাদের বাসাতে গিয়ে ব্যর্থ। কারণ

ওরা সকলেই দেশের বাহিরে। সে যাক নিরব তার রেজাল্ট পেয়ে শফিক সাহেবকে জানাতেই অত্যন্ত খুশি হয় এবং আল্লাহর কাছের প্রার্থনা জানায় যেন নিরব ছেলেটা আরও বড় হয়। নিরবের রেজাল্টের উপলক্ষে শফিক যে সকল প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার রয়েছে তাদের টেলিফোনের মাধ্যমে তারিখ উল্লেখ করে আমন্ত্রণ জানানো হলে তারা সেদিন সেই আমন্ত্রিত তারিখে যথারীতিভাবে উপস্থিত হন নির্ধারিত স্থানে। শফিক সাহেব ঘোষণা করেন, 'আজ হতে সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য আমার এই ছেলে দেখভাল করবে এবং আমার স্থলভুক্ত করে এমডি পদে আসীন করলাম। ওর নাম নিরব। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।' কে আর কি বলবে মালিক যা বলে তাই হবে কারণ ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান শফিক সাহেবের মধ্যে আমাদের কি বলার আছে। নিরব কিছু বলতে যাবে শফিক সাহেব থামিয়ে দিয়ে সকলকে আহ্বান জানালেন লাঞ্চ সেরে ফেলার জন্য। সকলে লাঞ্চ সেরে একের পর একজন করে শফিক ও নতুন ঘোষিত এমডি নিরবের হতে বিদায় নিলো। নিরব ভাবতেও পারেন নাই রাস্তা হতে তুলে এনে এতো বড় গুরু দাযিত্ব তাকে দিবে। ভাগ্যিস ট্রেনে পরিচয় হয়ে ছিলো শফিক সাহেব তার নিজের রুমে যাওয়ার আগে নিরবকে জানিয়ে গেলো আগামীকাল হতে আমার অফিসে বসে সকল কিছু পরিচালনা তুমি করবে কেমন।' আমার ছুটি। নিরবও একেবারে অপ্রস্তুত ছিলো এবং কানের পাতা দিয়ে গরম হাওয়া বের হতে লাগলো। যাই হোক সব কিছুই হয়ে গেলো ভালোয় ভালোয় নিরব শফিক সাহেবের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে ভীষণ নিখুঁতভাবে চালাতে থাকে। শফিক ভীষণ খুশি। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান উন্নত হতে উন্নতির শীর্ষে উঠে গেলো যেন শফিক সাহেবের স্ত্রীর মত যেখানে হাত দেয় সেখানেই সোনা ফলে। যাই হোক এভাবে চলে গেলো মাসের পর মাস বছরের পর বছর। এই কয়েকটি বছর কেটে গেলো কিন্তু কারো সাথে দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ একদিন টেলিফোন এলো শফিকের মামাতো ভাই আকতারুজ্জামান হতে যে, তারা সপরিবারে বেড়াতে কক্সবাজার আসবে। শফিক সাহেব নিরবকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলো যে তার মামাতো ভাইয়ের সপরিবার আসবে তাই যেন সাগরের কূল ঘেঁষা রিসোর্ট প্রস্তুত করে যা যা প্রয়োজন ক্রয় করে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। নিরব সকল পুরাতন আসবাবপত্র বাধ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রিসোট মনের মাধুরী মিশিয়ে রাঙায়ে তুললো এ যেন এক অন্য জগত। ভিন্নভিন্ন ঝাড়বাতি ভিন্ন কালারের লাইটিং একদম গেট হতে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত। একেক কামরাতে একেক ধরনের জানালা দরজারের পর্দা যেন বিশাল যজ্ঞ। দুদিন যাবত অফিসের কাজ ম্যানেজার হাতে দিয়ে নিরব শফিক সাহেবের হুকুমে সমাপ্ত করে দিলো। শফিক সাহেব দুদিন পর নিরবকে নিয়ে

রিসোর্ট দেখতে এসে খুবই বিস্মিত হলেন। নিরবকে ডেকে বলল, দু'দিনের মধ্যে এত কি করে সম্ভব হলো নাকি তোমার কাছে জাদুর পরশ পাথর রয়েছে। (নিরবের ঘাড় চাপরে) অসম মাই বয়।' নিরব মৃদু হেসে বলল, 'এখন চলুন আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। বাসায় ফিরতে হবে। খাওয়া সেরে ঔষধ খেয়ে রেস্ট নিবেন। আপনার মামাতো ভাইয়ের ফ্যামিলির জন্য যেখানে যা করতে হয় আমি সেখানে সেইভাবে করে দিবো যাতে আপনার মাথা হেড না হয়। শফিক জানালো আমার মামাতো ভাইয়ের বড় মেয়ের হঠাৎ একটা দুর্ঘটনাজনিত কারণে সপরিবারে ইউএসএ কয়েক বছর থেকে গত কয়েক দিন দেশে ফিরেছে সম্প্রতি, ছোট মেয়ের বিয়েও সম্পন্ন হয়েছে। তাই বুঝি ইচ্ছা হয়েছে এই কক্সবাজার বেড়াতে আসার। নিরব প্রশ্ন করলেন বড় মেয়ের কথা শেষ হতে না হতে টেলিফোন বেজে উঠে শফিক যেতে যেতে বলল, না বড় মেয়ে রেখে ছোট মেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।' বাকী তোমাকে অন্য দিন জানাবো। নিরব চুপচাপ তার নিজের কক্ষে যেতে উদ্যত তাৎক্ষণিক শফিক সাহেব তার কামরা হতে ফিরে বলে, নিরব সাংঘাতিক একটা কাণ্ড কারখানা ঘটে গেছে। সিলেটের চা বাগানের শ্রমিকদের দুপক্ষের সংঘর্ষে অনেকেই নাকি আহত হয়ে চা বাগানের কাজ বন্ধ করে রেখেছে। শফিক সাহেব, 'কি করি।'

আপনি উদ্বিগ্ন হবে না ওদের দুপক্ষের লিডারের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো। আমি গিয়ে দেখি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় বিষয়টি মীমাংসা করার (বলে নিরব যেতে)।' শফিক সাহেব বললেন, তুমি যাবে এদিকে এতদিন পর পরিবারের মামাতো ভাই ভাবী মেয়েরা আসছে নিরব বলল, আপনি ভাববেন না আমি তো উনাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা রেখেছি তারপর ম্যানেজার সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবো আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে।' শফিক সাহেব বললেন, 'আচ্ছা তাহলে তুমি যাও। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ঘণ্টা খানিক আছে সিলেটের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট ছাড়ার তুমি এই ফ্লাইটে যেতে পারবে আমি টিকেট বুকিং দিয়ে রাখছি। যাও যাও তবে দেরী করো না।' নিরব বিলম্ব না করে চলে যায়।

একদিন হঠাৎ সানজিতাদের বাড়ির কেয়ার টেকার মাহমুদের সাথে দেখা হয়। কি কারণে এসেছে শহরে সব জানা গেল ওর মুখে। শিহাব আরও জানতে পারে সানজিতারা ইউএসএ হতে ফিরে সুকলাকে বিয়ে দিয়েছে। শুনলাম সানজিতা নাকি বিয়ে করবে না কখনো কোনোদিন। কথাগুলো সায়লার কাছে বলছিলো। সায়লা উত্তরে বলল, 'সুকলার বিয়েতে আমাদের একটুও জানালো না।' উত্তরে শিহাব বলে, 'তোমার ভাবী ওদের কি প্রশংসার কাজ করেছে

তাতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।' তা ঠিকই বলছো তবে এর জন্য বড় ভাবী আর তার বোন মৌরী দায়ী।' শিহাবকে উদ্দেশ্য বলে, করে একবার যাও না তাদের বাসায় ওরা কে কেমন রয়েছে জেনে আসতো। আর হ্যাঁ ভালো মিষ্টি নিয়ে যেও, ইতোমধ্যে সায়লাদের গাড়ি হয়েছে বাড়ি হয়েছে তাছাড়া কোন কিছুর অভাব স্পর্শ করতে পারে না। ছেলেটাও ফুটফুটে সুন্দর, মায়াবী চোখ, সকলে বলে ওর ছোট মামা নিরবের মতো হুবহু দেখতে। যাই হোক হতে পারে একজন আরেকজনের রূপে আসতে পারে। জানা যায় পৃথিবীতে সাত ব্যক্তির রূপ প্রায় কাছাকাছি একই রকম হতে পরে। শিহাব এই ফাঁকে সানজিতাদের বাসাতে নিজের গাড়ি নিয়ে আসে কলিংবেল চাপলে মাহমুদ দরজা খুলে দিয়ে বলে, আরে শিহাব ভাই আসুন আসুন।' শিহাব মাহমুদের হাতে মিষ্টি দিয়ে প্রবেশের মুখে সানজিতার মা লিলি চৌধুরী মাহমুদকে অপর প্রান্ত হতে বলে, 'কে রে মাহমুদ?' খালাম্মা শিহাব ভাই নিরব ভাইয়ের বোনের স্বামী।' একটু বিরক্ত কণ্ঠে 'আচ্ছা বসতে বলো।' সানজিতার বাবা আক্তারুজ্জামান পানি উন্নয়ন বোর্ডের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে এখন একটা পার্টটাইম এনজিও প্রতিষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করার জন্য জব করছেন, তিনি সেখানেই গিয়েছেন। আর সুকলা তো শ্বশুর বাড়ি। সানজিতাকে নিয়ে লিলি আক্তার বাসায়। সানজিতার মা লিলি চৌধুরী আসবে কি আসবে না মনে মনে ভেবে তবুও এলেন। এসে বসতে না বসতে মুখের উপর অপমানজনক কথা ছুড়ে দিলেন আর শিহাব বসে প্রথমত হজমকর ছিলো। পরক্ষণে শিহাব দাঁড়িয়ে লিলি চৌধুরীর প্রতিটি কথার জবাব দিয়ে বেরিয়ে আসতেই সানজিতা এসে উপস্থিত। সানজিতাকে দেখে শিহাব দাঁড়ায়। সানজিতা ড্রয়িং রুমে আসার পথে খুড়িয়ে খুড়িয়ে আসছিলো এবং মুখের কিছুটা পরিবর্তন সানজিতা শিহাবকে পুনরায় বাজাবাজি গলাতে বসার আহ্বান জানিয়ে সানজিতা সোফাতে বসে পড়ে। কারণ সানজিতা বেশ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ডাক্তার বলেছে আরও বছর খানিক লাগবে সব কিছু স্বাভাবিক পর্যায়ে আসার। সানজিতা নিরবের বাড়ির সকলের কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেই লিলি চৌধুরী বললেন, 'কেমন আর থাকবে আমার মেয়ের সর্বনাশ করে দিব্যি ছেলেদের বৌ নিয়ে ভালো আছেন।' শিহাব আর চুপ থাকতে পারলো না। দেখুন সানজিতা আপনি তো সব আগের ঘটনা জানেন এবং নিরব যে রাত্রি বাড়ি হতে চলে গেছে তারপর আর এ যাবত ফিরে নাই কেউ কোনো সন্ধানও দিতে পারে নাই। বেঁচে আছে কি না মরে গেছে সে খোঁজটুকুও পাওয়া যায়নি। শিহাবের মুখে নিরবের মরে যাওয়ার কথা শুনে সানজিতা আঁতকে উঠে নড়েচড়ে বসলো। তারপর আবার শিহাব বলতে শুরু করে যে নিরবের বড় ভাইয়ের স্ত্রী আর তার শালিকা মৌরীর উদ্ধত ব্যবহারের জন্য আমাদের

জীবনে আমাদের মধ্যে বড় এক পাহাড় এসে দেওয়াল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলো। নিরবের মা শয্যাশায়িত। বাবা লুৎফর সাহেব ছেলেহারা বেদনায় মুমূর্ষু রোগী। এছাড়া তোমার অবস্থার কথা শুনে আরও ভেঙে পড়েছিলেন। সানজিতার কাছে বসে লিলি চৌধুরী কথাগুলো শুনছিলেন। পরক্ষণেই বলে নিরব হয়তো কোথাও গিয়ে বিয়েসাদী করে সংসার করছে। সঙ্গে সঙ্গে বলে, এমন ছেলে নিরব নয় কারণ ওর জন্মের পর প্রাইমারি হতে এক সাথে আমার পথচলা ও এমন কোনো কাজ করবে না যে ওর মা জানতে পারবে না।' নিরব অত্যন্ত মা ভক্ত একটি ছেলে যেখানে যাই করুক না একবার হলেও মার কান পর্যন্ত নিরব পৌঁছাতো। সানজিতা আমি একদিন যাবো সবাইকে দেখতে। আমার কাছে নিরবের লেখা পত্র ওর মাকে দেবার রয়েছে। বিশ্বাস করেন শিহাব ভাই এই পত্রখানা যদি আমি রেখে না দিয়ে আগে পড়তাম তবে নিরবের প্রতি আমার এমন অবিশ্বাস জন্মাতো না আমার জীবনটাও। খুবই করুণ কষ্টে শিহাবকে জানালো সানজিতা। শিহাব আর দেরী না করে সানজিতাদের বাসা হতে বেরিয়ে গেলো। ও হ্যাঁ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম শিহাব চলে যাবার প্রাক্কালে ওদের বাসার ঠিকানা বলে দিয়ে গেছে সবাই নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে গেছে। সানজিতাদের বাসাতে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার জন্য সব গোছগাছ হয়ে গেছে এখন সানজিতা মাকে অনুরোধের সুরে জানালো যে মা তুমি যদি অনুমতি দাও তবে আমি কি নিরবের মাকে দেখে আসতে পারি। লিলি চৌধুরী বললেন, 'আচ্ছা বিকেলে মাহমুদকে সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরে আয়। হয়তো ওদেরদের দেখলে তোর ভালো লাগতে পারে সানজিতা চুপচাপ নিরব বাড়িতে এসে সিঁড়ি বেয়ে নিরবের মার কক্ষে প্রবেশ করতেই লতা তৌফিক লুৎফর সাহেবের নজরে পরে কে যেন সুবর্ণা কক্ষে প্রবেশ করেছে। নিচে মাহমুদ বসে রইলো। সানজিতাকে দেখে সুবর্ণা। কয়েক বছর পর পার হয়ে যাওয়া নিরবে বাড়িতে আসা হয়তো কোনোদিন আমরাও এ বাড়ি হতে পারতো। কিন্তু তা আর হলো না। সানজিতা পরিচয় দিলো, 'আমি সানজিতা মা।' আগে যেমন নিরব থাকলে মা বলে ডাকতো আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

সানজিতার নাম শুনে সুবর্ণা বিছানা হতে উঠে মা-মা বলে আদর করতে থাকে জড়িয়ে ধরে যেন আকাশের চাঁদ খুঁজে পেয়েছেন। সুবর্ণা বুকে জড়িয়ে নিয়ে মনে মনে সেই আগের গন্ধ সেই আগের আবেগ জড়ানো চেনা কণ্ঠ যেন নিখুঁত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। শুধু সানজিতার মুখের খানিক পরিবর্তন ঘটেছে তবুও সুন্দর। সুবর্ণার কক্ষে একে একে সবাই এসে উপস্থিত, সাথে নিরবের ভাতিজি মিম। ভীষণ শান্ত প্রকৃতির যেন নিরবের ডুপ্লিকেট সবাই এসে যার যার অপরাধের অনুশোচনার কথা ব্যক্ত করে ক্ষমা চেয়ে নিলো। লুৎফর সাহেব

আমাদের অপরাধের জন্যইতো আজ তোমার এ অবস্থা তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে যে ওপারে গিয়ে শান্তি পাবো না মা। সানজিতা বলল, না না আপনারা আমাকে এভাবে ছোট করছেন কেন। আমার ভাগ্যে যা হওয়ার তাই হয়েছে আমারও তো কোন পাপ নিহিত থাকতে পারে। লতার মিষ্টি বাচ্চাকে কাছে টেনে আদরের ফাঁকে লতা বলে উঠলো তুমি তোমার স্বামীকে সাথে করে নিয়ে আসতে তো পারতে। উত্তরে সানজিতা বলল, 'জীবনটা খরা ধান খেতের বৃষ্টির মতো কারণ যে নারীর শরীরে একাধিক পুরুষ নয় শুধু একটি পুরুষের স্পর্শ গায়েতে ছোয়া পেয়েছে সে আর অন্য পুরুষের চিন্তা করতে কি পারে। খরা জমিতে বৃষ্টি ছাড়া যেমন রোপণ হয় না ঠিক তেমনি আমার অবস্থা তাই। যাক আমি আসি আজ রাতে সুকলার হাজব্যান্ড নিয়ে বাবা মাসহ সকলে মিলে বেড়াতে কক্সবাজার যাবো। সেখানে আমার এক চাচা বাড়ি ঘর করে থাকেন। উনি বাবার মামাতো ভাই। অনেক প্রপার্টির মালিক কিন্তু তার স্ত্রী নেই। বাচ্চা প্রসবের আগেই দুর্ঘটনা ঘটে চাচি বাচ্চা উভয়ে মারা গেছেন। সকলেই বলল 'আহারে' সানজিতা পুনর্বার ফিরে এসে বলল, 'একদিন সারাদিন থেকে যাবো।' কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে সানজিতা ফিরে আসে কক্সবাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সকলেই সানজিতার ফেরার পথ চেয়ে আফসোস করতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, যে রাতে সানজিতারা কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছে সে রাতে নিরব সিলেটের সমস্ত জুট ঝামেলা মীমাংসা করে ঢাকাতে ফিরেছে। রাত্রি প্রায় এগোরোটায় ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশনে এসে পৌঁছালো নিরব। যথারীতি নিরবের অপেক্ষাতে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো নিরবের গাড়ি স্টেশন হতে ছেড়ে আসে ঠিক সেই মুহূর্তে পরপর তিনটি গাড়ি স্টেশনে এসে প্রবেশ করে। সামান্য ব্যবধানের প্রেক্ষিতে নিরব আর সানজিতাদের মাঝে সাক্ষাৎ হলো না।

নিরব ঢাকাতে এসে প্রথম বেইলি রোডে নিয়ে যাওয়ার জন্য ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলে সেই চেনা জানা কাঙ্ক্ষিত বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে গেট বন্ধ পেয়ে কলিংবেলে চাপ দিলে গেটের সামনে দারোয়ান এসে দেখে, 'নিরব জানতে চায় কেউ কি বাড়িতে আছেন?

'না সাহেব আপাতত কেউ নেই। এই আজ রাতে তিনারা কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন।' পরক্ষণে বলে, 'সাহেব আপনি কে?' দারোয়ান অবশ্য নতুন বলেই হয়তো আমাকে প্রশ্ন করছে। আমি এ বাড়ির কেউ না আবার একদিন এ বাড়ির অনেক কিছুই ছিলাম। নিরবের কথায় দারোয়ান রহস্যের গন্ধ পেয়ে বলে, 'স্যার বলুন তো আপনি কে?' দেরী না করে 'আমি নিরব' (কথা বলতে শেষ করতে পারি নাই ওমনি দারোয়ান বছির খপ করে ধরে

নিয়ে) 'চিনেছি চিনেছি আপনিই নিরব স্যার। আমি আপনার কথা এ বাড়িতে অনেক শুনেছি। দেখুন স্যার আপনি কিন্তু মহা অন্যায় করেছেন। আমাদের সানজিতা আপুর যখন এক্সিডেন্ট হলো আপনার নাম কত বার বড় আপু মানে সানজিতা আপুর মুখে শুনেছি। উনাকে চিকিৎসা করাতে আমেরিকাতে নেওয়া হয়েছিলো উনাকে কষ্ট দিয়ে আপনি মহা অন্যায় করেছেন নিরব।' আর কোনো ভালো মন্দ অন্য কিছু না জেনে চলে আসে শফিক সাহেবের তৈরি করা আবতাব নগরের বাসায়। কোন রকম খেয়েদেয়ে সারা রাত ছটফট করে কাটাতে হলো। সকাল হতে না হতে কোনোভাবে মুখে নাস্তা গুঁজে আগে নিজের অফিসে (মানে শফিক সাহেবের) গেলেন তারপর ম্যানেজারকে ডেকে দ্রুত মিটিং করে সবাইকে যার যার কাজের ইন্সট্রাকশন দিয়ে শিহাবের অফিসে চলে এসে দেখা হলে নিরব আমার সময় নেই সব কথা তোকে পরে বলবো। তোর অফিসের নিচে দারোয়ানের কাছে চারটা লাগেজ আছে একটি সায়লার, আমার ভাগ্নের ও তোর, আরেকটি ভাবী দাদার ভাতিজির, একটি সানজিতার, অন্যটি মা আর বাবার তুই দিয়ে দিস শিহাবকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দেয়া হলো না। তবুও শিহাব নিরবকে বলে, সবাইকে না হয় বাদ দিয়েছিস কিন্তু মা। মাকে দেখে যাবি না। মারতো ভীষণ অসুখ শয্যাশায়িত।' আজ নয় অন্য দিন নিরব কিছু টাকা প্রায় ২/৩ লক্ষের মত টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, 'কিছু কিনে নিস তোদের পছন্দ মত আর মার হাতে বাবার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা দিয়ে দিস।' 'এখন তারা আছে একদিন ফিরে এসে আমার জীবনের সব কথা তোদের জানাবো কেমন।' আর দেরী না করে লিফট দিয়ে নিচে নেমে সোজা এয়ারপোর্টে এসে ড্রাইভারকে আকতার নগরের বাসার সব বুঝিয়ে দেয় তেজগাঁও ডাইং ফ্যাক্টরির ম্যানজার রুহুল আমিন সাহেব টিকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'রুহুল আমিন সাহেবের সাথে কুশল বিনিময় করে টুকিটাকি কথা সেরে এয়ারপোর্টের ভিতরে প্রবেশ করে। রুহুল আমিন সাহেব সব দেখে রাখবেন আমি আগামী মাসে আবার আসবো।' শফিক সাহেব নিজে গিয়ে মামাতো বড় ভাইয়ের পরিবারকে রিসিভ করে পুতুলমালা কটেজে তুলে। বাহির হতে কটেজ দেখে মনে হয় খুবই শান শওকতের মাঝে দিয়ে তৈরি কি সুন্দর। নামও যেমন সুন্দর পুতুল মালা বাড়ি বাড়িটাও ততটা সুন্দর যেন তাকিয়ে থাকার মতো। সকলে এক এক করে প্রবেশ করছে। এই কটেজের দায়িত্ব আবদুল্লাহকে দিয়েছে এবং নিরব কোন কক্ষে থাকে তাও নির্বাচন করে রেখে আব্দুল্লাহর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। সেভাবেই শফিক আব্দুল্লাহর সাথে থেকে কক্ষগুলো বুঝিয়ে দেয়। ওরা সবাই অবাক বাহিরে যতটা সুন্দর নয় তার চেয়ে ভিতরে আরও মনমুগ্ধকর পরিবেশ যেন শীতল শান্তির বাতাস বয়ে চলছে স্রোতের মতো। শফিক সবাইকে

উদ্দেশ্য করে বলে, তোমাদের থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না তো ভাবী? লিলি চৌধুরী বলে কি যে বলো ভাই এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু দিয়ে হয়।' আক্তার সাহেব আমি তো জানি পুতুল কি না কষ্ট করে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো দাঁড় করেছিলো। মেয়েটার কি যে হলো সন্তানের আশায় সন্তানসহ জীবনটাই দিতে হলো। শফিক কথার মোর ঘুরিয়ে বলল, 'কেমন আছো সানজিতা তোমাদের তো থাকার ব্যবস্থা ভালো লাগছে।' সুকলা বলল, কি যে বলেন আঙ্কেল কি বলতে কি বলবো নিরব। কিছু বলতে যাবে লিলি চৌধুরী তাৎক্ষণিক শফিক তুমি কোনো চিন্তা করবে না আমরা যতদিন থাকবো আশা করি ভালোই থাকবো। শফিক বলল, বেশ আপনারা বিশ্রাম করুন বাহিরে তিনটা গাড়ি রয়েছে যে যেখানে চান ঘুরে বেড়াবেন যা যা দেখতে ইচ্ছে হয় দেখবেন। আক্তার সাহেব বলল, তুই এতটা আমাদের নিয়ে ভাবছিস কেন ভাই আমরা ভালোই থাকবো কথার ফাঁকে আমার ছেলেটা যদি না থাকতো 'তোমার ছেলে মানে' লিলি চৌধুরী। শফিক আমতা আমতা করে শফিক বলে না ছেলে মানে ছেলে হয় না কোন পরিচয়ে। ও তাই লিলি চৌধুরী তার কক্ষে প্রবেশ করে। শফিক মামাতো ভাই আক্তার হতে সব কথা বলে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। সানজিতা, সুকলা ও বোনের স্বামী নির্ঝর ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে বিস্মিত হয়। এক সময় সানজিতার রুমে সুকলা স্বামী নির্ঝরকে নিয়ে এসে বলে, 'বুবু এমন পারফিউম নিরব ভাই ব্যবহার করতো না? দেখ দেখ জানালার পর্দা নিরব ভাইয়ের বাসাতে দেখেছি। সুকলা যেখানে যাচ্ছে সেখানেই নিরব ভাইয়ের ছোঁয়া অনুভব করছে। একদিন এমনি একটা বেড রুমের ছবি আঁকানো দেখেছিলাম তার টেবিলে।' সানজিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আসলে তুই নিরব বলতে বলতে পাগল হয়ে যাবি। এসব কিছু না মনের হেলুসিনেশন।' সুকলা ওর কক্ষে চলে গেলো। সানজিতা মনে মনে ভাবল সত্যি তো আমারও তাই মনে হচ্ছে। নিরবের টেবিলে আমার কক্ষের মতো এমনি সাজানো গোছানো একটা বেডরুমের ছবি দেখেছিলাম। ধ্যাত আমার সুকলার মত নিরবের ভূত চেপে ধরেছে। নিরবের প্রতি সাংঘাতিক স্নেহ মায়া মমতা জন্ম নিয়েছে। শফিকের মনে হয় নিরব তার নিজের সন্তান নিরবও এতোদিন শফিকের সান্নিধ্যে থেকে থেকে খুবই আপন করে নিয়েছে। এই যে দু/তিন দিন নেই তাতে দুজনের মনে হয়েছে কত যুগ ধরে একে অপরের কাছে নেই। নিরব চারটাতে কক্সবাজার এসে বিভিন্ন এলাকাতে বাসায় বাসায় খোঁজ নিয়ে তারপর সে বাসাতে ফিরছে এখন প্রায় নয়টা বেজে গেছে। তাই শফিক সাহেব খাবার টেবিলে নিরবের নিকট জানতে চায়, 'কক্সবাজার চারটাতে এসে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' আমি এসেই অফিসে গিয়েছিলাম তারপর অফিস হতে বেরিয়ে আপনার মেহমানের জন্য সকালের নাস্তা কিনে

আব্দুল্লাহর কাছে দিয়ে এলাম। এই দুটি কথা সত্য বাকী যে গোপনে গোপনে খুঁজে বেরিয়েছে সানজিতাদের একথা আর প্রকাশ করেনি। পরক্ষণে 'আপনার গেস্টদের তো কোনো থাকা খাওয়ার অসুবিধা নেই।' শফিক বলল, 'না তারা খুবই পছন্দ করেছেন।' নিরব বলল, 'আমি না থাকাতে বোধ হয় ঔষধ পথ্যাদী নিয়ম মত সেবন করেননি।' 'কে বলেছে' শফিকের উত্তরে নিরব বলল, 'আপনার মুখ তো শুকনো মন হচ্ছে। না না আমি ঠিক আছি দুজনের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যার যার রুমে চলে যা। প্রতিদিন অফিসের ফাঁকে ফাঁকে নিরব সকাল দুপুর রাত্রি সানজিতাদের খোঁজ করতে হন্যে হয়ে ঘুরছে। সারাক্ষণ অস্থিরতা কাজ করছে। কি করি কীভাবে খুঁজে পাই। এভাবেই কেটে গেলো ৪/৫ দিন। একদিন সি-বিচে দুটি মেয়ে একটি ছেলে প্রাত ভ্রমণে হাঁটতে এসেছেন। নিরব সি-বিচে গিয়ে হাঁটছে। ভেবেছিলো ওরা বুঝি সানজিতা আর অন্য কেউ। সাগরের পারে একটু কুয়াশা ছিলো তাই কাছে এসে পিছন হতে দেখতে পায় একটি মেয়ের হাতে ছড়ি যার উপর ভর করে চলছে, অন্য জন স্বাভাবিকভাবে। দেখে মনে হলো না না এদের মধ্যে সানজিতা থাকতেই পারে না। তাৎক্ষণিক ফিরে যায়। এ অবস্থাতে আরও ৩/৪ দিন চলে যায় অর্থাৎ প্রায় ৮/৯ দিন। নিরব যদিও পুতুল মালার কটেজে যায় তবে গাড়ি হতে না নেমে যা প্রয়োজন তা আব্দুল্লাহর নিকট দিয়ে আসে। একদিন শফিক সাহেব নিরবকে ডেকে বললো, 'কিরে নিরব কতদিন হলো আমার গেস্ট এসেছে এরমধ্যে তুমি তো তাদের সাথে দেখা করতে কথা বলতে গেলে না।

'আপনি যখন যাচ্ছেন আমার কি দরকার আমি তো উনাদের যখন যা প্রয়োজন আব্দুল্লাহর মাধ্যমে রেখে আসছি।' নিরবের কথা শেষ হতে না হতে শফিক বলল, আজ তোমার অফিস বন্ধ তাই আমার সাথে পুতুল কটেজে তুমিও ডিনারে দাওয়াতে যাচ্ছো।' 'আপনার মেহমানের মধ্যে আমার কি যাওয়ার প্রয়োজন।' শফিক বললেন, 'না তুমি অবশ্যই আমার সাথে যাবে।' নিরব আর আপত্তি করেনি। আসলে নিরবকে দিয়ে সানজিতার সাথে কোনোভাবে বিবাহীর ব্যবস্থা করা যেতো তবে এক ঢিলে দুই পাখি। সানজিতা নিরবের বৌ হয়ে এলে আমার প্রোপার্টি রক্ষা পেতো। আমি আমার স্থাবর অস্থাবর সকল প্রতিষ্ঠান, জায়গা, জমি, বাড়ি, সানজিতা ও নিরবকে লিখে দিতাম। যেহেতু সানজিতা আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়ে আর আমার কোনো সন্তান নেই তাই এদের দিলে কোনো দোষ হবে না বা যদি সম্পর্ক না হয় তবে আর কি নিরবকে লিখে দিয়ে যেতে হবে। একদিন সানজিতাদের পরিবার পরিজন মাহমুদ ও কাজের বুয়াসহ ইচ্ছামত ঘুরেছে, বেড়িয়েছে, বিভিন্ন প্রদর্শিত স্থান দেখেছে। সকাল হলেই সি-বিচে গিয়েছে এভাবে সময়

পার করেছে। দশ দিন মনে মনে নিরব খুঁজে ঘুরছে সানজিতার জন্য। যাই হোক আজ শফিক সাহেবের চিন্তার উপর ভিত্তি করে ডিনারের আমন্ত্রণে নিরবকে বুঝিয়ে নিরব আসতে রাজি হয়েছে। সানজিতার মত পরিবর্তন করে যদি কোনো ভাবে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে মামাতো ভাইয়ের পরিবার বেঁচে যায়। তাহলে সানজিতার জেদের কারণে পরবর্তীকালে ভাই ভাবী পৃথিবী হতে বিদায় নিলে কে দেখবে মেয়েটাকে। ড্রয়িং রুমে বসতেই আক্তারুজ্জামান, লিলি চৌধুরী আসতে না আসতে নিরবকে দেখে দুজনে মিলে অশ্লীল ভাষাতে যা ইচ্ছা তাই বলে সম্বোধন করতে থাকে। শফিক আশ্চর্য হয়ে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখছে শুনছে। অন্যপক্ষে নিরব, নিরবের মতো মনে মনে ভাবছে সারা কক্সবাজার চষে বেড়ালাম খোঁজাখুঁজি করে আর দেখি সাপের গর্তে সাপেনিরা লুকিয়ে আছে। হায়রে কপাল আমি যদি জানজাম আমার ডেরাতে আমারই পাঠানো খানাদানা খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুনরায় লিলি চৌধুরী নিরবের দিকে আঙ্গুল তুলে এখানে এসে বিয়ে সাদী করে বৌ সন্তানদের নিয়ে নাকে তেল দিয়ে দিব্যি সুখে শান্তিতে বসবাস করছিস, অন্য দিকে আমার মেয়ে লাশ হয়ে বেঁচে আছে (লিলি চৌধুরী কেঁদে ফেলে) কত বড় বেইমান, স্বার্থপর।' নিরব কিছু না বললেও শফিক সাহেব বলল, 'এ আপনি কি বলছেন ভাবী? শফিক সাহেব মওকা পেয়ে দেখছি মেঘ না চাইতে বৃষ্টি। 'ও বিয়ে করবে কোথায় ভাবী ও কক্সবাজারে আসার পর হতেই আমার কাছেই আছে।' চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সানজিতা, সুকলা, নির্ঝর ছুটে আসে। সানজিতা লাঠিতে ভর করে এসে নিরবকে দেখে তাকিয়ে ঘৃণা প্রদর্শন করে চলে যেতে উদ্যত হলে শফিক সাহেব লক্ষ করে, 'যেও না সানজিতা মা, যেও না। আমার কথা না শুনে কেউ এখান হতে যাবে না। শফিক সাহেব দ্রুত সানজিতার কাছে গিয়ে হাত ধরে এনে সোফাতে বসিয়ে বলল, শোনো মা সানজিতা সমস্ত কষ্ট দুঃখ বেদনা মান অভিমানের ফয়সালা আজ এখানে শেষ হোক।' কথা মাঝখানে, তুই জানিস না শফিক ওর কারণে আমাদের উপর দিয়ে কি সাংঘাতিকভাবে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।' শফিক 'আমি সবই জানি সবই শুনেছি। এ ব্যাপারে আমি বলবো নিরব সম্পূর্ণ রূপে নির্দোষ ও পরিস্থিতির শিকার এবং বাধ্য হয়ে চলে আসছে। সকল প্রকার ঘটনা রটনা পালিয়ে আসা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝানো হয়। এখন তোমরাই বলো নিরবের অপরাধ কোথায়। সবই তো সানজিতাকে পত্রের মাধ্যমে অবগত করেছিলো। বলেছিলো জীবনে যদি বিয়ে করতেই হয় সানজিতাকে ব্যতিত অন্য কাউকে নয়। বল সানজিতা বল?' সানজিতা মাথা নত করে থাকে। নিরব বারবার সানজিতার দিকে তাকিয়ে নিজে নিজে ভাবে হায় আল্লাহ এভাবে আমাকে কষ্ট দিলে। সানজিতাও মনে

মনে বলে, স্টুপিড ভেবেছিস আমি মরে গেছি? আরে বেঁচে আছি তো শুধু তোর ঘাড় মটকে খাওয়ার জন্য। ভাবী এখন সব বাদ দিন। আসুন ডিনার সেরে কি করলে ভালো হয় ব্যবস্থা করি তুমি যা বলো ভাই। আক্তারুজ্জামান বলল, তারা যা ভালো বুঝিস, সুকলা নিরবের কাছে এসে বলে 'কেমন লাগছে গালাগালিজ শুনে। হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তাই না নিরব ভাইয়া।' এতক্ষণে নিরবের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কারণ জীবনে কোনোদিন এমন ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় নাই। নিরব পুতুল কটেজে পুতুলের ন্যায় নিরব দর্শকের মত বসে রইলো।

ইত্যবসরে নিরবের প্রতি যে রাগ অভিমান ছিলো তা এক নিমিষে জল হয়ে গেলো সানজিতা আর সানজিতার পরিবারের। শফিক সাহেব পুরাতন যুগের মানুষ হলেও এ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এ যুগের ছেলেমেয়েদের মনের কথা সব বুঝেন। কারণ তার প্রতিষ্ঠানে এ যুগের ছেলেমেয়েরা ভুড়িভুড়ি। এখন সানজিতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমাদের মধ্যে যদি আর কোনো মান অভিমান থেকে থাকে তবে নিরবকে নিয়ে তোমার কক্ষে চলে যাও। তারপর আরও ঝগড়া বিবাদ মারামারি যা হয় করে যখন দেখবে আর পারছো না তখন ডাকলে খেতে চলে আসবে কেমন।' শফিক আঙ্কেলের কথায় সায় দিয়ে সুকলা সানজিতা আর নিরবকে সানজিতার কক্ষে নিয়ে চলে আসে। এরপর নিরব আর সানজিতার মাঝে মান অভিমান দুঃখ বেদনার পালা শেষ হয়ে ইতবাচক পর্যায়ে গেলে দুজন দুজনকে ধরে হাসি তামাশায় রূপান্তরিত হয়।

সবশেষে উপন্যাসের বক্তব্য এখানেই শেষ নয়। এরপর নিরবের বাবা লুৎফর রহমান, মা সুবর্ণা খান, শিহাব, সায়লা সায়লার ছেলে, সায়লার শ্বশুর, বড় ভাই তৌফিক, ভাবী লতা তার মেয়ে মিম, রাবিয়া সবাইকে আসার জন্য শফিক সাহেব বার্তা পাঠালেন এবং সকলে এসে উপস্থিত হলে আনন্দঘন পরিবেশে নিরব আর সানজিতার ধুমধাম করে বিয়ে সম্পন্ন হলো। শফিক সাহেব সানজিতা ও নিরবকে সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যেখানে যা কিছু আছে সব লিখে দিয়ে লিখিত ভাবে উভয়কে নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিলেন এবং বললেন, 'প্রেমের মৃত্যু নেই।'